পুরুলিয়ায়
গীতাঞ্জলি
ফরেস্ট রিট্রিট
বুকিংয়ের জন্য যোগাযোগ
অনিকেতঃ ৮৩৩৪৮২৬৯৭৫
শান্তনুঃ ৯৮৭৫৬৫৮২৩৮

দুরন্ত বার্তা

সুচিকিৎসা
মাসিক স্বাস্থ্য পত্রিকা
দামঃ ১৫ টাকা
পত্রিকা সংগ্রহ করতে আজই নিকটবর্তী এজেন্টের সাথে যোগাযোগ করুন।

১ ইন্টারনেট সংস্করণ http://durantbarta.com কলকাতা Volume No. 31, Issue No.: 226 Friday, 17 July, 2026 ✱ ৩১ বর্ষ, ২২৬ সংখ্যা ✱ ৩২ আষাঢ় ১৪৩৩, শুক্রবার, ১৭ জুলাই ২০২৬ ✱ আজ ৮ পাতা ✱ মূল্য– ৩ টাকা

‘আমার ধর্মকর্ম করার সঙ্গে পদমর্যাদার কোনও সম্পর্ক নেই’

রথের দিন পুজো দিয়ে জানালেন মুখ্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা ১৬ জুলাইঃ রীতি অনুযায়ী সোনার ঝাড়ু দিয়ে ঝাঁট দিয়ে কলকাতা ইসকনের রথযাত্রার শুভ সূচনা করলেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। বৃহস্পতিবার দুপুরে ইসকন মন্দিরে পৌঁছে রীতি মেনে রথের রশি টেনে, প্রভু জগন্নাথদেবের বিগ্রহের সামনে পুজো ও আরতি করেন তিনি। এরপর শ্রীল প্রভুপাদের কক্ষে গিয়ে প্রণাম জানানোর পাশাপাশি সেই কক্ষটিকে হেরিটেজ ঘোষণার জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে আবেদন করবেন বলে আশ্বাস দেন। এদিন বেলা ১২টার কিছু পরে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী কলকাতার ইসকন মন্দিরে পৌঁছন। সেখানে মন্দির কর্তৃপক্ষ ও ইসকনের সন্ন্যাসীরা তাঁকে স্বাগত জানান। প্রথমে মুখ্যমন্ত্রী প্রভু জগন্নাথদেবের বিগ্রহের সামনে নতমস্তকে প্রণাম করেন। পুজো দেন। আরতি করেন। তার পর সোজা চলে যান শ্রীল প্রভুপাদের কক্ষে। সেখানে সাষ্টাঙ্গে প্রণামের পর পুরো কক্ষ ঘুরে দেখেন। রথযাত্রার মূল অনুষ্ঠানে যোগ দিয়ে মুখ্যমন্ত্রী জানান, একজন সনাতনী আদর্শে বিশ্বাসী মানুষ হিসেবে ইসকনের এই উৎসবে সামিল হতে পারা তাঁর কাছে অত্যন্ত সৌভাগ্যের। তাঁর কথায়, ‘‘রাজ্যের উন্নয়নের পাশাপাশি আমাদের সংস্কৃতিকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়াই সরকারের লক্ষ্য।’’ ইসকনের মন্দিরে পুজো শেষে মুখ্যমন্ত্রী রথদর্শনে যান। সেখানে বিগ্রহে মাল্যদান করেন। তার পর বলেন, ‘আজ প্রকৃত অর্থে ভক্তদের দিন।’ এদিন উপস্থিত দর্শকদের অনুরোধে মুখ্যমন্ত্রী দু’কলি গৌড়ীয় সংগীত পরিবেশন করেন। এরপর সোনার ঝাড়ু দিয়ে

রথের সামনের পথ পরিষ্কার করার প্রথাগত আচার সম্পন্ন করেন তিনি। এর মধ্যে দিয়ে সূচনা হয় ইসকনের রথযাত্রার। রথযাত্রাকে কেন্দ্র করে রাজ্য সরকারও একাধিক বিষয়ে উদ্যোগী হয়েছে। রথযাত্রা উপলক্ষে রাজ্য সরকারের ভূমিকার কথা উল্লেখ করে মুখ্যমন্ত্রী জানান, এ বছর রাজ্যের মোট ৬০টি রথযাত্রা কমিটিকে ৫ লক্ষ টাকা করে আর্থিক অনুদান দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে সরকার। এই উদ্যোগে মোট ৩ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে, যার লক্ষ্য রাজ্যের ঐতিহ্যবাহী সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডকে আরও সুসংগঠিত করা। পাশাপাশি, রাজ্যের মিড-ডে মিল ব্যবস্থায় ইসকনের ভূমিকার ভূয়সী প্রশংসা করেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। তিনি জানান, ‘‘রাজ্যে মিড-ডে মিল কিচেন তৈরি হচ্ছে। ইসকনের এই কাজ নতুন নয়। ২২টি বড় বড় শহরে স্কুলের মিড-ডে মিলের দায়িত্বে রয়েছে ইসকন।’’ তিনি আরও বলেন, ‘‘এই মিড-ডে মিল পুষ্টিগুণসম্পন্ন।’’ বিগত দিনে মিড-ডে মিল নিয়ে হওয়া দুর্নীতির প্রসঙ্গ তুলে মুখ্যমন্ত্রী জানান, বর্তমানে সেই ব্যবস্থাকে স্বচ্ছ ও উন্নত করতে উদ্যোগী হয়েছে রাজ্য সরকার। এদিনের রথযাত্রা উপলক্ষে ইসকন চত্বরে ছিল বিপুল সংখ্যক ভক্তের সমাগম। ভক্তদের জয়ধ্বনিতে মুখরিত হয়ে ওঠে এলাকা। ইসকনের রথযাত্রা শুধু ধর্মীয় অনুষ্ঠান নয়, এটি সম্প্রীতি ও ঐক্যেরও প্রতীক। বিভিন্ন ধর্ম, ভাষা ও সম্প্রদায়ের মানুষ এই উৎসবে অংশ নেন। ভক্তদের বিশ্বাস, রথের দড়ি টানলে জীবনে শুভ শক্তির আগমন ঘটে এবং সকল বাধা-বিপত্তি দূর হয়। সেই বিশ্বাসকে কেন্দ্র করেই প্রতি বছর এই উসবকে ঘিরে তৈরি হয় বিশেষ উৎসাহ। অন্যদিকে, বৃহস্পতিবার সকালে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীকে রথযাত্রার শুভেচ্ছা জানান প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। মহাপ্রভু জগন্নাথদেবের কাছে সকলের সুস্বাস্থ্য, সুখ ও সমৃদ্ধি কামনা করেন তিনি। প্রধানমন্ত্রী লেখেন, ‘রথযাত্রা উপলক্ষে সকলকে শুভেচ্ছা জানাই। এই উৎসব ভারতের আধ্যাত্মিক এবং সাংস্কৃতির ঐতিহ্যের এক উজ্জ্বল বহিঃপ্রকাশ। রথযাত্রার সঙ্গে জড়িত রীতিনীতি ভারত তথা

● এরপর ৬ পাতায়...

তৃণমূল ছাড়ছেন মণীশ গুপ্ত, প্রশংসা মুখ্যমন্ত্রীর

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা ১৬ জুলাইঃ চরম অস্তিত্ব সঙ্কটে তৃণমূল কংগ্রেস। একে তো দল ভেঙে টুকরো টুকরো হয়েছে। অন্যদিকে, দল থেকে ইস্তফার হিড়িক। এবার তৃণমূল নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছে পদত্যাগ পত্র পাঠিয়ে রাজনীতি ছাড়তে চলেছেন দক্ষিণ কলকাতার তৃণমূলের চেয়ারম্যান মণীশ গুপ্ত। আজ, বৃহস্পতিবার (১৬ জুলাই) রাজনীতি ছাড়ার সিদ্ধান্ত ঘোষণা করেন রাজ্যের তৃণমূল আমলের বিদ্যুৎ মন্ত্রী মণীশ গুপ্ত। তিনি সাফ জানান, শুধু তৃণমূল কংগ্রেস নয়, রাজনীতিই ছেড়ে দিচ্ছেন। তবে এখনও মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছে ইস্তফা জমা দেননি বলেই সূত্রের খবর। মণীশ গুপ্ত বলেন, ‘‘আমি তৃণমূলে এলেও আমাকে গত পাঁচ বছর ধরে বসিয়ে রাখা হয়েছে। আমাকে ব্যবহার করেনি। আক্ষেপ বলবো না। তবে এই ধরনের অনেক কারণ তো রয়েছেই। একই সঙ্গে বয়স একটা বড় বিষয়। তাই তৃণমূল তো ছাড়ছি। রাজনীতিও ছেড়ে দিচ্ছি।’’ তিনি আরও বলেন, ‘‘৮৫ বছর বয়স হল। আর রাজনীতি করব না বলে ঠিক করেছি। আমি কোনও শিবিরে নেই, আমি রাজনীতি ছেড়ে দেব ঠিক করেছি।’’ প্রসঙ্গত, ১৯৯৩ সালের ২১ জুলাই যখন মহাকরণ অভিযান চলছিল, যেই অভিযানে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ‘আক্রান্ত’ হয়েছিলেন, তখন রাজ্যের স্বরাষ্ট্রসচিব ছিলেন মণীশ গুপ্ত। যুব কংগ্রেসের বিক্ষোভকারীদের উপর গুলিচালনার নির্দেশ দেওয়ার ঘটনায় বারবার মণীশ গুপ্তের নাম জড়িয়েছিল, তুমুল বিতর্কও হয়েছিল। তবে ২০১১ সালে পালাবদলের পর মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের তৃণমূল কংগ্রেসেই তিনি যোগ দেন। তাঁকে বিধায়ক ও মন্ত্রীও করা হয়। এই নিয়ে বিস্তর বিতর্ক হয়েছিল। এবার ২১ জুলাইয়ের আগেই দল থেকে ইস্তফা দেওয়ার ঘোষণা করলেন তিনি। রাজ্যে পালাবদলের পরই মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর প্রশংসা করেন মণীশ গুপ্ত। তিনি বলেন, ‘‘বর্তমানে যিনি মুখ্যমন্ত্রী হয়েছেন শুভেন্দু অধিকারী, তাঁর মতো দক্ষ প্রশাসক বাংলা পায়নি। যেভাবে কাজ করছেন, তাতে বাংলার উন্নয়ন কেউ আটকাতে পারবে না। একের পর এক নিয়ম দক্ষ হাতে প্রশাসক সামলাচ্ছেন। একজন দক্ষ মুখ্যমন্ত্রী পেয়েছে বাংলা।’’

‘অভিষেককে জঙ্গলে পাঠাতে চাইছেন মমতা’ তোপ শমীকের

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা ১৬ জুলাইঃ রাজ্যের কিছু জেলায় মৌলবাদীদের বাড়বাড়ন্ত দেখা যাচ্ছে বলে অভিযোগ জানালেন বিজেপির রাজ্য সভাপতি শমীক ভট্টাচার্য। বৃহস্পতিবার কলেজ স্কোয়্যারে দুর্গাপুজোর খুঁটিপুজোয় উপস্থিত হয়ে গোটা রাজ্যে রাজনীতিমুক্ত হয়ে, নির্বিঘ্নে পুজোর আয়োজন করার বার্তাও দিয়েছেন তিনি। বিজেপির রাজ্য সভাপতি এ দিন বলেন, ‘‘পশ্চিমবঙ্গে চূড়ান্ত র‍্যাডিক্যালাইজেশন তৈরি হয়েছে। কিছু কিছু জেলা কার্যত মনে হচ্ছে বাংলাদেশ হয়ে গিয়েছে।’’ কথা প্রসঙ্গে, মুর্শিদাবাদে নিহত পিতা-পুত্র হরগোবিন্দ দাস এবং চন্দন দাসের কথাও উল্লেখ করেন তিনি। ওই হত্যাকাণ্ডকে এক নারকীয় ঘটনা বলে বর্ণনা করেন শমীক। তাঁর দাবি, এ রাজ্যে মৌলবাদী চিন্তাভাবনা চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌঁছে গিয়েছে। এই প্রসঙ্গেই বাংলাদেশের গত কয়েক বছরের গোলমালের কথা উল্লেখ করেন শমীক। বাংলাদেশে গত কয়েক বছরে সংখ্যালঘুদের উপর অত্যাচারের বিস্তর অভিযোগ উঠেছে। যা নিয়ে অতীতে মুখ খুলেছে নয়াদিল্লি। সংখ্যালঘুদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করার জন্য অনুরোধ করেছে ঢাকাকে। শমীক এ দিন বলেন, ‘‘আজ এখানে সাড়ম্বরে খুঁটিপুজো হচ্ছে। আমাদেরই রক্ত, আমাদেরই ভাই- ঘোষ, বোস, দত্ত, মিত্র, গুহঠাকুরতা, পোদ্দার, সর্দার, চাকমা, জয়সওয়াল- সবাই কিন্তু ও পারে আছেন। তাঁরা এ ভাবে চারদিকে মাইক লাগিয়ে দুর্গাপুজো করতে পারছেন না। আজ পবিত্র রথের দিনে তাঁরা খুঁটিপুজো করে দুর্গাপুজোর উদ্বোধন করতে পারছেন না। আমরা যেন একটু তাঁদের কথাও ভাবি।’’ দুর্গাপুজোকে রাজনীতিমুক্ত রাখারও বার্তা এ দিন দিয়েছেন বিজেপির রাজ্য সভাপতি। বুঝিয়ে দিয়েছেন, কোনও পুজো কমিটির ইচ্ছা হলে বিজেপির কোনও নেতাকে কমিটির সভাপতি বা পৃষ্ঠপোষক করতেই পারে। তবে রাজনৈতিক পালাবদলের সুযোগ নিয়ে দুর্গাপুজোকে জোর করে দখল করা যাবে না। বললেন, ‘‘আমাদের এই সংস্কৃতির বাইরে বেরোতে হবে। পুজোকে রাজনীতির বাইরে রাখতে

● এরপর ৬ পাতায়...

মাদ্রাসায় আশ্রয় রোহিঙ্গাদের! উত্তর প্রদেশ এটিএস ও ইডি-র তল্লাশি বাংলায়

নিজস্ব প্রতিবেদন

রোহিঙ্গা ও বাংলাদেশি অনুপ্রবেশকারীদের ভারতীয় পরিচয়পত্র তৈরি করে দেওয়ার অভিযোগে সক্রিয় সিন্ডিকেটের সন্ধানে বড়সড় অভিযানে নামল এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট (ইডি)। কোটি কোটি টাকার আর্থিক লেনদেন এবং জাল নথি তৈরির চক্রের অভিযোগ খতিয়ে দেখতে বৃহস্পতিবার বাংলা-সহ দেশের ১৩টি জায়গায় একযোগে তল্লাশি চালিয়েছে কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা। ইডি সূত্রে জানা গিয়েছে, কলকাতা, উত্তর ২৪ পরগনা, দক্ষিণ ২৪ পরগনা এবং মুর্শিদাবাদের একাধিক জায়গায় অভিযান চালানো হয়েছে। পাশাপাশি উত্তরপ্রদেশ, দিল্লি এবং হরিয়ানার বিভিন্ন স্থানেও তল্লাশি চালানো হয়েছে বলে খবর। তদন্তকারীদের মূল লক্ষ্য, এই চক্রের সঙ্গে যুক্ত মূল মাথাদের খুঁজে বের করা এবং আর্থিক লেনদেনের উৎস ও গন্তব্য সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করা। তদন্তকারীদের অভিযোগ, অবৈধভাবে ভারতে প্রবেশ করা বাংলাদেশি অনুপ্রবেশকারী এবং রোহিঙ্গাদের জন্য আধার কার্ড-সহ বিভিন্ন ভারতীয় পরিচয়পত্র তৈরি করে দেওয়ার একটি নেটওয়ার্ক সক্রিয় রয়েছে। মোটা অঙ্কের অর্থের বিনিময়ে এই চক্রের মাধ্যমে জাল নথি তৈরি করা হয় বলে তদন্তে উঠে এসেছে। সেই নথি ব্যবহার করে অনুপ্রবেশকারীরা দেশের বিভিন্ন প্রান্তে নিজেদের পরিচয় প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করে বলে অভিযোগ। এই বিষয়ে উত্তরপ্রদেশ পুলিশের অ্যান্টি টেররিস্ট স্কোয়াড (এটিএস) মানবপাচার সংক্রান্ত একটি তদন্ত শুরু করে। সেই তদন্তের সূত্র ধরেই কলকাতার এক ব্যক্তির নাম সামনে আসে বলে জানা গিয়েছে। এরপরই জাল নথি তৈরি এবং বেআইনি আর্থিক লেনদেনের বিষয়টি খতিয়ে দেখতে ইডি তদন্ত শুরু করে। তদন্তে উঠে এসেছে, পশ্চিমবঙ্গের কয়েকটি এলাকায় এই ধরনের জাল নথি তৈরির চক্র সক্রিয় থাকতে পারে। বিশেষ করে উত্তর ২৪ পরগনা এবং মুর্শিদাবাদে এই ধরনের কার্যকলাপের সম্ভাবনা খতিয়ে দেখছেন তদন্তকারীরা। ইডির সন্দেহ, স্থানীয় স্তরে একটি সংগঠিত নেটওয়ার্ক তৈরি করে এই কাজ চালানো হচ্ছে। ইডি সূত্রে আরও জানা গিয়েছে, তদন্তের সময় কয়েকটি স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার নামও সামনে এসেছে। অভিযোগ, কিছু সংস্থার আড়ালে জাল নথি তৈরির কাজ এবং আর্থিক লেনদেন পরিচালিত হতে পারে। তদন্তকারীরা খতিয়ে দেখছেন, ওই সংস্থাগুলির সঙ্গে এই চক্রের কোনও প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ যোগাযোগ রয়েছে কি না। শুধু নথি তৈরি নয়, এই চক্রের মাধ্যমে বিপুল পরিমাণ অর্থের লেনদেন হয়েছে বলেও তদন্তকারীদের দাবি। অভিযোগ, আর্থিক লেনদেনের প্রকৃত উৎস গোপন রাখতে অন্য ব্যক্তিদের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট ব্যবহার করা হয়েছে। অর্থাৎ নিজের নামে লেনদেন না করে অন্যের অ্যাকাউন্ট ব্যবহার করে টাকা আদানপ্রদান করা হয়েছে কি না, সেটিও তদন্তের আওতায় রয়েছে। কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থার আধিকারিকরা মনে করছেন, এটি শুধুমাত্র জাল নথি তৈরির ঘটনা নয়, এর পিছনে একটি বড় আর্থিক নেটওয়ার্ক কাজ করতে পারে। তাই অভিযানের মাধ্যমে নথি, ইলেকট্রনিক ডিভাইস, আর্থিক লেনদেনের তথ্য এবং সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য সংগ্রহের চেষ্টা চলছে। ইডির এই অভিযানের পর রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক মহলে নতুন করে আলোচনা শুরু হয়েছে। তদন্তকারীরা জানিয়েছেন, তল্লাশি থেকে পাওয়া তথ্যের ভিত্তিতে পরবর্তী পদক্ষেপ করা হবে। এই চক্রের সঙ্গে যুক্ত ব্যক্তি, সংস্থা এবং আর্থিক লেনদেনের পুরো নেটওয়ার্ক সামনে আনাই এখন তদন্তের প্রধান লক্ষ্য।

কেন্দ্রকে সুপ্রিম কোর্ট বলল

‘নবম শ্রেণিতে থার্ড ল্যাঙ্গুয়েজ পড়ানো শুরু করবেন না’

সংবাদ সংস্থা, নয়াদিল্লি, ১৬ জুলাইঃ পড়ুয়াদের তিনটি ভাষা পড়াতে চায় কেন্দ্রীয় সরকার। সিবিএসই ইতিমধ্যে তাদের পাঠক্রমেও তৃতীয় ভাষা বা থার্ড ল্যাঙ্গুয়েজ যোগ করার পরিকল্পনা করে ফেলেছে। তবে আজ সুপ্রিম কোর্ট বলল, তৃতীয় ভাষা পড়ুয়াদের উপরে অত্যাধিক ও অপ্রয়োজনীয় চাপ তৈরি করবে। কেন্দ্রের তিন ভাষার নীতির সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে সেন্ট্রাল বোর্ড অব সেকেন্ডারি এডুকেশন নবম শ্রেণিতে তৃতীয় ভাষা যোগ করার পরিকল্পনা করেছে। এই নিয়ে তামিলনাড়ু সরকার বিরোধিতা করেছে। মাদ্রাজ হাইকোর্টের নির্দেশ দিয়েছিল রাজ্যের প্রতিটি জেলায় জওহর নভোদয় বিদ্যালয়কে স্বীকৃতি দেওয়ার। সেই রায়কে চ্যালেঞ্জ করেই সুপ্রিম কোর্টের দ্বারস্থ হয়েছিল তামিলনাড়ু সরকার। তারা কেন্দ্রের তিন ভাষার নীতি নিয়ে আপত্তি তোলে। সেই মামলার শুনানিতে সুপ্রিম কোর্ট নবম শ্রেণিতে তৃতীয় ভাষা যোগ করা নিয়ে প্রশ্ন তোলে। তামিলনাড়ু সরকারের আর্জির জবাবে বিচারপতি বিভি নাগারত্ন এই নীতি কার্যকর করার সময় নিয়ে প্রশ্ন তোলেন। তিনি বলেন যে পড়ুয়াদের তাহলে আরও অনেক আগে থেকে তৃতীয় ভাষা শেখা শুরু করা উচিত। নবম শ্রেণিতেই এই তৃতীয় ভাষা যোগ করা নিয়ে সুপ্রিম কোর্ট বলে, ‘‘এটা ঠিক নয়। নবম শ্রেণি পড়ুয়াদের জন্য খুবই চাপের। নবম শ্রেণিতেই কেন নতুন ভাষা শেখানো হবে? আপনাদের ষষ্ঠ শ্রেণিতেই এটা যোগ করা উচিত।’’ কেন্দ্রীয় সরকারকে এই নীতি পর্যালোচনা করার অনুরোধ করে সুপ্রিম কোর্ট। বিচারপতির বেঞ্চ বলে, ‘‘কেন্দ্রীয় সরকার, দয়া করে নবম শ্রেণিতে তৃতীয় ভাষা যোগ করবেন না। সিবিএসই, আইসিএসই, রাজ্য বোর্ড, দশম শ্রেণি বোর্ড পরীক্ষা। অষ্টম শ্রেণির শেষভাগ থেকেই পড়ুয়াদের উপরে চাপ তৈরি হয়।’’ নিজের স্কুলজীবনের কথা উল্লেখ

● এরপর ৬ পাতায়...

রাজ্যসভার সাংসদ পদ ছাড়লেন কোয়েল, পদ্মশিবিরে রঞ্জিত-কন্যা!

সংবাদ সংস্থা, নয়াদিল্লি, ১৬ জুলাইঃ রথযাত্রার পুণ্য তিথিতেই বঙ্গ রাজনীতি আন্দোলিত হয়ে গেল। টলিউডের জনপ্রিয় অভিনেত্রী তথা তৃণমূল কংগ্রেসের রাজ্যসভা সাংসদ কোয়েল মল্লিক আচমকাই ইস্তফা দিলেন তাঁর সাংসদ পদ থেকে। বুধবার বিকেল পর্যন্তও রাজ্যসভার সরকারি ওয়েবসাইটে সাংসদ তালিকায় জ্বলজ্বল করছিল রঞ্জিত-কন্যার নাম। কিন্তু

বৃহস্পতিবার সকাল হতেই সম্পূর্ণ বদলে গেল গোটা দৃশ্যপট। সাংসদ পদ ছাড়ার পরক্ষণেই শোরগোল ফেলে দিয়েছেন কোয়েল। তাঁকে দেখা গিয়েছে নয়াদিল্লির মতিলাল নেহেরু রোডে কেন্দ্রীয় পরিবেশ মন্ত্রী তথা পশ্চিমবঙ্গের বিজেপির কেন্দ্রীয় পর্যবেক্ষক ভূপেন্দ্র যাদবের বাসভবনে। কেন্দ্রীয় মন্ত্রীর সঙ্গে কোয়েলের এই বৈঠকের ছবি সামনে আসতেই স্পষ্ট হয়ে গিয়েছে- খুব শীঘ্রই আনুষ্ঠানিকভাবে পদ্মশিবিরে যোগ দিতে চলেছেন টলিউডের এই হেভিওয়েট তারকা। গত কয়েকদিন ধরেই রাজ্য রাজনীতির অন্দরে গুঞ্জন ছিল, তৃণমূলের আরও এক তারকা সাংসদের সঙ্গে ঘাসফুল শিবিরের দূরত্ব বাড়ছে। অনেকে ধরেই নিয়েছিলেন, সেই তিনি হলেন প্রবীণ অভিনেতা রঞ্জিত মল্লিকের মেয়ে তথা অভিনেত্রী কোয়েল মল্লিক। সূত্রের খবর, কোয়েল বিদেশে ছিলেন, তাই ইস্তফা দিতে সময় লাগল। নইলে অনেক আগেই বিজেপি নেতৃত্বের সঙ্গে তাঁর কথা হয়ে গেছিল। বাংলা সিনেমা জগতে মল্লিক পরিবারের আভিজাত্য এবং স্বচ্ছ ভাবমূর্তি সর্বজনবিদিত। কোয়েলের এই সিদ্ধান্ত টলিউডের পাশাপাশি তৃণমূলের জন্যও একটি বড় ধাক্কা বলে মনে করছে রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের একাংশ। বিশেষ করে, যেখানে

● এরপর ৬ পাতায়...

সরকারি স্কুলের পড়ুয়াদের জন্য ‘মাস্টার প্ল্যান’ শুভেন্দু-সরকারের

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা ১৬ জুলাইঃ রাজ্যের সরকারি ও সরকারি সাহায্যপ্রাপ্ত স্কুলগুলির পরিকাঠামো ও পঠনপাঠনের মানোন্নয়নে এক ‘মাস্টার প্ল্যান’ রাজ্য সরকারের। ২৩টি জেলার মোট ১২ হাজার ৩০০টি স্কুলকে চিহ্নিত করে শিক্ষাব্যবস্থায় আমূল পরিবর্তনের এই ব্লু প্রিন্ট তৈরি করা হয়েছে। জেলাভিত্তিক তালিকা অনুযায়ী, এই মেগা প্রকল্পে সবচেয়ে

বেশি গুরুত্ব পাচ্ছে দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলা। এই জেলার সর্বোচ্চ ১,৬৬১টি স্কুল তালিকায় রয়েছে। এর ঠিক পরেই রয়েছে উত্তর ২৪ পরগনা (১,৩৮২টি স্কুল) এবং মুর্শিদাবাদ (১,০৭৫টি স্কুল)। পিছিয়ে নেই ঐতিহ্যবাহী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোও। বাঁকুড়ার রামকৃষ্ণ মিশন সারদা বিদ্যাপীঠ-সহ একাধিক রামকৃষ্ণ মিশন এবং বর্ধমান টাউন স্কুলের মতো নামী জেলা স্কুলগুলোকেও এই ‘পিএম শ্রী’ তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। এই প্রকল্পের অধীনে তালিকাভুক্ত স্কুলগুলো সর্বোচ্চ ২৫ লক্ষ টাকা পর্যন্ত আর্থিক সহায়তা পেতে পারে। ল্যাবরেটরি বা পরীক্ষাগার আধুনিকীকরণ থেকে শুরু করে খেলার মাঠের উন্নয়ন-স্কুলের প্রতিটি অংশকে নতুন করে ঢেলে সাজানো হবে। আধুনিক শিক্ষার সাথে সামঞ্জস্য রেখে ডিজিটাল ক্লাসরুম ও উন্নত শিক্ষা উপকরণের ব্যবস্থা করা হবে। রাজ্যের স্কুল শিক্ষার এই ভোলবদল আগামী দিনে শিক্ষার্থীদের এক বিশ্বমানের পড়াশোনার পরিবেশ উপহার দেবে বলে আশা করা হচ্ছে। সরকারি স্কুলগুলোর মান, শিক্ষকদের অভাব, স্কুলছুটের সংখ্যা বাড়া- এই সবই গত কয়েকবছরে শিক্ষাবিদদের মাথাব্যথার কারণ হয়ে উঠেছিল। এই পরিস্থিতিতে যেভাবে গত কয়েক বছরে অভিভাবকদের বেসরকারি স্কুলে

● এরপর ৬ পাতায়...

পুরীতে রথযাত্রায় পদপিষ্ট ১২০ পুণ্যার্থী, মৃত ১

সংবাদ সংস্থা, পুরী, ১৬ জুলাইঃ পুরীর রথযাত্রায় বিপর্যয়। পুণ্যার্থীর ঢলে রথযাত্রা চলাকালীন বহু মানুষের পদপিষ্ট হওয়ার খবর। অন্তত ১২০ জন পদপিষ্ট হয়েছেন। একজনের মৃত্যুর আশঙ্কাও করা হচ্ছে। রথযাত্রা উপলক্ষে প্রতি বছরই এই দিনে ওড়িশার পুরীতে পুণ্যার্থীর ঢল নামে। লাখো লাখো ভক্তের সমাগম হয়। সেই ভিড়ের চাপেই ঘটল অঘটন। প্রাথমিক সূত্রে খবর, আজ পুরীতে রথযাত্রা শুরুর পরই গ্রান্ড রোডের কাছে এই অঘটন ঘটে। জগন্নাথ দেবের রথের রশি টানতে গিয়ে ধাক্কাধাক্কি, ঠেলাঠেলি শুরু হয়। এর জেরেই প্রবল বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি হয় এবং পদপিষ্ট হন ভক্তরা। জানা গিয়েছে, অন্তত ১২০ জন পুণ্যার্থী পদপিষ্ট হয়েছেন ভিড়ে চাপে। শয়ে শয়ে মানুষের দমবন্ধ হয়ে আসার মতো পরিস্থিতির মুখে পড়েন। ইমার্জেন্সি টিম গিয়ে উদ্ধারকাজ শুরু করে। আহতদের উদ্ধার করে পুরী মেডিক্যালে নিয়ে যাওয়া হয়েছে চিকিৎসার জন্য। একজনের মৃত্যুর আশঙ্কাও করা হচ্ছে। সূত্রের খবর, ভিড়ের চাপে দম বন্ধ হয়ে ওই পুণ্যার্থী সংজ্ঞা হারান এবং পড়ে যান। এরপরই পদপিষ্ট হন। তাঁকে উদ্ধার করে সঙ্গে সঙ্গে পুরী জেলা হেডকোয়ার্টার হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে চিকিৎসকরা তাঁকে মৃত ঘোষণা করেছেন বলেই সূত্রের খবর। ভিড়ের চাপে অঘটন ঘটার পরই স্পেশাল রেসকিউ ইউনিট ঘটনাস্থলে পৌঁছয়। দ্রুত উদ্ধারকাজ শুরু করা হয়। পুণ্যার্থীদের ওই ভিড় জায়গা থেকে সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়। পদপিষ্টের ঘটনার পরই ভিড় নিয়ন্ত্রণে আরও কড়াকড়ি করা হয় গ্রান্ড রোডে, যাতে এই ধরনের দুর্ঘটনা আর না ঘটে।

‘যাঁদের যাওয়ার ২১-এর আগেই চলে যান, আপনাদের জন্যই বিজেপির প্যাকেজ’, বার্তা মমতার

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা ১৬ জুলাইঃ ছাব্বিশের বিধানসভা নির্বাচনে ভরাডুবির পর থেকেই তৃণমূল কংগ্রেসের সাংগঠনিক ভিত নড়বড়ে হয়ে পড়েছে। একের পর এক নেতা, বিধায়ক, সাংসদ এবং সংগঠনের গুরুত্বপূর্ণ মুখ দল ছেড়ে অন্য শিবিরে যোগ দেওয়ায় কার্যত বিভক্ত হয়ে গিয়েছে এক সময়ের শাসকদল। দলের একাংশ ইতিমধ্যেই ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বাধীন শিবিরে নাম লিখিয়েছেন। ২১ জুলাইয়ের কর্মসূচির আগে সেই ভাঙনের স্রোত আরও জোরালো হয়েছে। সম্প্রতি প্রাক্তন মন্ত্রী মদন মিত্র শিবির বদল করেছেন। বৃহস্পতিবার প্রাক্তন মন্ত্রী মণীশ গুপ্তও তৃণমূল ছাড়ার সিদ্ধান্তের কথা প্রকাশ্যে জানিয়েছেন। এই আবহেই ফের দলত্যাগীদের উদ্দেশে তীব্র বার্তা দিলেন তৃণমূল নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। বুধবারের পর বৃহস্পতিবারও একটি ভিডিও বার্তায় দল ছেড়ে যাওয়া নেতাদের কড়া ভাষায় আক্রমণ করেন তিনি। মমতার বক্তব্য, যাঁদের দল ছেড়ে যাওয়ার ইচ্ছা রয়েছে, তাঁরা যেন ২১ জুলাইয়ের আগেই সেই সিদ্ধান্ত নিয়ে নেন। তাঁর কথায়, ‘‘যাঁদের যাওয়ার, দয়া করে ২১-এর আগে ওঁদের সঙ্গে নাম লেখান। কিন্তু কোনও দিনই ভাববেন না, দলটাকে কলঙ্কিত করে আপনারা

নিজেদের সম্মানিত করছেন। পরিবার বাঁচান, পরিবারকে তো বাঁচানোর দরকার। কারণ আপনাদের পরিবার, সম্পত্তি, লাগেজ, ব্যাগেজ - এই জন্যই তো বিজেপির প্যাকেজ।’’ এর পরেই দলীয় পরিচয় এবং প্রতীক নিয়ে বিরোধীদের উদ্দেশে কটাক্ষ করেন মমতা। তিনি বলেন, ‘‘যেখানে বিজেপির নেতারা দাঁড়িয়ে বলে নামও রাখব না, নিশানাও রাখব না। অনেক দলই বহুবার প্রতীক বদলেছে, নাম বদলেছে। কিন্তু আদর্শ, লক্ষ্য, দিশা, কর্মসূচি - এসব কোনও ক্ষমতার জোরে শেষ করা যায় না।’’ এদিকে বুধবার কলকাতা হাইকোর্টের নির্দেশে ২১ জুলাইয়ের কর্মসূচির জন্য বিড়লা তারামণ্ডলের সামনে সমাবেশের অনুমতি পেয়েছে কালীঘাট তৃণমূল। আদালতের এই সিদ্ধান্তকে স্বাগত জানালেও প্রশাসনের ভূমিকা নিয়ে প্রকাশ্যেই সংশয় প্রকাশ করেছেন তৃণমূল নেত্রী। ভিডিও বার্তায় মমতা দাবি করেন, বিভিন্ন জায়গায় মানুষকে সভায় না যাওয়ার জন্য ভয় দেখানো হচ্ছে। তাঁর অভিযোগ, ‘‘আমি জানি পুলিশ অনেক জায়গায় বলছে, যাবেন না, আটকে দেব। আমি প্রশাসনকে বলব, আপনারা নিরপেক্ষ থাকুন। একপক্ষ হয়ে কাজ করতে যাবেন না। জীবন অনেক বড়। দিল্লি টলমল হলে এখানেও ঢলমল হয়ে যাবে। আর যারা আজ চলে যাচ্ছে, তারাও কিন্তু গোপনে আমাদের সঙ্গে যোগাযোগ রাখছে। কেউ ভয় সহ্য করতে পারে, কেউ পারে না। সেটা তাদের বিষয়। কিন্তু আমরা মাথা নত করে চলতে শিখিনি।’’ মমতার আরও অভিযোগ, আদালতের অনুমতি থাকা

● এরপর ৬ পাতায়...

গগনযানের প্রস্তুতির মাঝেই ইসরো বিজ্ঞানীদের গণ-ইস্তফা

কড়া পদক্ষেপ কেন্দ্রের

সংবাদ সংস্থা, নয়াদিল্লি, ১৬ জুলাইঃ মহাকাশে মানুষ পাঠানোর প্রস্তুতির মধ্যেই বড় ধাক্কা খেল ভারতীয় মহাকাশ গবেষণা সংস্থা ইসরো। একের পর এক বিজ্ঞানীদের ইস্তফায় উদ্বেগ বেড়েছে ইসরোর অন্দরে। গত কয়েক মাসে ১০০-র বেশি বিজ্ঞানী ইসরো থেকে পদত্যাগ করেছেন। আর তারপরই গণইস্তফা ও স্বেচ্ছাবসর ঠেকাতে জরুরি নির্দেশিকা জারি করেছে কেন্দ্রীয় মহাকাশ বিভাগ (ডিওএস)। দেশে মহাকাশ অভিযান ‘গগনযান’ এবং অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ প্রজেক্টের সঙ্গে যুক্ত গ্রুপ-এ’ স্তরের বিজ্ঞানী ও ইঞ্জিনিয়ারদের ইস্তফা অথবা স্বেচ্ছাবসরের আবেদন এখন থেকে আর আগের নিয়মে গ্রহণ করা হবে না বলে জানানো হয়েছে। সংবাদমাধ্যম ইন্ডিয়া টুডে-এর প্রতিবেদন অনুসারে, ১৪ জুলাই জারি হওয়া নির্দেশিকা পাঠানো হয়েছে ইউ আর রাও স্যাটেলাইট সেন্টার (ইউআরএসসি), বিক্রম সারাভাই স্পেস সেন্টার (ভিএসএসসি)-সহ ইসরোর একাধিক গবেষণা কেন্দ্রে। সেখানে উল্লেখ করা হয়েছে, সম্প্রতি গ্রুপ ‘এ’ স্তরের বৈজ্ঞানিক ও প্রযুক্তিগত কর্মীদের স্বেচ্ছাবসর এবং ইস্তফার আবেদন অস্বাভাবিক হারে বেড়েছে। তার প্রভাব পড়ছে বিভিন্ন মহাকাশ প্রকল্পের অগ্রগতিতে। নয়া নিয়ম অনুযায়ী, বিজ্ঞানী বা প্রযুক্তিবিদদের অবসর বা ইস্তফার আবেদন জমা পড়লে কেন্দ্রের ডিরেক্টরের স্পষ্ট সুপারিশ-সহ তা চূড়ান্ত সিদ্ধান্তের জন্য মহাকাশ বিভাগে পাঠাতে হবে। ২০২০ সালে কেন্দ্রীয় প্রশাসনিক ক্ষমতা বিকেন্দ্রীকরণের ফলে সংশ্লিষ্ট কেন্দ্রের অধিকর্তারাই এই ধরনের আবেদন গ্রহণের ক্ষমতা পেয়েছিলেন। নতুন নির্দেশ সেই ব্যবস্থাকেই কার্যত বদলে দিল। সংবাদমাধ্যমের প্রতিবেদন অনুযায়ী,

● এরপর ৬ পাতায়...

জগন্নাথের কৃপায় দেশবাসীর জীবনে নতুন শক্তির সঞ্চার হোকঃপ্রধানমন্ত্রী মোদী

নয়াদিল্লি(সংবাদ সংস্থা), ১৬ জুলাই ঃ বৃহস্পতিবার সকালে রথযাত্রার পুণ্য তিথিতে ভগবান জগন্নাথদেবকে স্মরণ করলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। মহাপ্রভুর কাছে সমস্ত দেশবাসীর জীবনে নতুন শক্তি ও চেতনার সঞ্চার করার প্রার্থনা জানিয়েছেন তিনি। এই উপলক্ষে প্রধানমন্ত্রী তাঁর এক্স হ্যান্ডেলে একটি সুভাষিতম-এর অডিও-ভিজ্যুয়ালও শেয়ার করেছেন। এদিন ওড়িশার পুরীধামে জগন্নাথদেবের বিশ্ববিখ্যাত রথযাত্রার সূচনা হচ্ছে। বিশ্বজুড়ে সমাদৃত এই উৎসবের সাক্ষী হতে দেশ-বিদেশের বহু পর্যটক ও ভক্তের সমাগম হয়েছে পুরীতে।প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী এক্সে সুভাষিতম- 'দেবদেব জগন্নাথ সুরাসুরনমস্কৃত। পুণ্যশ্লোকাভ্যয়ানন্ত পরমাত্মন্নমোঽস্তু তে।' শেয়ার করে লিখেছেন, 'দেবদেব জগন্নাথের রথযাত্রার পবিত্র ক্ষণে আমার কামনা, তাঁর আশীর্বাদ যেন সর্বদা আমাদের সকলের ওপর বজায় থাকে। ঈশ্বরের ঐশ্বরিক কৃপায় সমস্ত দেশবাসীর জীবনে নতুন শক্তির সঞ্চার হোক।''শেয়ার করা ওই অডিও-ভিজ্যুয়ালে ধ্বনিত হয়েছে, ' দেবতাদেরও দেব এবং সমগ্র জগতের স্বামী, সেই ভগবান জগন্নাথের উপাসনা দেবতা থেকে শুরু করে সমস্ত প্রাণীই করে থাকেন। তাঁর কীর্তি পরম পবিত্র এবং কল্যাণকর। তিনি অবিনাশী, অনন্ত এবং সমস্ত প্রাণীর হৃদয়ে বিরাজমান পরমাত্মা। সেই ভগবান জগন্নাথকে বারবার প্রণাম জানাই।''অন্যদিকে বৃহস্পতিবার রথযাত্রার পুণ্য তিথিতে দেশবাসীকে আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানালেন রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু, উপরাষ্ট্রপতি সি. পি. রাধাকৃষ্ণন এবং লোকসভার অধ্যক্ষ ওম বিড়লা। এর পাশাপাশি কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ এবং প্রতিরক্ষামন্ত্রী রাজনাথ সিং সহ একাধিক শীর্ষ নেতা এই পবিত্র উৎসবে সকলের সুখ ও সমৃদ্ধি কামনা করেছেন।রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু তাঁর এক্স হ্যান্ডেলে লিখেছেন, ' মহাপ্রভুর রথযাত্রার এই পবিত্র ক্ষণে দেশ-বিদেশে বসবাসকারী শ্রীজগন্নাথের সমস্ত ভক্তকে আমি আন্তরিক শুভেচ্ছা জানাই। বিশ্বাস করা হয় যে, এই পবিত্র শোভাযাত্রার মহান ঐতিহ্যের সময় মহাপ্রভু শ্রীজগন্নাথ, চক্ররাজ সুদর্শন, জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা বলভদ্র এবং ভগিনী সুভদ্রার সাথে ভক্তদের দেখা দেন। ভক্ত ও ভগবানের মিলনের এই আবেগঘন মুহূর্তটি অতুলনীয়।মহাপ্রভু শ্রীজগন্নাথের কৃপায় আমাদের দেশ ও দেশবাসীর সুখ-সমৃদ্ধি যেন নিরন্তর বৃদ্ধি পায়, এটাই আমার প্রার্থনা। জয় জগন্নাথ!''উপরাষ্ট্রপতি সি. পি. রাধাকৃষ্ণন শুভেচ্ছা বার্তায় বলেন, এই পবিত্র রথযাত্রা বিশ্বাস, ভক্তি, সাম্য এবং পারস্পরিক সম্প্রীতির মূল্যবোধকে প্রতিফলিত করে। সমস্ত ভেদাভেদ ভুলে এটি মানুষকে একত্রিত করে। মহাপ্রভু জগন্নাথের ঐশ্বরিক আশীর্বাদ আমাদের সত্য ও ধর্মের পথে চলতে অনুপ্রাণিত করুক এবং সারা দেশে শান্তি ও ঐক্য গড়ে তুলুক। অন্যদিকে, লোকসভার অধ্যক্ষ ওম বিড়লা বলেন, রথযাত্রা ভারতীয় সংস্কৃতির শাশ্বত চেতনার একটি ঐশ্বরিক উৎসব, যেখানে ভক্তি, আধ্যাত্মিকতা এবং জনকল্যাণের এক অপূর্ব মিলন ঘটে। এটি সনাতন সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের এক জীবন্ত প্রতীক।কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ বলেন, বিশ্বখ্যাত জগন্নাথ রথযাত্রা অটুট বিশ্বাস ও ভক্তির প্রতীক। তিনি মহাপ্রভুর কাছে সবার সুখ ও কল্যাণের জন্য প্রার্থনা করেছেন। প্রতিরক্ষামন্ত্রী রাজনাথ সিংও দেশবাসীর জীবনে সুখ, শান্তি ও ইতিবাচক শক্তির কামনায় ভগবান জগন্নাথের কাছে প্রার্থনা জানান। এছাড়াও কেন্দ্রীয় মন্ত্রী নিতিন গড়করি, গজেন্দ্র সিং শেখাওয়াত এবং গিরিরাজ সিং রথযাত্রা উপলক্ষে দেশবাসীকে আন্তরিক মঙ্গলকামনা জানিয়েছেন।

ঘুষ নিতে গিয়ে হাতেনাতে পাকড়াও কেএপিএল-এর এমডি

নয়াদিল্লি(সংবাদ সংস্থা), ১৬ জুলাইঃ বেঙ্গালুরু ভিত্তিক সংস্থা কর্ণাটক অ্যান্টি বায়োটিকস অ্যান্ড ফার্মাসিউটিক্যালস লিমিটেড (কেএপিএল)-এর এমডি অনুরাগ দনায়ককে গ্রেফতার করেছে সিবিআই। গত বুধবার ৫ লক্ষ টাকা ঘুষ নেওয়ার সময় হাতেনাতে তাঁকে পাকড়াও করেন কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থার আধিকারিকরা। বৃহস্পতিবার সিবিআই সূত্রে জানা গেছে, দনায়ক ভোপালের একটি অনুমোদিত সংস্থার কাছ থেকে প্রায় ১৫ লক্ষ টাকার ঘুষ চেয়েছিলেন। নয়ডায় ৫ লক্ষ টাকা ঘুষ নেওয়ার সময় তাঁকে হাতেনাতে গ্রেফতার করা হয়।গ্রেফতারির পর সিবিআই আধিকারিকরা দনায়কের বেঙ্গালুরু, নয়ডা এবং জব্বলপুরের বাসস্থান ও কার্যালয়ে তল্লাশি অভিযান চালায়। তল্লাশিতে উদ্ধার হয় প্রায় ৭৫ লক্ষ টাকা নগদ, ৪ লক্ষ টাকা মূল্যের বিদেশি মুদ্রা, প্রায় ৮৬ লক্ষ টাকা মূল্যের ৬৯৭ গ্রাম সোনার গয়না ও কয়েন এবং একটি ফ্ল্যাটের সম্পত্তির নথি। তদন্ত অব্যাহত রয়েছে বলে জানা গেছে সিবিআই সূত্রে।

বাঁকুড়ার প্রাথমিকে অনুষ্ঠিত হলো- প্রধান শিক্ষক মহাশয়ের বিদায় সম্বর্ধনা অনুষ্ঠান

নিজস্ব প্রতিনিধি, বাঁকুড়াঃওন্দা দক্ষিণ চক্রের অন্তর্গত টোল চন্দ্রকোনা প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক মাননীয় সুভাষ চন্দ্র মন্ডল মহাশয়ের বিদায় সম্বর্ধনা অনুষ্ঠানে উপস্থিত থেকে এক আবেগঘন পরিবেশের মধ্য দিয়ে শ্রদ্ধা জানিয়েছেন মেদিনীপুর সি.আর.সি র শিক্ষক -শিক্ষিকা বৃন্দ।অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন মদনমোহনপুর প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক মাননীয় মধুসূদন দে মহাশয়। তিনি তার বক্তব্যে - বিদায়. সম্বর্ধনা অনুষ্ঠানের আয়োজন করার জন্য টোল চন্দ্রকোনা প্রাথমিক বিদ্যালয়ের বর্তমান ভারপ্রাপ্ত শিক্ষক ও সহকারী শিক্ষিকাকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। তিনি ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন টোল চন্দ্রকোনা গ্রামের সকল মা-বোনেদের। এই মহতী উদ্যোগে শামিল হওয়ার জন্য ও সর্বস্তরের সহযোগিতা করার জন্য।এরপর তিনি সুভাষ বাবুর প্রসঙ্গে জানান যে, সুভাষ বাবু একজন আদর্শ শিক্ষক । তিনি আমাদের প্রজন্মের জন্য পথ আলোকিত করেছেন। তিনি ছাত্র-ছাত্রীদের দিশা দেখিয়ে দিয়েছেন আগামী দিনের পথ চলার।সবশেষে অনুষ্ঠানে উপস্থিত সকলের পক্ষ থেকে শিক্ষক মহাশয় কে জানানো হয় আন্তরিক প্রীতি, শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন।অনুষ্ঠানে উপস্থিত চন্দ্রকোনা প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক মাননীয় তপন পাল মহাশয় অশ্রু সিক্ত কন্ঠে শিক্ষক মহাশয়কে গভীরভাবে শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করেন।টোল চন্দ্রকোনা প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীদের নাচ -গান, কবিতা আবৃত্তি বিদ্যালয় প্রাঙ্গণের আকাশ বাতাস মুখরিত করে তোলে।অনুষ্ঠানের অন্তিম পর্যায়ে মেদিনীপুর সি.আর. সি র শিক্ষা বন্ধু মাননীয় বুদ্ধদেব হাজরা মহাশয় খুব সুন্দরর ভাবে শিক্ষক মহাশয় কে শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করেন। অনুষ্ঠানটির পরিচালন দায়িত্বে ছিলেন দাতিনা পুরুষোত্তমপুর প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক মাননীয় সুপ্রভাত বিশ্বাস মহাশয়। এছাড়া অনুষ্ঠানে উপস্থিত থেকে দারুণভাবে সহযোগিতা করেছেন কৃষ্ণনগর প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক মাননীয় শান্তনু বাদ্যকর মহাশয় এবং তেল্লা প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষিকা তনুশ্রী মন্ডল ও সহকারী শিক্ষিকা মৌমিতা গরাই মহাশয়া।

রামকৃষ্ণদেবের স্মৃতি বিরাজিত লক্ষ্মী জলাতে ধান রোপন

নিজস্ব প্রতিনিধি,আরামবাগ , ১৬ জুলাইঃ রথযাত্রার পুণ্যতিথিতে বৃহস্পতিবার হুগলির গোঘাটের কামারপুকুরে আবারও জীবন্ত হয়ে উঠল এক প্রাচীন ঐতিহ্য। চিরাচরিত প্রথা মেনে কামারপুকুর শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ সংলগ্ন ঐতিহাসিক লক্ষ্মীজলা জমিতে একসঙ্গে ধান রোপণ করলেন মঠের মহারাজ ও সাধু-সন্ন্যাসীরা। বহু দশক ধরে চলে আসা এই আচার শুধুমাত্র কৃষিকাজের সূচনা নয়, বরং শ্রী শ্রী রামকৃষ্ণদেবের পারিবারিক স্মৃতি ও বাংলার কৃষি-সংস্কৃতির এক অনন্য বহিঃপ্রকাশ।কামারপুকুর রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের অধ্যক্ষ স্বামী লোকোত্তরানঃ দজি মহারাজ জানান, রামকৃষ্ণদেবের পিতা ক্ষুদিরাম চট্টোপাধ্যায় যখন নিজের আদি নিবাস ছেড়ে কামারপুকুরে বসবাস শুরু করেন, তখন তাঁর ঘনিষ্ঠ বন্ধু স্থানীয় সুখলাল গোস্বামী লক্ষ্মীজলায় প্রায় দু'বিঘা জমি তাঁকে দান করেন। সেই জমিকেই কেন্দ্র করে গড়ে ওঠে পরিবারের কৃষিনির্ভর জীবনযাত্রা। প্রচলিত রীতি অনুযায়ী, প্রতি বছর ক্ষুদিরাম চট্টোপাধ্যায় তাঁর আরাধ্য দেবতা রঘুবীরকে স্মরণ করে নিজ হাতে প্রথম ধানের চারা রোপণ করতেন। এরপর গ্রামের কৃষকরা বাকি জমিতে ধান রোপণের কাজ সম্পূর্ণ করতেন। এই লক্ষ্মীজলার ধানই ছিল তাঁর পরিবারের সারা বছরের জীবিকার অন্যতম প্রধান অবলম্বন।পরবর্তীকালে ক্ষুদিরাম চট্টোপাধ্যায়ের তিরোধানের পর সেই ঐতিহ্যের দায়িত্ব গ্রহণ করে কামারপুকুর রামকৃষ্ণ মঠ। তখন থেকেই প্রতি বছর রথযাত্রার দিন মঠের মহারাজ ও সাধু-সন্ন্যাসীরা ক্ষুদিরামের স্মৃতিকে শ্রদ্ধা জানিয়ে প্রতীকীভাবে ধান রোপণ করেন। এদিনও সেই প্রাচীন প্রথার ব্যতিক্রম হল না। ভক্ত ও স্থানীয় মানুষের উপস্থিতিতে ধর্মীয় ভাবগাম্ভীর্যের মধ্য দিয়ে সম্পন্ন হয় এই ঐতিহ্যবাহী অনুষ্ঠান।

১৯তম দিনে সোনম ওয়াংচুকের অনশন, অঙ্গ বিকলের আশঙ্কা প্রতিদিন স্বাস্থ্য পর্যবেক্ষণের নির্দেশ দিল দিল্লি হাইকোর্ট

নয়াদিল্লি(সংবাদ সংস্থা), ১৬ জুলাই ঃ কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী ধর্মেন্দ্র প্রধানের পদত্যাগ, পরীক্ষা ব্যবস্থার স্বচ্ছতা এবং এনইইটি প্রশ্নফাঁস-সহ একাধিক ইস্যুতে অনির্দিষ্টকালের অনশনে থাকা পরিবেশকর্মী সোনম ওয়াংচুকের শারীরিক অবস্থা ক্রমশ উদ্বেগজনক হয়ে উঠছে। বৃহস্পতিবার তাঁর অনশন ১৯তম দিনে পড়েছে। চিকিৎসকদের মতে, দীর্ঘ অনশনের ফলে তাঁর শরীর এখন এমন এক পর্যায়ে পৌঁছেছে, যেখানে দ্রুত চিকিৎসাগত হস্তক্ষেপ না হলে গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গপ্রত্যঙ্গ ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার আশঙ্কা তৈরি হতে পারে।ওয়াংচুকের শারীরিক অবস্থার নিয়মিত পর্যবেক্ষণ করছেন চিকিসক সতীশ লাম্বা। তিনি জানান, গত ১৯ দিনে ওয়াংচুকের ওজন ৯ কিলোগ্রামেরও বেশি কমে বর্তমানে ৫৬.৯ কেজিতে নেমে এসেছে। রক্তে শর্করার মাত্রা ৮০ মিলিগ্রাম প্রতি ডেসিলিটার, হৃদ্স্পন্দনের হার মিনিটে ৭২ এবং রক্তচাপ শোয়া অবস্থায় ১০৫।৬১ ও বসা অবস্থায় ১০১।৬৫। আপাতত তিনি মানসিকভাবে সম্পূর্ণ সচেতন এবং শরীরে জলের ভারসাম্যও স্বাভাবিক রয়েছে।তবে চিকিৎসকদের উদ্বেগ শরীরের অভ্যন্তরীণ পরিবর্তন নিয়ে। ডা. লাম্বার বক্তব্য, দীর্ঘ অনশনের কারণে ওয়াংচুকের শরীর এখন 'প্রলম্বিত অনাহার'-এর দ্বিতীয় ধাপে প্রবেশ করেছে। এই পর্যায়ে শরীর প্রয়োজনীয় শক্তির জন্য পেশি ক্ষয় করতে শুরু করে, যার ফলে ইউরিক অ্যাসিডের মাত্রা বৃদ্ধি পাচ্ছে। পরিস্থিতি আরও জটিল হলে তৃতীয় ধাপে কিডনি, লিভার, হৃদযন্ত্রের মতো গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গপ্রত্যঙ্গের ওপর সরাসরি প্রভাব পড়তে পারে। সেই কারণেই তাঁকে ঘিরে ২৪ ঘণ্টা চিকিৎসক দলের নিবিড় নজরদারি চলছে।এদিকে ওয়াংচুকের শারীরিক অবস্থা নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেছে দিল্লি হাইকোর্টও। বৃহস্পতিবার দায়ের হওয়া একটি জনস্বার্থ মামলার শুনানিতে প্রধান বিচারপতি দেবেন্দ্র কুমার উপাধ্যায় এবং বিচারপতি তেজস কারিয়ার ডিভিশন বেঞ্চ মন্তব্য করে, প্রত্যেক নাগরিকের জীবন মূল্যবান। তাঁর জীবন রক্ষায় প্রয়োজনীয় সব ব্যবস্থা নেওয়া সরকারের দায়িত্ব।শুনানিতে কেন্দ্র ও দিল্লি সরকারের পক্ষে সলিসিটর জেনারেল তুষার মেহতা আদালতকে জানান, ওয়াংচুকের স্বাস্থ্য প্রতিদিন সরকারি চিকিৎসকরা পরীক্ষা করছেন এবং প্রয়োজন হলে চিকিৎসকদের পরামর্শ অনুযায়ী অবিলম্বে প্রয়োজনীয় চিকিসা দেওয়া হবে। এই আশ্বাস নথিভুক্ত করে হাইকোর্ট নির্দেশ দেয়, প্রতিদিন তাঁর শারীরিক অবস্থার ক্লিনিক্যাল মূল্যায়ন চালিয়ে যেতে হবে এবং চিকিৎসকেরা প্রয়োজন মনে করলে যথাযথ চিকিৎসা হস্তক্ষেপ নিশ্চিত করতে হবে। এরপর আদালত মামলার নিষ্পত্তি করে।উল্লেখ্য, গত ২৮ জুন থেকে ওয়াংচুক অনশন শুরু করেন। ' ককরোচ জনতা পার্টি' (সিজেপি)-র ডাকে যন্তর-মন্তরে চলা আন্দোলনে যোগ দিয়ে তিনি অনির্দিষ্টকালের জন্য উপবাসে বসেন। পরীক্ষা ব্যবস্থায় সংস্কার করা হয়েছে বলে জানা যায় খবর,

অরুণাচলের ভারত-চীন সীমান্তের কাছে ভেসে গেছে সেনাবাহিনীর পোর্টার ক্যাম্প, বন্যা ও ভূমিধসে বিপর্যস্ত কুরুং কুমেই

ইটানগর, ১৬ জুলাই ঃ অবিরাম বর্ষণের জেরে অরুণাচল প্রদেশের অন্যতম দুর্গম আন্তর্জাতিক সীমান্তবর্তী জেলা কুরুং কুমেইয়ে ভয়াবহ হড়পা বান ও ভূমিধসের সৃষ্টি হয়েছে। এরই মধ্যে কৌশলগতভাবে গুরুত্বপূর্ণ দার্মু পাসের কাছে সেনাবাহিনীর একটি পোর্টার ক্যাম্প হড়পা বানের জলে ভেসে গেছে।দার্মু পাস সংলগ্ন তাপা এলাকায় অবস্থিত ওই পোর্টার ক্যাম্পটি ভারত-চীন সীমান্তের সবচেয়ে নিকটবর্তী ও সহজে পৌঁছানো যায় এমন স্থানগুলির একটি। পোলোসাং সার্কলের মিল্লি গ্রামের পরবর্তী এলাকায় অবস্থিত দার্মু পাস একটি দুর্গম উচ্চ পার্বত্য গিরিপথ। মনোরম অ্যালপাইন হ্রদ, তুষারাবৃত পর্বতশৃঙ্গ এবং অক্ষত হিমালয়ী প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের জন্য এটি পরিচিত। পাশাপাশি ভারত-তিব্বত সীমান্তের নিকটবর্তী হওয়ায় এই এলাকার কৌশলগত গুরুত্বও অত্যন্ত বেশি।এদিকে, কুরুং কুমেই জেলায় বন্যা পরিস্থিতি ক্রমশ আরও ভয়াবহ আকার ধারণ করছে। জেলার গুরুত্বপূর্ণ সীমান্তবর্তী শহর পার্সি পার্লোতে কুমেই নদীর জল টানা বৃষ্টির ফলে বিপদসীমার অনেক উপরে উঠে যাওয়ায় বিস্তীর্ণ এলাকা প্লাবিত হয়েছে। শহরের বড় অংশ, যার মধ্যে রয়েছে ইন্সপেকশন বাংলো, সরকারি স্কুল, নাগরিকদের বাড়িঘর এবং একাধিক আবাসিক কলোনি, বন্যার জলের তলায় চলে গেছে।বহু গ্রামের সঙ্গে যোগাযোগকারী একাধিক সড়ক সম্পূর্ণ জলমগ্ন হয়ে পড়েছে। এছাড়া ভূমিধস ও তীব্র মাটিক্ষয়ের কারণে উপত্যকার গুরুত্বপূর্ণ সেতুগুলিও ভেসে গেছে বা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে।প্রশাসনের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, পার্সি পার্লো থেকে জেলা সদর কোলোরিয়াংয়ের সঙ্গে সংযোগকারী গুরুত্বপূর্ণ সড়কটি বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়ায় জেলার একাধিক এলাকা কার্যত যোগাযোগহীন হয়ে পড়েছে। স্থানীয় প্রশাসন বাসিন্দাদের জন্য সতর্কতা জারি করে বন্যার জলে না নামার এবং সর্বদা সতর্ক থাকার আহ্বান জানিয়েছে। টানা বৃষ্টির দরুন নদীগুলির জলস্তর ক্রমাগত বাড়তে থাকায় উদ্ধার ও পুনর্বাসনের কাজও মারাত্মকভাবে ব্যাহত হচ্ছে। পাহাড়ি অঞ্চলে রাস্তা ও যোগাযোগ ব্যবস্থা ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ায় উদ্ধারকাজ আরও কঠিন হয়ে পড়েছে।চলতি বর্ষায় অরুণাচল প্রদেশের বিভিন্ন জেলায় ধারাবাহিকভাবে বন্যা ও ভূমিধসের ঘটনা ঘটছে। কুরুং কুমেইয়ের এই সাম্প্রতিক বিপর্যয় সেই দীর্ঘ তালিকায় নতুন সংযোজন। ইতিমধ্যেই রাজ্যের একাধিক জেলায় রাস্তা, সেতু, সরকারি পরিকাঠামো এবং আবাসিক এলাকায় ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতির খবর পাওয়া গেছে।

মহিলা স্বাস্থ্য সহায়কদের ডেপুটেশন ঘিরে উত্তাল বাঁকুড়া

অনিরুদ্ধ সরকার, বাঁকুড়াঃপ্রায় পাঁচ দশক ধরে জনস্বাস্থ্য পরিষেবায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করলেও এখনও প্রাপ্য স্বীকৃতি ও উন্নত পরিষেবা শর্ত থেকে বঞ্চিত থাকার অভিযোগ তুলে সরব হলেন বাঁকুা জেলার স্বাস্থ্য সহায়ক (মহিলা) কর্মীরা। নার্সিং ক্যাডারে অন্তর্ভুক্তি, বেতন কাঠামোর উন্নয়ন এবং পদোন্নতির সুস্পষ্ট ব্যবস্থা চালুর দাবিতে মঙ্গলবার তাঁরা বাঁকুড়া জেলার মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক (CMOH)-এর কাছে একটি লিখিত স্মারকলিপি জমা দেন। স্মারকলিপিতে কর্মীরা উল্লেখ করেছেন, ১৯৭৯ সাল থেকে এএনএম (গ্রামীণ) প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত স্বাস্থ্য সহায়ক (মহিলা) কর্মীরা রাজ্যের প্রাথমিক স্বাস্থ্য ব্যবস্থার অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ স্তম্ভ হিসেবে নিরলসভাবে কাজ করে চলেছেন। সময়ের সঙ্গে তাঁদের নিয়োগের শিক্ষাগত যোগ্যতা ও প্রশিক্ষণের মান উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পেলেও এখনও তাঁদের অন্যান্য ক্যাডার-এর অন্তর্ভুক্ত রাখা হয়েছে। অথচ তাঁরা নিয়মিত নার্সিং কাউন্সিলের রেজিস্ট্রেশন নবীকরণ করে মাতৃ ও শিশু স্বাস্থ্য, টিকাকরণ, জনস্বাস্থ্য সচেতনতা-সহ একাধিক গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করে আসছেন।স্বাস্থ্য সহায়ক (মহিলা) কর্মীদের অভিযোগ, দীর্ঘ কর্মজীবনেও তাঁদের জন্য পৃথক নার্সিং ক্যাডার গঠন করা হয়নি। পাশাপাশি উপযুক্ত পদোন্নতির সুযোগ, উচ্চশিক্ষার সুবিধা এবং যুগোপযোগী বেতন কাঠামোর অভাবে কর্মজীবনের অগ্রগতিও কার্যত থমকে রয়েছে। স্মারকলিপিতে তাঁরা চার দফা দাবি তুলে ধরেছেন। তাদের মূলত দাবিগুলি হল- স্বাস্থ্য সহায়ক (মহিলা) কর্মীদের জন্য পৃথক নার্সিং ক্যাডার গঠন।স্বাস্থ্য সুপারভাইজার (মহিলা) পদের বেতন কাঠামোর উন্নয়ন।উচ্চশিক্ষা ও কর্মজীবনে উন্নতির আরও বেশি সুযোগ নিশ্চিত করা। স্বাস্থ্য সহায়ক (মহিলা) থেকে স্বাস্থ্য সুপারভাইজার (মহিলা) এবং পরবর্তীতে ল্যাটারাল পাবলিক হেলথ নার্স (PHN) পদে পদোন্নতির স্বচ্ছ ও সুস্পষ্ট ব্যবস্থা চালু করা।স্বাস্থ্য সহায়ক (মহিলা) কর্মীদের আশা, দীর্ঘদিনের এই ন্যায্য দাবিগুলিকে বর্তমান সরকার গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচনা করবে এবং দ্রুত প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করবে। তাঁদের দাবি, এতে শুধু কর্মীদের কর্মজীবনের উন্নয়নই হবে না, বরং রাজ্যের জনস্বাস্থ্য পরিষেবাও আরও শক্তিশালী ও কার্যকর হয়ে উঠবে।

থযাত্রার পুণ্য তিথিতে দেশ ও রাজ্যবাসীর মঙ্গল কামনায় শুভেচ্ছা বার্তা মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর

নিজস্ব প্রতিনিধি,কলকাতা, ১৬ জুলাই ঃ রাজ্য জুড়েই বৃহস্পতিবার ভক্তি ও শ্রদ্ধার সাথে যথাযোগ্য মর্যাদায় পালিত হচ্ছে পবিত্র রথযাত্রা উৎসব। বাংলার বুকে এদিন এক পার্বণ। উৎসব ও আনন্দের চেহারা নিয়েছে চারপাশ। বিশেষ করে গ্রামবাংলার জেলায় জেলায় রথযাত্রা উপলক্ষে বসেছে বিশেষ মেলা।রথযাত্রার এই শুভক্ষণে সোশ্যাল মিডিয়া মারফ নিজের ফেসবুক পেজে শুভেচ্ছা জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। বৃহস্পতিবার তিনি লিখেছেন, 'শুভ রথযাত্রার পবিত্র তিথিতে শ্রীশ্রী জগন্নাথ দেব, শ্রীশ্রী বলভদ্র দেব ও মাতা সুভদ্রা দেবীর চরণে জানাই শতকোটি প্রণাম।''তিনি আরও লিখেছেন, ' প্রভুর অশেষ কৃপায় সকলের জীবন সুখ, শান্তি ও সমৃদ্ধিতে পরিপূর্ণ হোক। তাঁর আশীর্বাদে আমাদের দেশ, সমাজ ও মানবজাতির সর্বাঙ্গীণ মঙ্গল ও কল্যাণ সাধিত হোক এই প্রার্থনা করি। পবিত্র রথযাত্রা উপলক্ষে সকলকে জানাই আন্তরিক প্রীতি, শুভেচ্ছা ও শুভকামনা। জয় জগন্নাথ।'

বাণিজ্য টানাপোড়েন তীব্র, ব্রাজিলের পণ্যে ২৫ শতাংশ শুল্কের নির্দেশ ট্রাম্পের

ওয়াশিংটন, ১৬ জুলাই ঃ ব্রাজিল থেকে আমদানি হওয়া অধিকাংশ পণ্যের উপর ২৫ শতাংশ শুল্ক আরোপের নির্দেশ দিয়েছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। ব্রাজিল সরকার যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে বাণিজ্য আলোচনায় সদিচ্ছা দেখায়নি বলেই এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে বলে দাবি করেছেন মার্কিন বিদেশমন্ত্রী মার্কো রুবিও।বৃহস্পতিবার সামাজিক মাধ্যমে দেওয়া এক পোস্টে রুবিও জানান, ট্রাম্প মার্কিন বাণিজ্য প্রতিনিধিকে (ইউএসটিআর) ব্রাজিলের অধিকাংশ আমদানির উপর ২৫ শতাংশ শুল্ক কার্যকর করার নির্দেশ দিয়েছেন। তাঁর অভিযোগ, প্রেসিডেন্ট লুইজ ইনাসিও লুলা দা সিলভার সরকার দীর্ঘদিন ধরেই যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে গঠনমূলক সমঝোতার পথে এগোয়নি।রুবিওর দাবি, লুলা সরকারের অর্থনৈতিক নীতি শুধু মার্কিন স্বার্থের পরিপন্থী নয়, তা ব্রাজিলের সাধারণ মানুষের পক্ষেও ক্ষতিকর। তাঁর কথায়, গত এক বছরে দুই দেশের মধ্যে সমঝোতার সুযোগ থাকলেও লুলা সরকার রাজনৈতিক অবস্থানকেই বেশি গুরুত্ব দিয়েছে। সেই কারণেই এই শুল্ক আরোপের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।যদিও ট্রাম্প প্রশাসনের এই দাবির জবাবে ব্রাজিল সরকারের পক্ষ থেকে এখনও কোনও আনুষ্ঠানিক প্রতিক্রিয়া জানানো হয়নি। তবে এই সিদ্ধান্ত কার্যকর হলে দুই দেশের বাণিজ্যিক সম্পর্ক নতুন করে চাপের মুখে পড়তে পারে বলে মনে করছেন সংশ্লিষ্ট মহল।

ইরানে শিশুদের ক্যানসার হাসপাতালে ভয়াবহ মার্কিন হামলা, বন্দর শহরগুলিতে জোড়া বিস্ফোরণে মৃত ৭

তেহরান, ১৬ জুলাই ঃ ইরানে একটি শিশুদের ক্যানসার হাসপাতালে ভয়াবহ বিমান ও ড্রোন হামলা চালাল মার্কিন সেনা। ইরানির এক সংবাদমাধ্যমের প্রতিবেদন অনুযায়ী, বুধবার রাতে আহওয়াজ শহরের 'শহিদ বাঘাই' নামে শিশুদের একটি ক্যানসার হাসপাতালে পরপর ড্রোন এবং ক্ষেপণাস্ত্র হামলা চালায় আমেরিকা। হামলার সময় হাসপাতালটিতে বহু শিশুর চিকিৎসা চলছিল। এই ঘটনায় চরম হুলস্থুল পড়ে যায় এবং তড়িঘড়ি হাসপাতালটি খালি করা হয়। হামলায় হাসপাতালের একটি ব। অংশ ধ্বংস হয়ে গেলেও সৌভাগ্যবশত এখনও পর্যন্ত কোনও শিশু বা রোগীর হতাহতের খবর মেলেনি।হাসপাতালে হামলার পাশাপাশি বুধবার রাতে কেঁপে ওঠে ইরানের একাধিক বন্দর শহর। কেশম দ্বীপ, বন্দর আব্বাস, সিরিক, চাবাহার, কোনারক, রাস্ক সিটি এবং খন্দবের মতো উপকূলবর্তী এলাকায় পরপর বিস্ফোরণের ঘটনা ঘটে। তেহরানের দাবি, মার্কিন হামলায় ইরানের সেনাবাহিনীর একটি ব্যারাকও ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। এই বঃদর শহরগুলির বিস্ফোরণে ৭ জন নিহত হয়েছেন এবং আহতের সংখ্যা শতাধিক ছাড়িয়েছে।এদিকে মার্কিন সেনার সেন্ট্রাল কমান্ড (সেন্ট কম) একটি বিবৃতি জারি করে এই হামলার দায় স্বীকার করেছে। তাদের দাবি, হরমুজ প্রণালীতে জাহাজ চলাচলে ফের বাধা সৃষ্টি করছিল ইরানি সেনা এবং আমেরিকার তৈরি করা অবরোধ ভাঙার চেষ্টা হচ্ছিল। তাই ইরানকে শিক্ষা দিতেই হরমুজ সংলগ্ন সামরিক ঘাঁটিগুলিকে নিশানা করা হয়েছে। এই অভিযানে একটি ইরানি ট্যাঙ্কারও গুলি করে ধ্বংস করেছে মার্কিন বাহিনী।পাল্টা হুঁশিয়ারি দিয়ে ইরানের ইসলামিক রেভল্যুশনারি গার্ডও জানিয়েছে, আমেরিকার এই ' রক্তচক্ষু তারা পরোয়া করে না। মার্কিন আগ্রাসন অবিলম্বে বন্ধ না হলে হরমুজ প্রণালী সম্পূর্ণ বন্ধ করে দেওয়া হবে বলে জানান ।

শিল্পের বিকাশে নতুন সোলার সিস্টেম কার্যালয়ের উদ্বোধন

বলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায়, শিয়াখালা,(হুগলি)পশ্চিমবঙ্গের নতুন সরকারের শিল্প বিকাশের বাস্তব ভাবনাকে পাথেয় করে পশ্চিমবঙ্গের গুপ্তিপাড়া এবং কালনায় আই সার্ট এনার্জি রিচার্জ প্রাইভেট লিমিটেডের নতুন সোলার পাওয়ার সিস্টেম কার্যালয়ের শুভ উদ্বোধন করা হয়। এই অঞ্চলের পরিচ্ছন্ন, নির্ভরযোগ্য এবং উন্নত সৌরশক্তি পরিকাঠামোর ক্রমবর্ধমান চাহিদা পূরণের লক্ষ্যে কৌশলগতভাবে এই নতুন কার্যালয়গুলি স্থাপন করা হয়েছে।উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে ফিতা কেটে কার্যালয়গুলির আনুষ্ঠানিক সূচনা করেন পশ্চিমবঙ্গ সরকারের স্বাস্থ্য ও নারী কল্যাণ দপ্তরের মন্ত্রী সুমনা সরকার । এই অনুষ্ঠানে অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন আইসার্ট এনার্জি-এর প্রতিষ্ঠাতা ও চেয়ারম্যান শ্রী রাকেশ বিশ্বাস এবং ম্যানেজিং ডিরেক্টর শ্রীমতি আরতি ত্রিবেদী। এই অনুষ্ঠানটি স্থানীয় স্তরে কাজের প্রতি কোম্পানির প্রতিশ্রুতি এবং সমাজের মধ্যে টেকসই প্রযুক্তির প্রসারকে ত্বরান্বিত করেছে।গুপ্তিপাড়া এবং কালনার এই কার্যালয়গুলি আইসার্ট এনার্জির উচ্চ-ক্ষমতাসম্পন্ন সোলার পাওয়ার সিস্টেম, সোলার ট্রি এবং উন্নত সোলার-উইন্ড হাইব্রিড সিস্টেমের বিতরণ, পরামর্শ এবং ইনস্টলেশনের কেন্দ্রীয় হাব হিসেবে কাজ করবে। এগুলি স্থানীয় বাসিন্দা, বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান এবং শিল্পক্ষেত্রগুলিকে কাস্টমাইজড সাইট মূল্যায়ন থেকে শুরু করে নির্বিঘ্ন ইনস্টলেশন এবং বিক্রয়োত্তর পরিষেবা প্রদান করবে।এই অনুষ্ঠানে একটি বড় ঘোষণা করে আইসার্ট এনার্জি জানায় যে, তারা পশ্চিমবঙ্গের বলাগড়ে একটি অত্যাধুনিক ম্যানুফ্যাকচারিং

ফেসিলিটি বা উৎপাদন কেন্দ্র স্থাপন করতে চলেছে। আগামী ৬ থেকে ১২ মাসের মধ্যে এর কাজ শুরু হবে। এই নতুন কারখানায় মূলত উচ্চ-ক্ষমতাসম্পন্ন সোলার প্যানেল এবং উন্নত ব্যাটারি এনার্জি স্টোরেজ সিস্টেম দেশীয়ভাবে উপাদনে জোর দেওয়া হবে।আইসার্ট এনার্জি-এর চেয়ারম্যান শ্রী রাকেশ বিশ্বাস বলেন, গুপ্তিপাড়া এবং কালনায় আমাদের সম্প্রসারণ এবং বলাগড়ে আসন্ন ম্যানুফ্যাকচারিং ইউনিট, টেকসই শক্তিকে সুলভ এবং আত্মনির্ভরশীল করার ক্ষেত্রে আমাদের লক্ষ্যের একটি উল্লেখযোগ্য মাইলফলক। আমাদের পরিষেবা এবং উৎপাদন ক্ষমতা উভয়কেই স্থানীয়করণের মাধ্যমে আমরা শুধু অত্যাধুনিক সৌর প্রযুক্তিই প্রদান করছি না বরং পশ্চিমবঙ্গের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিতে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণের মাধ্যমে স্থানীয় কর্মসংস্থান সৃষ্টির পরিবেশকে অনুকূল করবেএবং একটি সবুজ ভবিষ্যতের দিকে এগিয়ে যাওয়ার পথ প্রশস্ত করবে। ওই অনুষ্ঠানেন্ড আরতি ত্রিবেদী বলেন আমাদের লক্ষ্য সবসময় উদ্ভাবনী শক্তির সমাধানগুলিকে মানুষের কাছাকাছি নিয়ে আসা। অনুষ্ঠানে বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ উপস্থিত ছিলেন।

রাশিফল

মেষঃআপনি আপনার দিন যোগ এবং ধ্যান দিয়ে শুরু করতে পারেন। এটি করা আপনার পক্ষে উপকারী হবে এবং আপনি সারা দিন ধরে আপনার শক্তির স্তর বজায় রাখবেন।
বৃষঃআজকের দিনটি আপনার জন্য ইতিবাচক শক্তি ও নতুন সম্ভাবনায় ভরপুর থাকবে। অর্থের ব্যয় হবে।
মিথুনঃ বাচ্চাদের সঙ্গে সান্ত্বনা খুঁজে নিন। শুধুমাত্র আপনার নিজের পরিবারের বাচ্চারাই নয় বরং অন্যদের সন্তানদেরও উপশমকারী ক্ষমতা আপনাকে প্রবোধ দিতে এবং উদ্বেগ শান্ত করতে পারে। শুভদিন
কর্কটঃ আজকের দিনটি আপনার জন্য অত্যন্ত ইতিবাচক হতে চলেছে। পারিবারিক ও আবেগঘন সম্পর্ক আরও মধুর হয়ে উঠবে। ।
সিংহ ঃ অন্যদের সাথে খুশি ভাগ করে নেওয়ার মাধ্যমে স্বাস্থ্যের বিকাশ ঘটতে পারে।শুভদিন হবে।
কন্যাঃআজকের দিনটি আপনার জন্য বিশেষ। কর্মজীবনে নতুন দিশার অভিজ্ঞতা হতে পারে।
তুলাঃ আপনার পরিশ্রম ও নিষ্ঠার প্রশংসা করা হবে, যা আপনার আত্মবিশ্বাস বাড়াবে। আজ সম্পর্কের ক্ষেত্রেও ইতিবাচকতা দেখতে পাবেন।। সংসারে শান্তি।
বৃশ্চিকঃআজকের দিনটি আপনার জন্য শক্তি ও উদ্দীপনায় ভরপুর। আপনার চিন্তাভাবনায় স্বচ্ছতা থাকবে এবং গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নিতে সক্ষম হবেন। বিবাহের যোগ হবে।
ধনুঃএমন একটি দিন যেখানে বিশ্রাম গুরুত্বপূর্ণ হয়ে দাঁড়াবে- যেহেতু আপনি সাম্প্রতিককালে প্রচুর মানসিক চাপের মুখোমুখি হয়েছেন- বিনোদন এবং আমোদপ্রমোদ আপনাকে আয়েস করতে সাহায্য করবে। প্রেম আসবে।
মকরঃআজকের দিনটি আপনার জন্য মিশ্র অভিজ্ঞতা নিয়ে আসবে।
কুম্ভঃআজ আপনি আপনার স্বাস্থ্য এবং চেহারা উন্নত করার যথেষ্ট সময় পাবেন। আপনার বাড়াবাড়ি জীবনযাপন এবং ব্যয়ের কারণে আজ আপনার বাবা-মা চিন্তিত হয়ে পড়তে পারেন এবং তাই আপনাকে তাদের ক্রোধের শিকার হতে হতে পারে।। বিবাহের যোগ হতে পারে।
মীনঃ আজকের দিনটি মীন রাশির জাতকদের জন্য নতুন সুযোগে ভরপুর। নিজের অন্তর্দৃষ্টি ও সংবেদনশীলতার ভিত্তিতে সঠিক সিদ্ধান্ত নিতে সক্ষম হবেন।

আবহাওয়া

দক্ষিণবঙ্গ ও উত্তরবঙ্গ জুড়ে সক্রিয় হয়ে উঠেছে মৌসুমী বায়ু। আলিপুর আবহাওয়া দফতরের পূর্বাভাস অনুযায়ী, বঙ্গোপসাগরের ওপর সৃষ্ট নিম্নচাপের জেরে, বৃহস্পতিবার রাজ্যজুড়ে আবহাওয়ার মেজাজ বদলে যাবে। দিনভর আকাশ মেঘলা থাকার পাশাপাশি রাজ্যের অধিকাংশ জেলায় বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। বিশেষ করে দক্ষিণবঙ্গের বেশ কিছু জেলায় ভারী বৃষ্টি ও বজ্রপাতের সতর্কতা জারি করা হয়েছে।আবহাওয়া দফতর জানিয়েছে, এদিন কলকাতার পাশাপাশি হাওড়া, উত্তর ও দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পূর্ব ও পশ্চিম মেদিনীপুর এবং ঝাড়গ্রামের কিছু কিছু এলাকায় ভারী বৃষ্টি হতে পারে। উপকূলবর্তী অঞ্চলগুলিতে ঝোড়ো হাওয়ার সঙ্গে বজ্রপাতের প্রবল আশঙ্কা রয়েছে। বেশ কিছু জায়গায় ৭০ থেকে ১১০ মিলিমিটার পর্যন্ত বৃষ্টিপাত রেকর্ড হতে পারে। বাতাসে আপেক্ষিক আর্দ্রতার পরিমাণ ৮০ থেকে ৮৮ শতাংশ পর্যন্ত থাকবে, যার ফলে বৃষ্টি না হলে চরম ভ্যাপসা গরম ও অস্বস্তি বজায় থাকবে। পূর্ব দিক থেকে ঘণ্টায় ১০ থেকে ১২ মাইল বেগে হাওয়া বইতে পারে।অন্যদিকে, উত্তরবঙ্গের পার্বত্য ও ডুয়ার্স এলাকাতেও একটানা বৃষ্টিপাত জারি থাকবে। দার্জিলিং, কালিম্পং, জলপাইগুড়ি, আলিপুরদুয়ার ও কোচবিহার জেলায় একটানা বৃষ্টির জেরে পাহাড়ি অঞ্চলে ধস নামার সম্ভাবনা রয়েছে। পাশাপাশি নিচু এলাকাগুলি প্লাবিত হওয়ার আশঙ্কাও উড়িয়ে দিচ্ছে না প্রশাসন।কলকাতায় এদিন সকালে সর্বনিম্ন তাপমাত্রা রেকর্ড হয়েছে ২৭ ডিগ্রি সেলসিয়াস। দিনের সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ৩৩ ডিগ্রি সেলসিয়াসের কাছাকাছি থাকতে পারে। উত্তাল সমুদ্রের কারণে মস্যজীবীদের জলে নামার আগে আবহাওয়ার সর্বশেষ বুলেটিন দেখে নেওয়ার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। সেই সঙ্গে বজ্রপাতের হাত থেকে বাঁচতে সাধারণ মানুষকে খোলা মাঠ, গাছপালা ও বিদ্যুতের খুঁটি থেকে দূরে থাকার জন্য সতর্ক করেছে আবহাওয়া দফতর।আপেক্ষিক আর্দ্রতা আজ হতে পারে ৯৫ শতকরা এবং সর্বনিম্ন ৬৫শতকরা আবহাওয়া দপ্তর থেকে জানা।

জোয়ার-ভাটা

জোয়ার-সকাল ০৯টা ৫০মিনিট এবং রাত ১১ টা ৪১মিনিটে। **ভাটা**-বেলা ০৩টা ৫৫মিনিট এবং রাত ১০টা ৪৫ মিনিট। সূর্যঃউদয় সকাল ৫ টা ০৩মিনিটে হতে পারেএবং অস্ত যাবে আজ ৬টা ২১মিনিটে হতে পারে।

ঘোষণা

দুরন্ত প্রকাশন (প্রাঃ) লিমিটেড বা তার কোনও এজেন্ট এই সংবাদপত্রে প্রকাশিত কোনও বিজ্ঞাপনের যথার্থতা ও নির্ভরযোগ্যতার ব্যাপারে কোনও ভাবে দায়বদ্ধ নয়। এই সংবাদপত্রে প্রকাশ করা বিজ্ঞাপনগুলি শুধুমাত্র সরল বিশ্বাসে গ্রহণ করা হয়। এই ঘোষণা ভারত সরকারের স্পেশাল ক্রাইম ব্রাঞ্চের নির্দেশ অনুযায়ী ছাপা হচ্ছে।

পুজোর আগেই উচ্চ প্রাথমিকে নিয়োগের আশা, ২১ জুলাই থেকে শুরু কাউন্সেলিং প্রক্রিয়া

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব সংবাদদাতা, কলকাতা, ১৬ জুলাই ২০২৬ ঃ দীর্ঘ অপেক্ষার পর উচ্চ প্রাথমিকের চাকরিপ্রার্থীদের জন্য সুখবর। পুজোর আগেই শিক্ষক নিয়োগের প্রক্রিয়া শেষ হওয়ার সম্ভাবনা তৈরি হয়েছে। উচ্চ প্রাথমিকে শিক্ষক নিয়োগের কাউন্সেলিং শুরু করতে চলেছে স্কুল সার্ভিস কমিশন (এসএসসি)। বুধবার এই মর্মে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে কমিশন। বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী, আগামী ২১ জুলাই থেকে শুরু হবে কাউন্সেলিং প্রক্রিয়া এবং তা চলবে ৩০ জুলাই পর্যন্ত। এসএসসির তরফে জানানো হয়েছে, কোন প্রার্থীর কাউন্সেলিং কবে হবে, তার বিস্তারিত তথ্য সম্বলিত লেটার কমিশনের ওয়েবসাইট থেকে ডাউনলোড করা যাবে। আগামী শুক্রবার থেকেই এই কাউন্সেলিং লেটার পাওয়া যাবে বলে বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখ করা হয়েছে। ফলে দীর্ঘদিন ধরে নিয়োগের অপেক্ষায় থাকা প্রার্থীদের মধ্যে নতুন করে আশার আলো দেখা দিয়েছে। উল্লেখ্য, উচ্চ প্রাথমিকের নিয়োগ প্রক্রিয়া দীর্ঘদিন ধরে আইনি জটিলতার মধ্যে আটকে ছিল। ২০১৫ সালের ১৬ আগস্ট উচ্চ প্রাথমিকের টেট পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়। পরের বছর ১৪ সেপ্টেম্বর পরীক্ষার ফল প্রকাশ করা হয়। এরপর দীর্ঘ প্রক্রিয়ার পর ২০২৪ সালের ২৮ আগস্ট ১৪ হাজার ৫২ জন প্রার্থীর চাকরির নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল। একই বছরের ২৬ সেপ্টেম্বর প্রকাশ করা হয় চূড়ান্ত মেধা তালিকা। এরপর ৩ অক্টোবর থেকে শুরু হয় কাউন্সেলিং ও সুপারিশের প্রক্রিয়া। প্রায় ১২ হাজার ৭২৩ জন প্রার্থীর কাউন্সেলিং এবং সুপারিশ সম্পন্ন হলেও বাকি প্রার্থীদের নিয়োগ প্রক্রিয়া আইনি জটিলতার কারণে থমকে যায়। ফলে বহু চাকরিপ্রার্থী দীর্ঘদিন ধরে অপেক্ষায় ছিলেন। পরবর্তীতে ডিভিশন বেঞ্চে হওয়া অবমাননা মামলার পর মেধা তালিকাভুক্ত ১ হাজার ২৪১ জন প্রার্থীর কাউন্সেলিং এবং সুপারিশের নির্দেশ দেওয়া হয়। এরপর গত ২১ মে শিক্ষা দপ্তর আদালতে ১ হাজার ১৭৭টি শূন্যপদের তথ্য জমা দেয়। সেই তথ্যের ভিত্তিতে ফের নিয়োগ প্রক্রিয়া এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার পথ তৈরি হয়। এবার স্কুল সার্ভিস কমিশনের তরফে কাউন্সেলিংয়ের সূচি প্রকাশ হওয়ায় নিয়োগ প্রক্রিয়া আরও এক ধাপ এগোল। সব আইনি জটিলতা কাটিয়ে প্রক্রিয়া সম্পন্ন হলে পুজোর আগেই উচ্চ প্রাথমিকে শিক্ষক নিয়োগ হতে পারে বলে আশা করছেন চাকরিপ্রার্থীরা। দীর্ঘদিন ধরে নিয়োগের অপেক্ষায় থাকা প্রার্থীদের কাছে এই খবর নিঃসন্দেহে স্বস্তির। তবে শেষ পর্যন্ত নিয়োগের সম্পূর্ণ প্রক্রিয়া কবে শেষ হবে, তা নির্ভর করছে কাউন্সেলিং এবং পরবর্তী প্রশাসনিক পদক্ষেপের উপর। এখন নজর ২১ জুলাই থেকে শুরু হতে চলা কাউন্সেলিং প্রক্রিয়ার দিকে।

রথের মেলা মানে যেন জিলিপি এবং পাপড় ভাজা

দুরন্তবার্তা, মিঠুন হালদার, বহরমপুর, ১৬ জুলাই ২০২৬ ঃ বাংলার মেলা-সংস্কৃতিতে 'রথের মেলা' এক বিশেষ জায়গা করে রয়েছে। ঐতিহ্যশালী মাহেশ, গুপ্তিপাড়ার রথ থেকে শুরু করে বহরমপুরের জগন্নাথতলা বা গোরাবাজারের রথ সর্বত্রই রথযাত্রার সঙ্গে জড়িয়ে রয়েছে খাবারের এক ঐতিহ্য। রথের মেলা মানেই যেন গরম তেলে ভাজা মুচমুচে পাপড় আর মিষ্টি শিরায় ডুবিয়ে রাখা গরম জিলাপির মিষ্টি-নোনতা মেশানো সুবাস। এই দুই খাবার বাঙালির শৈশব ,স্মৃতি আর ঐতিহ্যের এক অবিচ্ছেদ্য অংশ। রথযাত্রার দিন মেলায় না গেলেও অনেকের বাড়িতেই এই দুইয়ের আগমন ঘটবেই। পাপড় আর জিলাপি ছাড়া রথযাত্রা যেন এখনও বাঙালির কাছে অসম্পূর্ণ থেকে যায়। রথযাত্রার দিন পাপড় ভাজা খাওয়ার এই প্রথার পিছনে এক কাহিনীর কথা অনেক পুরান ব্যাখ্যাকার বলে থাকেন। তাঁদের মতে, স্নান যাত্রায় ১০৮ ঘড়া জলে স্নান করে জগন্নাথদেব জ্বরে পড়েন এবং নির্জনে থাকেন। জ্বর থেকে সেরে উঠে মুখের স্বাদ বদলাতে তিনি নোনতা খাবারের ইচ্ছা প্রকাশ করেন। তাই পাপড় ভাজার সঙ্গে জগন্নাথদেবকে মিষ্টি হিসেবে জিলিপি দেওয়া হয়। যদিও জগন্নাথদেবকে যে ৫৬ ভোগ দেওয়া হয় তাতে এই দুই খাবারের উপস্থিতি দেখা যায় না। তবুও গ্রামীণ বাংলার মেলায় দিব্যি জায়গা করে নিয়েছে মূলত উত্তর ভারতীয় খাবার পাপড় এবং আফগানিস্তান থেকে মোগল আমলে ভারতে এসে জনপ্রিয় হওয়া খাবার, জিলিপি।

জলপথে অনুপ্রবেশ বন্ধে কড়া নজরদারি সুন্দরবনে, সীমান্তে বিএসএফের ডিজি

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব সংবাদদাতা, কলকাতা, ১৬ জুলাই ২০২৬ ঃ উজ্জ্বল বন্দ্যোপাধ্যায়, সুন্দরবন সুন্দরবনের জলসীমায় নজরদারি বাড়ালো সরকার। রাজ্যে রাজনৈতিক পালা বদলের পর ভারত-বাংলাদেশ সীমান্ত সুরক্ষাকে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দিয়েছে নতুন সরকার। সীমান্তে কাঁটাতার নির্মাণের জন্য জমি হস্তান্তরের কাজও দ্রুত এগোচ্ছে। আর এই আবহেই পশ্চিমবঙ্গের স্পর্শকাতর সুন্দরবন জলসীমান্ত পরিদর্শনে এলেন সীমান্তরক্ষী বাহিনী (বিএসএফ) এর ডিজি প্রবীণ কুমার। তিন দিনের এই সফরে তিনি ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তের নিরাপত্তা ব্যবস্থা সরেজমিনে খতিয়ে দেখার পাশাপাশি সীমান্ত সুরক্ষা আরও শক্তিশালী করতে একাধিক গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশ দিয়েছেন। বিএসএফ সূত্রে জানা গেল, সুন্দরবনের বিস্তীর্ণ নদীপথ ও জলাভূমি দীর্ঘদিন ধরেই সীমান্ত নিরাপত্তার ক্ষেত্রে বড় চ্যালেঞ্জ। স্থলসীমান্তের মতো এখানে কাঁটাতারের বেড়া নির্মাণ সম্ভব নয়। ফলে অনুপ্রবেশ, চোরাচালান এবং বেআইনি কার্যকলাপ রুখতে নদীপথে নজরদারি আরও বাড়ানোর ওপর বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। ডিজি প্রবীণ কুমার সফরের সময় বসিরহাট মহকুমার রায়মঙ্গল, কালিন্দী, গোমতী-সহ একাধিক সীমান্তবর্তী নদীপথ নৌকায় ঘুরে পরিদর্শন করেন। পাশাপাশি হেমনগর, হাসনাবাদ, ঘোজাডাঙ্গা ও কৈজুড়ি সীমান্ত এলাকাও ঘুরে দেখেন তিনি। পরিদর্শনের পর দক্ষিণবঙ্গ ফ্রন্টিয়ারের আইজি-সহ সংশ্লিষ্ট আধিকারিকদের সঙ্গে বৈঠক করেন বিএসএফ প্রধান। সেখানে সীমান্তে আধুনিক প্রযুক্তির ব্যবহার আরও বাড়ানোর নির্দেশ দেন তিনি। নদীপথে অতিরিক্ত বিএসএফ জওয়ান মোতায়েন, দ্রুতগতির আধুনিক অস্ত্রসজ্জিত টহল বোটের সংখ্যা বৃদ্ধি এবংরাতের অন্ধকারে নজরদারির জন্য উন্নত প্রযুক্তিনির্ভর ব্যবস্থা গড়ে তোলার ওপর জোর দেওয়া হয়েছে। একইসঙ্গে সীমান্তবর্তী নদীপথে উচ্চক্ষমতাসম্পন্ন ফ্লাডলাইট বসিয়ে রাতের নিরাপত্তা আরও জোরদার করার পরিকল্পনাও নেওয়া হচ্ছে। সম্প্রতি কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের উদ্যোগে ভারত বাংলাদেশ সীমান্ত নিরাপত্তা নিয়ে একাধিক পর্যালোচনা বৈঠক হয়েছে। সেখানে রাজ্য পুলিশের উচ্চপদস্থ কর্তাদের কাছ থেকেও সীমান্তে কাঁটাতার নির্মাণের অগ্রগতি এবং নিরাপত্তা পরিস্থিতি সম্পর্কে বিস্তারিত রিপোর্ট নেওয়া হয়েছে। সেই প্রেক্ষাপটে বিএসএফ ডিজির এই সফরকে অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ বলে মনে করছেন নিরাপত্তা বিশেষজ্ঞরা। এদিনের সফরের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ ছিল সীমান্তবর্তী গ্রামের বাসিন্দাদের সঙ্গে সরাসরি মতবিনিময়। স্থানীয়দের উদ্দেশে বিএসএফ ডিজি বলেন, সীমান্ত এলাকায় কোনও সন্দেহজনক গতিবিধি, অনুপ্রবেশ বা পাচারের ঘটনা চোখে পড়লে তা অবিলম্বে বিএসএফকে জানাতে হবে। সীমান্ত সুরক্ষায় স্থানীয় মানুষের সহযোগিতাই সবচেয়ে বড় শক্তি বলেও উল্লেখ করেন তিনি। পাশাপাশি তিনি আশ্বাস দেন, সীমান্তবর্তী এলাকার মানুষের নিরাপত্তা এবং তাঁদের সমস্যা সমাধানে বিএসএফ সর্বদা পাশে থাকবে। আর নতুন ডাবল ইঞ্জিন সরকার পরে এই পদক্ষেপে অনুপ্রবেশ বন্ধ হবে বলে মনে করা হচ্ছে। এদিন বাহিনীর সদস্যদের ক্ষেত্রেও কঠোর বার্তা দেন প্রবীণ কুমার। তিনি স্পষ্ট জানিয়ে দেন, কোনও বিএসএফ জওয়ানের বিরুদ্ধে অনিয়ম বা গুরুতর অভিযোগ প্রমাণিত হলে আইন অনুযায়ী কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া হবে। নিরাপত্তা নিশ্চিত করার পাশাপাশি সাধারণ মানুষের আস্থা অর্জন এবং বজায় রাখার ওপরও সমান গুরুত্ব দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন তিনি। সুন্দরবনের মতো স্পর্শকাতর জলসীমান্তে আধুনিক প্রযুক্তি, কড়া নজরদারি এবং স্থানীয় মানুষের সহযোগিতাকে সামনে রেখে সীমান্ত সুরক্ষার নতুন কৌশল কার্যকর করার ইঙ্গিতই মিলল বিএসএফ প্রধানের এই সফরে।

জন্ম ও মৃত্যুর সার্টিফিকেটে নতুন নিয়ম, ভুয়ো নথি বন্ধে স্বাস্থ্যভবনের নয়া নির্দেশ

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব সংবাদদাতা, কলকাতা, ১৬ জুলাই ২০২৬ ঃ জন্ম ও মৃত্যুর শংসাপত্র তৈরিতে অনিয়ম এবং ভুয়ো নথি রুখতে বড় পদক্ষেপ নিল রাজ্য সরকার। নতুন নিয়মে এবার থেকে জন্ম ও মৃত্যুর শংসাপত্রের রেজিস্ট্রেশন প্রক্রিয়ায় আরও কড়াকড়ি করা হয়েছে। মন্ত্রিসভার বৈঠকের পর স্বাস্থ্য দপ্তরের তরফে নতুন বিজ্ঞপ্তি জারি করা হয়েছে। 'রেজিস্ট্রেশন অফ বার্থ অ্যান্ড ডেথ অ্যামেন্ডমেন্ট রুল, ২০২৬' অনুযায়ী এই নতুন নিয়ম কার্যকর করা হয়েছে। নতুন নির্দেশিকায় জানানো হয়েছে, জন্ম বা মৃত্যুর নথিভুক্তির সময় কোনও নামের সংক্ষিপ্ত রূপ ব্যবহার করা যাবে না। আবেদনপত্রে সম্পূর্ণ নাম উল্লেখ করতে হবে। পাশাপাশি ঠিকানার ক্ষেত্রেও বিস্তারিত তথ্য দেওয়া বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। রাজ্য বা কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের নাম, জেলা, শহর বা গ্রামের নাম, ওয়ার্ড নম্বর, এলাকা, বাড়ির নম্বর এবং পিন কোড উল্লেখ করতে হবে। মৃত্যু শংসাপত্র তৈরির ক্ষেত্রেও নতুন নিয়ম আনা হয়েছে। আবেদনপত্রে মৃত ব্যক্তির অসুস্থতার ইতিহাস উল্লেখ করা বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। এছাড়া কোনও অপ্রাতিষ্ঠানিক মৃত্যুর ক্ষেত্রে মেডিক্যাল সার্টিফিকেট জমা দেওয়ার নিয়ম চালু করা হয়েছে। দেরিতে জন্ম বা মৃত্যুর রেজিস্ট্রেশনের ক্ষেত্রেও নিয়ম আরও কঠোর করা হয়েছে। কোনও ঘটনা ঘটার ৩০ দিনের মধ্যে আবেদন না করলে তার কারণ জানাতে হবে এবং নির্ধারিত কর্তৃপক্ষের অনুমতি নিতে হবে। প্রয়োজনীয় নথি জমা দেওয়ার পরেই রেজিস্ট্রেশন সম্পন্ন হবে। ঘটনার ৩০ দিন পরে কিন্তু এক বছরের মধ্যে আবেদন করলে জেলা রেজিস্ট্রার বা নির্ধারিত আধিকারিকের লিখিত অনুমতি প্রয়োজন হবে। পাশাপাশি ৫০ টাকা লেট ফি দিয়ে নির্দিষ্ট ফর্ম ও স্বাক্ষরযুক্ত নথি জমা দিতে হবে। এক বছরের বেশি কিন্তু দুই বছরের মধ্যে আবেদন করলে লেট ফি বাড়িয়ে ১০০ টাকা করা হয়েছে। দুই বছরের বেশি সময় পরে জন্ম বা মৃত্যুর তথ্য জমা দিলে বিচারবিভাগীয় ম্যাজিস্ট্রেটের অনুমতি নিতে হবে। এক্ষেত্রেও ১০০ টাকা লেট ফি ধার্য করা হয়েছে। নতুন নিয়মে সন্দেহজনক কোনও তথ্য পাওয়া গেলে সরেজমিনে তদন্ত করার ক্ষমতাও দেওয়া হয়েছে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে। প্রয়োজনে অতিরিক্ত প্রমাণ বা নথি চাওয়া যেতে পারে। কোনও তথ্য মিথ্যা বা বিভ্রান্তিকর প্রমাণিত হলে লিখিত কারণ দেখিয়ে আবেদন বাতিল করার ক্ষমতা থাকবে কর্তৃপক্ষের হাতে। রাজ্য সরকারের এই নতুন উদ্যোগের মূল লক্ষ্য হল জন্ম ও মৃত্যুর শংসাপত্র ব্যবস্থায় স্বচ্ছতা আনা এবং ভুয়ো নথির ব্যবহার বন্ধ করা। বিশেষ করে পরিচয় সংক্রান্ত নথির অপব্যবহার রুখতেই এই কড়া নিয়ম চালু করা হয়েছে বলে মনে করা হচ্ছে।

চাঁপদানীর পলতা ঘাটে রথযাত্রায় মিলন উৎসব

দুরন্তবার্তা, পুলক চক্রবর্তী, কোন্নগর, ১৬ জুলাই ২০২৬ ঃ চাঁপদানীর পলতা ঘাটে গান্ধী মূর্তির সামনে থেকে রথযাত্রা শুরু হয়। চাঁপ দানীর বিভিন্ন পথ অতিক্রম করে রথ যায় মাসির বাড়ি মঞ্জুশ্রী হলের কাছে। এই বছর ৬২ তম বর্ষে পদার্পণ করেছে রথযাত্রা। প্রতি বছরের মত সুরেশ মিশ্রার উপস্থিতিতেই সূচনা হয় রথযাত্রার। জগন্নাথ, বলরাম, ও সুভদ্রাকে তোলা হয় রথে। রথে উঠে আরতি করেন চাঁপ দানীর বিশিষ্ট সমাজসেবক সুরেশ মিশ্রা। টানেন রথের দড়ি। তখনই শুরু হয় রথযাত্রার। এই রথযাত্রা উপলক্ষে প্রশাসন কঠোর নিরাপত্তা ব্যবস্থা করেছে সি,সি ক্যামেরায় মুড়ে ফেলা ছিল। পুলিশের সাহায্যে কড়া নজরদারির ব্যবস্থা ছিল। বৃহস্পতিবার থেকে ২৪শে জুলাই শুক্রবার ২০২৬ পুনরায় রথ ফিরে যাবে চাঁপদানী পলতা ঘাটে। মঞ্জুশ্রী হল এর কাছে মাসির বাড়িতে জগন্নাথ দেব অবস্থান করবেন, সেখানে ১৬ রকমের ভোগ, দীপ দান, এবং বিভিন্ন সাংস্কৃতিক কার্যক্রম ভজন, কীর্তন, সর্বসাধারণের মধ্যে প্রসাদ বিতরণ চলে। চাঁপদানী পলতা ঘাটের রথযাত্রা কমিটির উদ্যোগে এবারে রথযাত্রা বিশেষভাবে ভক্তদের নজর কেড়েছে। চাঁপদানীর বিশিষ্ট সমাজসেবক সুরেশ মিশ্রা উনি উদ্যোগ নিয়ে সমস্তটাই করেন। বাদ্যযন্ত্রের সাথে পালিত হলো রথযাত্রা উৎসব। চাঁপদানীর বিশিষ্ট সমাজসেবক সুরাজ কুমার গুপ্তা এবং স্থানীয় এলাকার ভক্ত বৃন্দ এবং দর্শনার্থী বৃন্দ অত্যন্ত শৃঙ্খলার সাথে একে অপরের সাথে হাত লাগিয়ে এই উৎসব পালন করেছে তা বিশেষভাবে পরিলক্ষিত। অত্যন্ত শান্তিপূর্ণভাবে সুরেশ মিশ্রা এই রথযাত্রা উৎসব শুরু করেন। এছাড়াও ছিলেন বিশিষ্ট সমাজ সেবিকা শর্মিষ্ঠা মিশ্রা, বিশিষ্ট সমাজসেবক সুরজ কুমার গুপ্তা, রমেশ সাউ, বিশিষ্ট সমাজসেবক রাহুল রায়, বিশাল জয়সওয়াল, জিতেন্দ্র সিং, রাজু জয়সওয়াল, চন্দননগর পুলিশ কমিশনারের আধিকারিকরা এবং ভদ্রেশ্বর থানার আই. সি. চাঁপদানী পুলিশ ফাঁড়ির অফিসার ইনচার্জ সহ বিশিষ্ট জনেরা। উৎসবের শেষ পর্বে প্রায় ৬০০০ মানুষের হাতে পুজোর ভোগ প্রসাদ, জিলিপি, পাঁপড়, লুচি, আলুর দম, সুজি, মিষ্টি তুলে দেন সুরেশ মিশ্রা। নিজের হাতে করে ভক্তদের মধ্যে ভোগ প্রসাদ বিলি করেন। রথযাত্রার দিনটির জন্য অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করে থাকেন চাঁপদানীর অধিবাসী বৃন্দ রাস্তার দুই ধারে বাড়িতে বাড়িতে ভিড় উপচে পড়ে রথ দেখার জন্য। সকলেই চান রথের রশিতে টান দিতে, প্রণাম জানাতে, প্রসাদ পেতে সকলকে এক সূত্রে বেঁধে দেয় চাঁপদানীর এই রথযাত্রা।

'বোমা-গুলি মারার হুমকি', কৌস্তভের বাড়ির সামনে বাইক বাহিনীর তাণ্ডব ঘিরে চাঞ্চল্য

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব সংবাদদাতা, কলকাতা, ১৬ জুলাই ২০২৬ ঃ ব্যারাকপুরের বিধায়ক কৌস্তভ বাগচীর বাড়ির সামনে হামলার ছক করা হয়েছে বলে অভিযোগ উঠেছে। বুধবার রাতে বাইকে করে কয়েকজন ব্যক্তি তাঁর বাড়ির সামনে এসে হুমকি দেয় বলে দাবি করেছেন বিধায়ক। তাঁর অভিযোগ, দুষ্কৃতীরা বোমা ও গুলি চালানোর হুমকি দেওয়ার পাশাপাশি অকথ্য ভাষায় গালিগালাজ করে। রাতের অন্ধকারে পরিকল্পনা করেই এই ঘটনা ঘটানো হয়েছে বলে অভিযোগ কৌস্তভের। এই ঘটনায় টিটাগড় থানায় অভিযোগ দায়ের হয়েছে। পুলিশ ইতিমধ্যেই ছ'জনকে আটক করেছে বলে জানা গিয়েছে। ঘটনার পর কৌস্তভ বাগচী দাবি করেন, তাঁর বিরুদ্ধে এটি একটি পূর্বপরিকল্পিত ষড়যন্ত্র। বিজেপি নেতা মণীশ শুক্লা খুনের তদন্তের দাবি তোলার কারণেই তাঁকে ভয় দেখানোর চেষ্টা করা হচ্ছে বলে অভিযোগ করেন তিনি। তাঁর দাবি, রাজনৈতিক কারণে তাঁকে এবং তাঁর পরিবারকে আতঙ্কিত করার উদ্দেশ্যেই এই ঘটনা ঘটানো হয়েছে। বিধায়ক অভিযোগের আঙুল তুলেছেন ব্যারাকপুর পুরসভার প্রাক্তন চেয়ারম্যান তথা তৃণমূল নেতা উত্তম দাসের দিকে। পাশাপাশি বিজেপির কয়েকজন নেতার বিরুদ্ধেও তিনি অভিযোগ করেছেন। তাঁর দাবি, কিছু তৃণমূল নেতা বিজেপিতে যোগ দেওয়ার চেষ্টা করছেন এবং বিজেপির কিছু নেতাও তাঁদের দলে নেওয়ার বিষয়ে সক্রিয়। এই পরিস্থিতিতে তিনি বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছেন বলেই তাঁকে নিশানা করা হচ্ছে বলে দাবি কৌস্তভের। কৌস্তভ জানিয়েছেন, ঘটনার সময় তিনি বাড়িতে ছিলেন না। তবে পরিবারের সদস্যদের ভয় দেখানোর উদ্দেশ্যেই দুষ্কৃতীরা বাড়ির সামনে এসে হুমকি দিয়েছে বলে তাঁর অভিযোগ। তিনি দাবি করেছেন, তাঁকে প্রাণঘাতী হামলার ভয় দেখানো হয়েছে এবং ভবিষ্যতে বড় ধরনের আক্রমণের আশঙ্কাও রয়েছে। ঘটনার পর বিধায়ক একাধিক সিসিটিভি ফুটেজ প্রকাশ করেছেন। সেই ফুটেজে দেখা যাচ্ছে, একটি বাইকে করে তিন ব্যক্তি তাঁর বাড়ির সামনে দিয়ে একাধিকবার যাতায়াত করছেন। ওই ব্যক্তিরাই হুমকি দেওয়ার সঙ্গে যুক্ত কি না, তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, সিসিটিভি ফুটেজ এবং অন্যান্য তথ্যের ভিত্তিতে তদন্ত শুরু হয়েছে। কৌস্তভ বাগচী বলেন, বাইকে করে যাওয়ার সময় তাঁকে উদ্দেশ্য করে হুমকি দেওয়া হয়েছে। তাঁর দাবি, দুষ্কৃতীরা তাঁকে দেখে নেওয়া, বোমা মারা এবং গুলি করার মতো কথা বলেছে। পাশাপাশি তাঁর বিরুদ্ধে অশালীন ভাষায় গালিগালাজও করা হয়েছে বলে অভিযোগ করেন তিনি। এই ঘটনার পিছনে রাজনৈতিক কারণ রয়েছে বলেও দাবি করেছেন বিধায়ক। তাঁর বক্তব্য, মণীশ শুক্লা খুনের তদন্তের দাবি জানানোর পর থেকেই অনেকে তাঁর উপর ক্ষুব্ধ। তিনি বলেন, এই ঘটনায় তাঁর রাজনৈতিক অবস্থানকে দুর্বল করার চেষ্টা করা হচ্ছে। এদিকে অভিযোগ পাওয়ার পর টিটাগড় থানার পুলিশ তদন্ত শুরু করেছে। আটক হওয়া ব্যক্তিদের জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে। ঘটনার পিছনে কারা রয়েছে এবং এর সঙ্গে কোনও রাজনৈতিক যোগ আছে কি না, তা খতিয়ে দেখছে পুলিশ। ব্যারাকপুরের রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে এই ঘটনাকে ঘিরে নতুন করে উত্তেজনা তৈরি হয়েছে। বিধায়কের নিরাপত্তা এবং অভিযোগের সত্যতা যাচাই করতে প্রশাসনের পক্ষ থেকেও বিষয়টি গুরুত্ব দিয়ে দেখা হচ্ছে। তদন্ত এগোনোর সঙ্গে সঙ্গে পুরো ঘটনার প্রকৃত কারণ সামনে আসবে বলে মনে করছে পুলিশ।

মাদ্রাসা নির্মাণের নামে আর্থিক অনিয়মের অভিযোগ, হাসনাবাদে তৃণমূল নেতার বাড়িতে এটিএসের তল্লাশি

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব সংবাদদাতা, উত্তর ২৪ পরগনা, ১৬ জুলাই ২০২৬ ঃ মাদ্রাসা নির্মাণের নামে আর্থিক অনিয়ম এবং বিদেশি অর্থ লেনদেনের অভিযোগে উত্তরপ্রদেশ পুলিশের অ্যান্টি টেররিজম স্কোয়াড (এটিএস) অভিযান চালাল উত্তর ২৪ পরগনার হাসনাবাদের রামেশ্বরপুরে। বৃহস্পতিবার সকালে কেন্দ্রীয় নিরাপত্তাবাহিনীর ঘেরাটোপে তৃণমূল নেতা আব্দুল্লা গাজীর বাড়িতে তল্লাশি শুরু করেন তদন্তকারীরা। অভিযোগ, মাদ্রাসা নির্মাণের জন্য বিদেশ থেকে বিপুল পরিমাণ অর্থ তাঁর অ্যাকাউন্টে এসেছে। সেই অর্থের উৎস এবং ব্যবহার নিয়ে তদন্ত শুরু করেছে এটিএস। সূত্রের খবর, মাদ্রাসা নির্মাণের নামে কোটি কোটি টাকার আর্থিক লেনদেনের অভিযোগে আগেও তদন্তের মুখে পড়েছিলেন আব্দুল্লা গাজী। একই অভিযোগে প্রায় দু'বছর আগে তাঁকে গ্রেপ্তার করেছিল উত্তরপ্রদেশ এটিএস। সেই মামলার তদন্ত এখনও চলছে। তদন্তকারীদের হাতে নতুন কিছু তথ্য আসার পরই ফের তাঁকে জিজ্ঞাসাবাদের প্রয়োজন হয় বলে জানা গিয়েছে। সেই কারণেই এদিন সকালে তাঁর বাড়িতে পৌঁছন এটিএস আধিকারিকরা। তল্লাশি অভিযানের সময় গোটা এলাকা ঘিরে ফেলে কেন্দ্রীয় নিরাপত্তাবাহিনী। বাড়ির ভিতরে তদন্তকারীরা বিভিন্ন নথিপত্র, আর্থিক লেনদেন সংক্রান্ত তথ্য এবং অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ বিষয় খতিয়ে দেখছেন বলে সূত্রের খবর। পাশাপাশি আব্দুল্লা গাজীকেও জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে। যদিও এটিএসের পক্ষ থেকে এখনও পর্যন্ত এই অভিযান নিয়ে কোনও সরকারি বিবৃতি দেওয়া হয়নি। তদন্তকারীদের অভিযোগ, বিদেশি অনুদানের নামে বিপুল পরিমাণ অর্থ সংগ্রহ করা হলেও সেই অর্থ প্রকৃতপক্ষে কী কাজে ব্যবহার করা হয়েছে, তা নিয়ে প্রশ্ন রয়েছে। মাদ্রাসা নির্মাণের জন্য আসা অর্থের উৎস, ব্যাঙ্ক লেনদেন এবং সংশ্লিষ্ট নথিপত্র খতিয়ে দেখাই এই অভিযানের অন্যতম উদ্দেশ্য বলে জানা গিয়েছে। এদিন সকাল থেকেই রামেশ্বরপুর এলাকায় ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে। তৃণমূল নেতার বাড়ির সামনে স্থানীয় বাসিন্দাদের ভিড় জমে যায়। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রাখতে স্থানীয় পুলিশ ও প্রশাসনের আধিকারিকরাও ঘটনাস্থলে উপস্থিত ছিলেন। সূত্রের খবর, শুধু হাসনাবাদ নয়, হাড়োয়া-সহ রাজ্যের আরও কয়েকটি জায়গাতেও একই সঙ্গে তল্লাশি অভিযান চালানো হচ্ছে। এই তদন্তে উত্তরপ্রদেশ এটিএসের পাশাপাশি এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেটের (ইডি) আধিকারিকরাও যুক্ত রয়েছেন বলে জানা গিয়েছে। আর্থিক লেনদেনের বিষয়টি খতিয়ে দেখতে কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থাগুলি একাধিক তথ্য সংগ্রহ করছে। অভিযোগের সত্যতা যাচাই করতে তদন্তকারীরা বিভিন্ন দিক খতিয়ে দেখছেন।

IIFL FINANCE

CIN: L67100MH1995PLC093797
Regd. Office: IIFL House, Sun Infotech Park, Road No. 16V, Plot No.B-23, Thane Industrial Area, Wagle Estate, Thane - 400604
Tel: (91-22) 41035000 • Fax: (91-22) 25806654
E-mail: reach@iifl.com • Website: www.iifl.com

সোনার অলঙ্কার অকশন (নিলাম)-এর পাবলিক নোটিশ

এতদ্বারা সকল সুনির্দিষ্টভাবে সংশ্লিষ্ট ঋণগ্রহীতাদের এবং সাধারণভাবে সকল জনসাধারণকে অবহিত করা হচ্ছে যে, আমরা, আইআইএফএল ফাইন্যান্স লিমিটেড (''**আইআইএফএল**'') সেইসব ডিফল্ট গ্রাহকদের সোনার অলঙ্কার নিলাম করছি যারা বারবার নোটিস ও রিমাইন্ডার পাঠানোর পরেও তাদের লোন রেগুলারাইজ করেননি বা বকেয়া অর্থ পরিশোধ করেননি। নিম্নোক্ত লোন অ্যাকাউন্টের অধীনে বন্ধক রাখা সোনার অলঙ্কারগুলির একটি সর্বজনীন নিলাম **18.08.2026** নির্ধারিত জেলা কেন্দ্রে: **কলকাতা-জেএম এভিনিউ জিএল - আইআইএফএল ফাইন্যান্স লিমিটেড, জেএম অ্যাভিনিউ, গ্রাউন্ড ফ্লোর, ৪বি, বেডন স্ট্রিট, এসবিআইয়ের বিপরীতে, কলকাতা-700006, পশ্চিমবঙ্গ, সকাল 10:00 টায়** শুরু হবে। ভেন্যু বা তারিখের কোন পরিবর্তন (যদি প্রযোজ্য হয়) নিলাম সাইটে পোস্ট করা হবে। নির্দিষ্ট তারিখে নিলাম করা না গেলে বা একই দিনে সম্পন্ন না হলে, একই নিয়ম ও শর্তের অধীনে পরবর্তী তারিখে নিলাম পুনরায় শুরু বা পরিচালনা করার অধিকার আইআইএফএল সংরক্ষণ করে। গ্রাহকের মৃত্যুর ক্ষেত্রে, নিলামের সমস্ত শর্ত মনোনীত বা আইনি উত্তরাধিকারীর জন্য প্রযোজ্য হবে।

গোল্ড লোন অ্যাকাউন্ট নম্বর: GL29509313, GL35790647, GL37049952, GL37345891, GL37938122, GL37942071, GL38477763, GL38884360, GL39342489, GL39350710, GL39584587, GL39615543, GL39751730, GL39769510, GL39790052, GL39817971, GL39910861, GL39963261, GL40017532, GL40113236, GL40179513, GL40367877, GL40379284, GL40393848, GL40804313, GL41035842, GL44451312, GL44870544, GL44870738, GL45498593, GL46138849, GL46637677, GL47202783, GL47368463, GL48019379, GL28044838, GL36270807, GL38756361, GL39536086, GL39540550, GL39989800, GL40005476, GL40560184, GL36212018, GL37965278, GL40013234, GL40035890, GL40290855, GL40301787, GL40385046, GL40708678, GL40925078, GL40944755, GL43444521, GL43444539, GL43953638, GL44442295, GL44750481, GL45055150, GL45055153, GL45454600, GL46643297, GL47079980, GL47961126, GL47968338, GL48273419, GL35771473, GL36327805, GL36573182, GL37229834, GL38194287, GL38865839, GL39540818, GL39562847, GL40166278, GL40312521, GL40385003, GL40867936, GL42407927, GL48206964, GL40188230, GL33852335, GL35283936, GL37209024, GL38029813, GL38379794, GL38460341, GL38765546, GL38954855, GL38954941, GL39093834, GL39110132, GL39197419, GL39200629, GL39209573, GL39261752, GL39273109, GL39399253, GL39498512, GL39822112, GL39849678, GL39863005, GL39890848, GL39927148, GL39950887, GL40202141, GL40217819, GL40325070, GL40334823, GL40361386, GL40411950, GL40412558, GL40453050, GL40493176, GL40493340, GL40652398, GL40904075, GL41490268, GL42000559, GL42004187, GL42004193, GL42478927, GL42478947, GL42478973, GL42531272, GL42532073, GL42532222, GL42591516, GL43172978, GL43172998, GL43173408, GL43195296, GL43514459, GL43514526, GL43618555, GL43670241, GL43800745, GL44394556, GL44663970, GL44792833, GL45627671, GL45628068, GL45761213, GL46859168, GL47321279, GL47538502, GL48620568, GL48677866, GL48940673, GL31354799, GL35742979, GL36033091, GL37421876, GL37452397, GL37501650, GL38038560, GL38040937, GL38156805, GL38198421, GL38395610, GL38739330, GL39056284, GL39150088, GL39192617, GL39230176, GL39248613, GL39300210, GL39309191, GL39330486, GL39350401, GL39412397, GL39432661, GL39597178, GL39600742, GL39626630, GL39693017, GL39704562, GL39731443, GL39746568, GL39774102, GL39783282, GL39784325, GL39804332, GL39876917, GL39892608, GL39909933, GL39917283, GL39932456, GL39940731, GL39950731, GL39981095, GL40007497, GL40028636, GL40030552, GL40038190, GL40047514, GL40048828, GL40120107, GL40203637, GL40204690, GL40252987, GL40259182, GL40275042, GL40275156, GL40313677, GL40315602, GL40320487, GL40322696, GL40388674, GL40388916, GL40391600, GL40426064, GL40430369, GL40501618, GL40503708, GL40528503, GL40537950, GL40665947, GL40680550, GL40707324, GL40713379, GL40713514, GL40772263, GL40859595, GL40862059, GL40885906, GL40902134, GL40911041, GL41031771, GL41193233, GL42356825, GL43528429, GL43529968, GL43988583, GL44189252, GL44189559, GL44805248, GL44805269, GL44805329, GL45290942, GL45291058, GL46114561, GL46115175, GL46115413, GL46148902, GL46148973, GL46149156, GL47537198, GL47630254, GL48123384, GL48125060, GL48154968, GL48157730, GL48158823, GL48162605, GL48169907, GL49295365, GL35909717, GL38144879, GL39405111, GL39630499, GL39658053, GL40082847, GL40094923, GL40341084, GL40361611, GL40806902, GL40841534, GL42250788, GL42252285, GL42252694, GL42253002, GL43534555, GL43556959, GL44577891, GL44823063, GL44826419, GL44826647, GL44826988, GL44827388, GL47051949, GL47052218, GL47053020, GL47053456, GL47053595, GL35928026, GL37559058, GL37995914, GL38497642, GL38525721, GL38559965, GL38879860, GL39025253, GL39139466, GL39547703, GL40566120, GL40737315, GL39327621, GL39356239, GL39813560, GL39883524, GL39893215, GL39999395, GL40010047, GL40240651, GL40269814, GL40275153, GL40550664, GL40874138, GL42330487, GL42330754, GL42377404, GL42730874, GL43184114, GL43516177, GL43534907, GL43584277, GL43949749, GL44394347, GL44479392, GL44589425, GL45484920, GL45497562, GL45743667, GL45753076, GL45973223, GL46005314, GL46413072, GL46866863, GL47035945, GL47069153, GL47835073, GL48013744, GL38490919, GL39832241, GL39847109, GL39850487, GL39856756, GL40099218, GL40122567, GL40612123, GL40778457, GL40782472, GL40783576, GL40842773, GL42254935, GL42348796, GL42470959, GL42750131, GL42817134, GL43256291, GL44259199, GL45821723, GL45945620, GL46576609, GL47106928, GL48215329, GL39216689, GL39222355, GL39288740, GL39310604, GL39373106, GL39388261, GL39786456, GL39820018, GL39831952, GL39850195, GL40454034, GL42338390, GL43453832, GL44457656, GL45612546, GL45979441, GL46935091, GL47029310, GL47370476, GL48078341, GL48207137, GL18692353, GL37897211, GL39412914, GL39414140, GL39415267, GL39433788, GL40028839, GL40035525, GL40078374, GL40262665, GL40275057, GL40341353, GL40361530, GL40601790, GL40702590, GL43001415, GL44133436, GL44169057, GL44401522, GL44628084, GL44660855, GL45891885, GL46136521, GL46523075, GL46769525, GL47045554, GL47183019, GL48252870, GL48291039, GL28144689, GL32508898, GL32524309, GL37311428, GL37469662, GL38175375, GL40234777, GL40248094, GL40340948, GL40361511, GL40500721, GL40510603, GL40782937, GL42051696, GL44390570, GL45461338, GL45965208, GL46456608, GL47369136, GL35859240, GL36909552, GL37881420, GL38426608, GL39045329, GL39960586, GL39960846, GL40078471, GL40094199, GL40187247, GL40234195, GL40248062, GL40399337, GL40420764, GL40438182, GL40627115, GL41000966, GL42114630, GL42115176, GL42331840, GL42331850, GL42331881, GL42396562, GL42589344, GL42603377, GL42796282, GL42806964, GL42808513, GL42852306, GL42916008, GL42971013, GL43042306, GL43114205, GL43519765, GL43642951, GL43811013, GL43811019, GL44008543, GL44232589, GL44473495, GL44555198, GL44556124, GL44556550, GL44781471, GL46061906, GL46143990, GL46144019, GL46144039, GL46144645, GL46445900, GL46747386, GL46749905, GL46941000, GL47032811, GL47123084, GL47307183, GL47307198, GL47605687, GL47920555, GL47921648, GL48071506, GL49055468, GL50956484, GL37085347, GL37142777, GL37337420, GL39527614, GL39560974, GL39840421, GL39850300, GL40266565, GL41721938, GL42493662, GL35385594, GL39639005, GL40090712, GL40122734, GL40199967, GL46015301, GL51443575, GL39494608, GL39517428, GL39525624, GL39559308, GL40378400, GL40380232, GL44462378, GL46161912, GL46686179, GL48220996, GL34961963, GL34987565, GL36347972, GL36368634, GL37530278, GL37568273, GL38078078, GL38290546, GL39448206, GL39469693, GL40278647, GL40282956, GL41476820, GL43758794, GL46168218, GL38158609, GL38713575, GL38844709, GL39018910, GL39193265, GL39589701, GL39612258, GL39730379, GL39761556, GL39770981, GL39774013, GL39836948, GL39839178, GL39862383, GL39868714, GL39893564, GL39893824, GL40017625, GL40019810, GL40057073, GL40201514, GL40203114, GL40207779, GL40232522, GL40248150, GL40266340, GL40275236, GL40352761, GL40387261, GL40391055, GL40409080, GL40487065, GL40498399, GL40685975, GL40819026, GL40830959, GL41285594, GL42821237, GL42821600, GL42850883, GL42942433, GL42971707, GL43042855, GL43050173, GL43050811, GL43051213, GL43051545, GL43112127, GL43112211, GL43274090, GL43287626, GL43537057, GL43842643, GL44332201, GL44493969, GL45447897, GL45533792, GL45534417, GL45686788, GL45687156, GL45687583, GL45687841, GL45688593, GL45739983, GL45746551, GL45869907, GL46039442, GL46042798, GL46054296, GL46329041, GL46448894, GL46449749, GL46752309, GL47028361, GL47058545, GL47059175, GL47060712, GL47060931, GL47061170, GL47072387, GL47086061, GL47097998, GL47100092, GL47237403, GL47406610, GL47406891, GL47430894, GL47913472, GL47940099, GL48623151, GL48626214, GL48626362, GL49087645, GL49087720, GL51157309, GL51889110, GL33035846, GL33899544, GL35763022, GL37519236, GL37916026, GL37947698, GL37953711, GL38833442, GL39185425, GL39274260, GL39280863, GL39286891, GL39309624, GL39337538, GL39361845, GL39388531, GL39540872, GL39804764, GL39836861, GL39999053, GL40009674, GL40063319, GL40064203, GL40088132, GL40088403, GL40095029, GL40095042, GL40111400, GL40131569, GL40148043, GL40151679, GL40306128, GL40938957, GL41619805, GL43242042, GL43404811, GL43963895, GL44283031, GL45071885, GL45591176, GL45828882, GL46965172, GL47159558, GL47159646, GL47222778, GL50939544, GL35614345, GL35860462, GL37857239, GL37866702, GL38035461, GL38411204, GL38491021, GL38990039, GL39779335, GL40182440, GL40287985, GL40358036, GL40358555, GL40958166, GL43540195, GL43540947, GL45681289, GL21857621, GL36498614, GL36798384, GL37141572, GL37659649, GL38008307, GL38086824, GL38414707, GL38425415, GL39012962, GL39253510, GL39259357, GL39281390, GL39298275, GL39416992, GL39435339, GL39501030, GL39501157, GL39513844, GL39531726, GL39744210, GL39769838, GL39841264, GL39851261, GL40147448, GL40178423, GL40210630, GL40236421, GL40237422, GL40374486, GL40393014, GL40396058, GL40406056, GL42449424, GL42510978, GL43607441, GL44118456, GL45140387, GL46223001, GL46982664, GL47028303, GL47028392, GL47043410, GL47044728, GL47377781, GL51424270, GL34274696, GL34359120, GL37884426, GL38145317, GL38544402, GL39238311, GL39241249, GL39627940, GL39652765, GL39655808, GL39660354, GL40055069, GL40115951, GL40123105, GL40255922, GL40275033, GL40332948, GL41705920, GL42234762, GL42322872, GL42322995, GL42790664, GL43042214, GL43734514, GL44317607, GL44652357, GL44652448, GL44840358, GL46524374, GL47651823, GL20468570, GL35735799, GL35799512, GL39275735, GL39281223, GL39322505, GL39353477, GL39933819, GL39950822, GL40017994, GL40022053, GL40039861, GL40060568, GL40067506, GL40167651, GL40174485, GL40174614, GL40189880, GL40191318, GL40205754, GL40209431, GL40218205, GL40233464, GL40342539, GL40423355, GL40716456, GL40765219, GL42272366, GL43707268, GL43734992, GL44333786, GL44713585, GL45083085, GL45655736, GL46203477, GL46265294, GL47115589, GL47613979, GL47934087, GL19477450, GL37105257, GL37700576, GL38912893, GL40082151, GL40122525, GL40384716, GL40391227, GL45152580, GL48290381, GL30734726, GL35389341, GL35954623, GL38796320, GL38996546, GL39374657, GL39389108, GL39742153, GL39767996, GL40377496, GL40393564, GL44910966, GL46059499, GL37075134, GL38006902, GL38199394, GL38213082, GL39463708, GL39470326, GL39754795, GL39772122, GL39801064, GL40039988, GL40042224, GL40067536, GL40067742, GL40100860, GL40110054, GL40122665, GL40123014, GL40359492, GL40376455, GL40393428, GL40459331, GL40535862, GL40596805, GL40597683, GL42772620, GL44290707, GL45599038, GL45895448, GL46974766, GL47304989, GL48458907, GL48462313, GL49414055, GL35858732, GL35909722, GL37164552, GL38151977, GL38280263, GL38554811, GL38725916, GL39149643, GL39382434, GL39386480, GL39633787, GL39660578, GL39757593, GL39766650, GL39775658, GL39903415, GL39966613, GL40032746, GL40239560, GL40240766, GL40308785, GL40353305, GL40366928, GL40390020, GL40391960, GL40470617, GL40594994, GL40607655, GL40957954, GL41316167, GL42332588, GL42803718, GL42893342, GL43523146, GL45105036, GL46033275, GL46317499, GL46792005, GL46890824, GL47559085, GL48926047, GL50919119, GL35344815, GL35972031, GL37481374, GL38280076, GL39870297, GL39893649, GL40027448, GL40036044, GL40184173, GL40184512, GL40327996, GL40911861, GL43669968, GL43670816, GL44640240, GL44640751, GL44710176, GL44712937, GL45793236, GL45904732, GL46373486, GL46404219, GL46404703, GL46874372, GL47028312, GL47030021, GL47087850, GL47174723, GL47923695, GL47923806.

অকশন (নিলাম) ''যেখানে যেরকমভাবে আছে'', ''যেমতাবস্থায় আছে'' এবং ''যা আছে'' ভিত্তিতে পরিচালনা করা হবে এবং আইআইএফএল উল্লিখিত সোনার অলংকারের গুণমান, বিশুদ্ধতা, ক্যারেটেজ, ওজন বা ভ্যালুয়েশনের বিষয়ে কোনো প্রতিনিধিত্ব বা ওয়ারেন্টি দেয় না। আইআইএফএল, কোনও পূর্ব নোটিশ ছাড়াই তার সম্পূর্ণ নিজস্ব বিবেচনার ভিত্তিতে, নিলাম তালিকা থেকে যে কোনও অ্যাকাউন্ট এবং কোনও কাজকে স্থগিত করতে পারে বা অপসারণ করতে পারে এবং তাই কোনও কারণ না জানিয়ে তারা যে কোনও একটি বা সমস্ত বিড বা অফার প্রত্যাখ্যান করতে পারে। খেলাপি করা ঋণগ্রহীতার বিবরণ, বন্ধক রাখা অলঙ্কার এবং অন্যান্য বিবরণ সংশ্লিষ্ট শাখায় প্রদর্শিত হয়েছে। খেলাপি ঋণগ্রহীতার(দের) কাছে সাম্প্রতিকতম সুদ এবং সমস্ত প্রযোজ্য চার্জ সহ সম্পূর্ণ বকেয়া পরিশোধ করার এবং এই নোটিশ প্রকাশের পরেও তাদের ঋণ অ্যাকাউন্ট বন্ধ করার বা সেটি নিয়মিত করার বিকল্প রয়েছে নিলামের তারিখ পর্যন্ত, কিন্তু এগুলি করতে ব্যর্থ হলে প্রতিশ্রুত নির্ধারিত সোনার অলঙ্কারগুলি বিক্রি করে দেওয়া হবে এবং বাকি বকেয়া (যদি থাকে) সুদ ও খরচ সহ আদায় করা হবে। তবে, এই প্রকাশনার পরে ক্লোজ বা রেগুলারাইজ করা লোন গুলোকে তাদের উপযুক্ত পাবলিকেশন চার্জ বহন করতে হবে। অকশনের অতিরিক্ত অর্থ ফেরতের জন্য ঋণগ্রহীতাদের তাদের লেটেস্ট ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টের বিবরণ জমা / আপডেট করার অনুরোধ করা হচ্ছে, যদি থাকে।

বিস্তারিত তথ্য ও শর্তাবলীর জন্য আইআইএফএল ফাইন্যান্স লিমিটেডের সংশ্লিষ্ট শাখা অফিসে যোগাযোগ করুন।

স্থান: কলকাতা
তারিখ: 17.07.2026

Sd/-
অনুমোদিত স্বাক্ষর
আইআইএফএল ফাইন্যান্স লিমিটেড

আলোই ঈশ্বরের প্রতিবিম্ব

দুরন্ত বার্তা

৩১ বর্ষ, দৈনিক ২২৬ সংখ্যা, শুক্রবার , ৩২ আষাঢ়, ১৪৩৩

চিত্তরঞ্জন দাশের কন্যা

শ্রীমতী বাসন্তী দেবীর অন্যতম এক সন্তান, দেশপ্রেমিকা, বিশিষ্ট কীর্তনশিল্পী, সাহিত্যসাধিকা এবং শ্রী সিদ্ধার্থ শঙ্কর রায়ের স্নেহময়ী জননীকে। তাঁর জীবন দেশপ্রেম, সংস্কৃতি ও আদর্শের এক অনন্য সমন্বয়ের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত হয়ে আজও আমাদের অনুপ্রাণিত করে। শ্রীমতী অপর্ণা দেবী (১৮৯৮,১৯৭৩) দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ ও শ্রীমতী বাসন্তী দেবীর অন্যতম এক সন্তান। তিনি ছিলেন বিশিষ্ট কীর্তন গায়িকা। কীর্তনের প্রথাগত শিক্ষা গ্রহণ করেন বিশিষ্ট কীর্তনীয়া শ্রী নবদ্বীপচন্দ্র ব্রজবাসীর কাছে। ১৯১৩ সালে নবদ্বীপচন্দ্র কলকাতায় এলে তাঁর শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন শ্রীমতী অপর্ণা দেবী এবং বিশিষ্ট রসবেত্তা রায়বাহাদুর খগেন্দ্রনাথ মিত্র। দেশবন্ধু ও শ্রীমতী বাসন্তী দেবীর আগ্রহেই কীর্তনে শ্রীমতী অপর্ণা দেবীর প্রবেশ। দেশের কাজে তিনি কীর্তনকে সঙ্গী করে অংশ নিয়েছিলেন। বিয়ের পর তাঁর স্বামী, ব্যারিস্টার শ্রী সুধীর রায় (১৮৮৯,১৯৪৪), শ্রীমতী অপর্ণা দেবীর সঙ্গে কীর্তনের প্রচার ও প্রসারের কাজে অংশ গ্রহণ করেন। ১৯৩৮ সালে কলকাতার রঞ্জন পাবলিশিং হাউজ থেকে শ্রী সুধীর রায় ও শ্রীমতী অপর্ণা দেবীর সম্পাদনায় ‘কীর্তন পদাবলী’ প্রকাশিত হয়। মেয়েদের মধ্যে কীর্তনকে আরও জনপ্রিয় করে তোলার লক্ষ্যে তিনি ‘ব্রজমাধুরী’ নামে একটি কীর্তন-দল গড়ে তোলেন। দীর্ঘদিন আকাশবাণীতে কীর্তন পরিবেশন করেন। পিতা দেশবন্ধুর একটি জীবনী, ‘মানুষ চিত্তরঞ্জন’, তিনি রচনা করেন; বইটি ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েটেড পাবলিশিং কোম্পানি লিমিটেড থেকে ৭ই শ্রাবণ ১৩৬১ (২৩শে জুলাই ১৯৫৪) প্রকাশিত হয়। উপর্যুক্ত তথ্যগুলি রাজীব চক্রবর্তী ও বিবেকানন্দ বিদ্যাবিকাশ পরিষদ, প্রচার-প্রসার বিভাগের সংকলিত তথ্যের ভিত্তিতে উপস্থাপিত। শ্রীমতী বিজয়া দেবী (রায়) তাঁর ‘আমাদের কথা’ (২০০৮) গ্রন্থে তাঁর দিদি, শ্রীমতী অপর্ণা দেবীকে নিয়ে স্মৃতিচারণ করতে গিয়ে উল্লেখ করেছেন যে, এক সময় তাঁর অসুস্থতার সংবাদে পরিবার গভীরভাবে বিচলিত হয়ে পড়েছিল। হাসপাতালে তাঁকে দেখতে গিয়ে তাঁর শারীরিক অবস্থার অবনতি সম্পর্কে জানা যায়। সেই সময়ে এটিও অনুভূত হয়েছিল যে, জীবনের অন্তিম পর্বে শ্রীমতী অপর্ণা দেবীর সবচেয়ে বড় তৃপ্তি ছিল; নিজের জ্যেষ্ঠ পুত্র সিদ্ধার্থ শঙ্কর রায়কে পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হতে দেখা। এই স্মৃতিচারণে ধরা পড়ে একজন মায়ের নিঃশব্দ গর্ব, সন্তানের প্রতি অগাধ বিশ্বাস এবং জীবনের অন্তিম প্রান্তে পৌঁছেও তাঁর গভীর তৃপ্তির অনুভূতি। একজন মুখ্যমন্ত্রীর জীবন ব্যক্তিগত অবকাশের নয়; তা মানুষের সেবা এবং রাষ্ট্র পরিচালনার গুরু দায়িত্বে নিবেদিত। তবুও একজন মায়ের কাছে সন্তানের নিষ্ঠা, কর্মস্পৃহা ও সাফল্যের সাক্ষী হয়ে ওঠার আনন্দই জীবনের অন্যতম শ্রেষ্ঠ আশীর্বাদ। শ্রীমতী অপর্ণা দেবী তাঁর জীবনের অন্তিম পর্বে নিজের জ্যেষ্ঠ পুত্রকে পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে রাজ্যের নেতৃত্ব দিতে দেখে যেতে পেরেছিলেন। একজন মায়ের কাছে এর চেয়ে বড় গর্ব, পরিতৃপ্তি ও আশীর্বাদ আর কী-ই বা হতে পারে! ১৯৭২ সালের মার্চ মাসে শ্রী সিদ্ধার্থ শঙ্কর রায় পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে শপথ গ্রহণ করেন।

সুকুমারী ভট্টাচার্য

সুকুমারী ভট্টাচার্যঞ্জ পুরাণের অন্দরমহল থেকে ইতিহাসের দরজা খুলে দেওয়া এক মনীষী। জন্ম গ্রহণ করেন ১২ জুলাই ১৯২১ সালে। নোবেলজয়ী অর্থনীতিবিদ অমর্ত্য সেন যাঁকে বলেছিলেন ‘আধুনিক যুগের গার্গী’ সেই জ্ঞানতপস্বিনী অধ্যাপকের নাম সুকুমারী ভট্টাচার্য। শুধু মেয়ে হবার কারণে অত্যন্ত মেধাবী ছাত্রী সুকুমারী দত্তের (ভট্টাচার্য) পক্ষে একসময় প্রেসিডেন্সি কলেজের ছাত্রী হওয়া সম্ভব হয়নি। কারণ সেসময় মেয়েদের ওই কলেজে পড়ার অধিকার ছিল না। অগত্যা তিনি ভর্তি হন ভিক্টোরিয়া কলেজে। শুধু ধর্মে খ্রিস্টান হওয়ার অপরাধে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতক-স্তরের ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে সর্বোচ্চ নম্বর পাওয়া সত্ত্বেও তাঁকে বঞ্চিত করা হয়েছিল ‘ঈশান স্কলারশিপ’ থেকে। এ বিষয়ে ঈশানচন্দ্র ঘোষের লিখিত নির্দেশ ছিল, বর্ণ হিন্দু ছাড়া এই স্কলারশিপ যেন আর কাউকে না দেওয়া হয়। অবশ্য তার পরিবর্তে ‘জুবিলি পোস্ট গ্র্যাজুয়েট স্কলারশিপ’ পেয়েছিলেন সুকুমারী। অন্যদিকে একজন খ্রিস্টান হয়ে সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্যে এমএ পড়তে চেয়েছিলেন বলে খোদ কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়েই তাঁকে নানা বাধার সম্মুখীন হতে হয়েছিল। ফলত বাধ্য হয়ে সংস্কৃতের পরিবর্তে ইংরেজি ভাষা ও সাহিত্যে সসম্মানে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি লাভ করেন তিনি। পরে নিজের প্রিয় বিষয় সংস্কৃতে এমএ পাশ করেছিলেন প্রাইভেটে। তিনি ছিলেন মাইকেল মধুসূদন দত্তের সুযোগ্য উত্তরসূরী। বাবা সরসীকুমার দত্ত, মা শান্তবালা দত্তের কন্যা, প্রেসিডেন্সি কলেজের ইংরেজি সাহিত্যের অধ্যাপক অমল ভট্টাচার্যকে বিয়ে করে হয়েছিলেন সুকুমারী ভট্টাচার্য। বাংলা ভাষায় পুরাণ নিয়ে লেখালেখি দীর্ঘদিন ধরে দুই প্রান্তে দুলেছে; একদিকে অন্ধ ভক্তি, অন্যদিকে সরল প্রত্যাখ্যান। এই দুই মেরুর বাইরে দাঁড়িয়ে যিনি পুরাণকে ইতিহাস, সমাজ, রাজনীতি এবং লিঙ্গ-সম্পর্কের আলোয় নতুন করে পড়তে শিখিয়েছিলেন, তিনি সুকুমারী ভট্টাচার্য। সুকুমারী ভট্টাচার্য ১৯২১ সালের ১২ জুলাই মেদিনীপুরে জন্ম নেওয়া সুকুমারী ভট্টাচার্য তাঁর গবেষণায় দেখিয়েছেন; মহাভারত কিংবা রামায়ণ শুধু দেবতা ও বীরের কাহিনি নয়; এগুলো ক্ষমতা, শ্রেণি, বর্ণ, লিঙ্গ এবং সমাজ-সংকটেরও আখ্যান। তাঁর লেখার সবচেয়ে বড় শক্তি ছিল নির্ভীকতা। তাই দ্রৌপদী, সীতা, গান্ধারী কিংবা কুন্তীর মতো চরিত্রদের তিনি নতুন দৃষ্টিতে বিচার করেছেন। তাঁদের জীবনকে তিনি কেবল আদর্শ নারী হিসেবে দেখেননি; বরং পিতৃতান্ত্রিক সমাজে আটকে পড়া মানুষ হিসেবে বুঝতে চেয়েছেন।

শ্রীশ্রীঅনুকূল ঠাকুর

ঠাকুর শ্রীশ্রীঅনুকূল বলতেন, ভালো কাজে ভালো ফল আসবে। খারাপ কাজে খারাপ ফল পাওয়া যাবে। তাই জন্য খারাপ কাজ করলে চলবে না। চাই ভালো কাজ করার মানসিকতা। ভালো কাজের মানসিকতা লোকেরা জগতে বেশি উন্নতি করতে পারে। তিনি মহান হন। তাকে সবাই সম্মান করতে থাকে। তিনি সর্বজনের কাছে প্রিয় হয়ে ওঠেন। মা ভবতারিনীর কাছ থেকে কাজ করার শক্তি চাইতে হবে। কাজ করার শক্তি গ্রহণ করে সারা দিন ধরে কাজ করে যেতে হবে। শরীরকে সুস্থ রেখে কাজ করতে হবে। সমাজের জন্য কাজ। দেশের জন্য কাজ।

মা সারদা দেবী

ভগিনী নিবেদিতা বলতেন, মায়ের প্রতি ভক্তি অবিচল হতে হবে। মায়ের আরাধনা করতে হবে। জাগাতে হবে মনের ভক্তিকে। মনের শক্তিকে। মনের শক্তি এবং ভক্তি জাগরিত হলে আর কোনও অপশক্তি আপনাকে পরাস্ত করতে পারবে না। সব অপশক্তি পরাস্ত হবে। ধন্য হয়ে উঠবে গোটা জগতটা। জ্ঞান অর্জন করতে হবে। জ্ঞানই ধন উপার্জন করতে সাহায্য করবে। যিনি জ্ঞানী তাদের ধন উপার্জন করতে আলাদা করে উদ্যোগী হতে হয় না। ধন আপনা থেকে তার কাছে এসে ধরা দিয়ে থাকে। জ্ঞানই ধন উপার্জনের পথটাকে খুলে দেয়। মনের শক্তিটাকে খুলে দিতে হয়। ঠাকুর রামকৃষ্ণদেব বলতেন, মানব ধর্ম হচ্ছে সবচেয়ে বড় ধর্ম। তার ওপরে আর কোনও ধর্ম নেই। গীতায় মানব ধর্মের কথা বলা হয়েছে। সেখানে বারবার একটি কথা বলা হচ্ছে অসৎ পথ পরিত্যাগ করে সৎ পথকে অবলম্বন করো। তাহলে জীবনকে রক্ষা করতে সক্ষম হবে। জীবন ধন্য হতে থাকবে। জীবনকে শক্তিশালী করতে হবে। তার জন্য মায়ের ধ্যান করতে হবে।

শিক্ষক ডিরোজিও বহিষ্কারের কারিগর রামকমল

রবীন্দ্র কুমার শীল

তৃতীয় পর্ব

এ সম্পর্কে প্যারীচাঁদ মিত্র হেয়ার জীবনীতে লেখেন, “It was at last proposed to established in 1828 or 1829, debating club, called the academic assocaition, at the house now occupied by the Wards' Institution.” ইয়ং বেঙ্গলের সদস্যরা যেভাবে হিন্দু ধর্মের বিরুদ্ধে মত প্রকাশ করতে শুরু করেছিল সেই খবরও দিয়েছিলেন। এর ফলে মাত্র ১৮ বছর বয়সে রাজনাথ লিভার রোগে আক্রান্ত হয়ে পড়েন। কালী মন্দিরে গিয়ে ইয়ং বেঙ্গলের বেশ কিছু সদস্যরা কালী ঠাকুরের দিকে তাকিয়ে বলতেন, ‘গুড মর্ণিং, ম্যাডাম।’ কালী ঠাকুর বলে কোনও প্রণাম বা নমস্কার করতো না। কালীকে দেবী বলে স্বীকার করতো না ইয়ং বেঙ্গলের সদস্যরা। এই সব খবর রামকলম সেন পেয়েছিলেন। তিনিও সুযোগের অপেক্ষা কর ছিলেন কী করে এই ইয়ং বেঙ্গলের ছাত্রদের কড়া হতে দমন করা যায়।

রামকলম সেন রাখতেন। তিনি হিন্দু কলেজের পাশে থাকতেন। ফলে হিন্দু কলেজের কোনও শিক্ষক এবং ছাত্ররা কি করছে সে খবর তিনি যেমন রাখতেন পাশাপাশি সেখানকার পড়াশুনা কতখানি এগিয়ে চলেছে সেই খবরও তিনি নিতেন। শিক্ষক ডিরোজিও যে কলেজের বাইরে ছাত্রদের নিয়ে আলোচনা সভার পাশাপাশি প্রচলিত সমাজ ব্যবস্থার কড়া সমালোচনা করতেন এবং ছাত্রদের উৎসাহিত করতেন হিন্দু ধর্মের কুসংস্কারের বিরুদ্ধে প্রকাশ্যে প্রতিবাদ করে ধর্মীয় গোড়ামি গুলোকে ধ্বংস করতে চেষ্টা করতেন। ইয়ংবেঙ্গলের সদস্য রাজনারায়ণ বোস নিজেই বলেছেন যে সেই সময়ে শিক্ষক ডিরোজিওর কথাকে মান্যতা দিতে গোরু মাংস এবং মুসলিম দোকান থেকে বিস্কুট কিনে খেতেন। যেসব ছাত্ররা এই সব খাদ্য গ্রহণ করতে তাদেরকে শুভেচ্ছা জানানো হতো। কৃষ্ণ মোহন এবং দক্ষিণারঞ্জন হিন্দু বাড়িতে গোরুর হাড় ছোঁড়ার ব্যাপারে অপরাধি হিসাবে চিহ্নিত হয়েছিলেন। রাধানথ সিকদার প্রতিদিন গোরুর মাংস খেতেন পাউরুটি এবং মাখন দিয়ে। সঙ্গে থাকতো ব্র্যান্ডি। রাজনারায়ণ বোসও রোজই ব্রাণ্ডি খেতেন। তাঁর পিতা পুত্র রাজনাথকে বাড়িতে বসেই মদ খাওয়ার অনুমতি

“Anglicism had engulfed the Young Bengl. They cut off their tradition moorings and were floating adrift. Western impact had brought this social and cultural disintegration. The Yound Bengal surrendered thier identity only to grasp the ape while the essence eluded them. The exogenous acculturation stood in the way of emotional integration and retarded the growth of national feelings. But this was way only a passing phase and it purged Bengali scociety of much of its superstition, religious bigotry, social taboos and constraints (Sekal ar Ekal, pp.34-35)” হিন্দু কলেজের রীতিনীতি বর্হিভূত ছাত্রদের এই আচরণকে সহ্য করতে পারেননি রামকমল এবং তাঁর সাথী রাধাকান্ত দেব। ফলে হিন্দু কলেজের ছাত্ররা যেভাবে তাদের হিন্দু ধর্ম বিরোধী আচারণ আচরণ করতে শুরু করেছে তা রামকলম সেনের কাছে হিন্দু কলেজ নীতি বিরোধী বলে মনে হয়েছিল। এই রকম যখন পরিস্থিতি তখন সেখানে আরও ঘি ফেলে আগুনের মাত্রা বাড়িয়ে দিলেন কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়।

হিন্দু কলেজ থেকে বের হয়ে ১৮২৯ সালে ১ নভেম্বর কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় ডেভিড হেয়ারের পটলডাঙ্গা স্কুলে শিক্ষক হলেন। সেখান তিনি ডেভিড হেয়ারের কথা মতো দুই বছরের জন্য শিক্ষকতা করার দায়িত্বভার গ্রহণ করেছিলেন। কিন্তু ডেভিড হেয়ার হিন্দু রক্ষণশীলদের চাপে পড়ে বাধ্য হয়ে কৃষ্ণমোহনকে স্কুল থেকে বহিস্কার করেন। অপরাধ কৃষ্ণমোহন (যদিও তিনি অনুপস্থিত ছিলেন) এবং তাঁর বন্ধুরা মিলিত হয়ে ২৩ আগস্ট ১৮৩১ সালে গোরুর মাংস এবং হাড় ছোড়ে ব্রাহ্মণ বাড়ি লক্ষ্য করে। এই ব্রাহ্মণ বাড়িতে বসবাস করতেন ভৈরবচন্দ্র চক্রবর্তী এবং শম্ভুচন্দ্র চক্রবর্তী। এই ঘটনা দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে। কৃষ্ণ মোহন এ ব্যাপারে কিছুই জানতে না। কিন্তু তাঁর বন্ধুরা এই কাণ্ড করার ফলে দোষটা গিয়ে কৃষ্ণমোহনের ঘাড়ে গিয়ে পড়ে। কৃষ্ণমোহন ভয়ে বাড়ি থেকে পালিয়ে ভাই ভুবন মোহনের বাড়িতে আশ্রয় গ্রহণ করেন। কিন্তু ভুবন মোহন শারীরিক নিগ্রহ এবং সামাজিক নিন্দার ভয়ে ভাই কৃষ্ণমোহনকে আশ্রয় দিতে রাজি হলেন না। কৃষ্ণমোহন বন্ধু দক্ষিণারঞ্জন মুখার্জির বাড়িতে আশ্রয় গ্রহণ করলেন। সেখানে একমাস বাদে দক্ষিণরাঞ্জনের পিতা কৃষ্ণমোহনকে বাড়িতে থাকতে দিলেন না। ফলে কৃষ্ণমোহন রেভারেন্ড আলেকজান্ডার ডাফের বাড়িতে আশ্রয় গ্রহণ করলেন। তখন ডাফ থাকতেন কলেজ স্কোয়ারের কাছে একটি বাড়িতে। সেখানে তিনি খ্রিষ্ট ধর্ম নিয়ে পড়াশুনা করতে শুরু করেন এবং ১৭ অক্টোবর ১৮৩২ সালে কৃষ্ণমোহন খ্রিস্ট ধর্ম গ্রহণ করলেন। ব্যাস! সারা কলকাতা জুড়ে আলোড়ন সৃষ্টি হয়ে গেল। গোড়া ব্রাহ্মণের ছেলে খ্রিষ্ট ধর্ম গ্রহণ করছে এই চাপটা হিন্দু সমাজ সহ্য করতে পারলো না।

১৮২৬ সালে হিন্দু কলেজের উচ্চ শ্রেণির শিক্ষক হিসাবে নিযুক্ত হলেন ডিরোজিও। তিনি সেখানে মাত্র ছয় বছর শিক্ষকতা করে ছিলেন। ডিরোজিও হিন্দু কলেজে শিক্ষক হয়েই গতানুগতিক শিক্ষা পদ্ধতির পরিবর্তন করে ইউরোপীয় দার্শনিকদের যুক্তবাদকে গ্রহণ করে ছাত্রদের শিক্ষা দিতে শুরু করলেন। ফলে চিরাচরিত শিক্ষা পদ্ধতি থেকে ছাত্ররা মুক্ত চিন্তার শিক্ষার পথ খুঁজে পেল। নতুন চিন্তাভাবনা ছাত্রদের মনে উদয় হতে শুরু করে। যুক্তিবাদের মধ্যে দিয়ে সব কিছুকে গ্রহণ করে নেওয়ার মানসিকতা তৈরি করতে শেখাল ডিরোজিওর ছাত্ররা। অন্ধভাবে প্রচলিত কোনও প্রথাকে গ্রহণ করে না দিয়ে যুক্তি বিচার দিয়ে সত্যকে আবিস্কার করে তাকে গ্রহণ করার বুদ্ধি ছাত্রদের দিতে থাকেন শিক্ষক ডিরোজিও।

ডিরোজিও ছাত্র রামগোপাল ঘোষ শিক্ষক ডিরোজিও শিক্ষা সম্পর্কে উল্লেখ করে বলেছিলেন, ‘যে বিচারবুদ্ধি প্রয়োগ করতে চায় না, সে সংস্কারাবদ্ধ। যে বিচারবুদ্ধি প্রয়োগ করতে পারে না, সে মুর্খ; আর যে বিচারবুদ্ধি প্রয়োগ করে না, সে দাস।’ কলকাতার এন্টালিতে ডিরোজিও বাড়িতে যাতায়াত ছিল ছাত্রদের। এদের মধ্যে কয়েকজন নিষিদ্ধ খাদ্য এবং পানীয়েও অভ্যস্ত হয়ে ওঠে। এর মধ্যে অল্প বয়সে দেখানোর প্রবণতা নিশ্চয় ছিল, কিন্তু সেই সঙ্গে ছিল চিরাচরিত প্রথার বিরুদ্ধে সরাসরি বিদ্রোহ ঘোষণা করার মতো সাহস ও আন্তরিকতা। কলেজ ম্যাগাজিনে মাধবচন্দ্র মল্লিক ঘোষ লিখে ছিলেন, ‘‘হিন্দু ধর্মকে আমরা ঘৃণা করি অন্তঃস্থল থেকে।’ রসিককৃষ্ণ মল্লিক আবার এক পা এগিয়ে সেই সময়ে বলেন, ‘‘ আমি গঙ্গার পবিত্রতায় বিশ্বাস করি না।’’ ওই সময়ে হিন্দু কলেজের অফিস-কর্মচারী হরমোহন চট্টো পাধ্যায় উক্তি করেছিলেন, ‘‘ ওরা প্রত্যেকেই ছিল সত্যের পুজারি।’ ১৮২৮ সালে ডিরোজিও আকাদেমি অ্যাসোসিয়েশন’ বিতর্ক সভায় সদগুণ ও বদভ্যাস, দেশপ্রেম, ঈশ্বরের অস্তিত্বের পক্ষে বিপক্ষে, মূর্তিপুজো ও পুরোহিত তন্ত্রের ক্ষতিকর দিকগুলো নিয়ে আলোচনা হত। অধিবেশন সবাপতিত্ব করতেন ডিরোজিও। ১৮৩০ সালে ২৫ ফেব্রুয়ারি হিন্দু কলেজের ছাত্ররা প্রকাশ করলেন ‘পার্থেনন’ পত্রিকা (শিবনাথ শাস্ত্রীর মতে ‘এথেনিয়াম’) । এই পত্রিকাই বাংলায় প্রথম ছাত্রদের দ্বারা প্রকাশিত পত্রিকা বলে গ্রহণ করা হয়ে থাকে। এই পত্রিকায় স্ত্রী শিক্ষা, সুলভে ন্যায়বিচার পাওয়ার প্রয়োজনীয়তা, কুসংস্কারের সর্বনাশা প্রভাব ইত্যাদি বিষয় নিয়ে আলোচনা প্রকাশিত হত। ‘জন্মসূত্রে হিন্দু কিন্তু শিক্ষাসূত্রে ইউরোপীয়’ এই মুখপত্রটির দুটি সংখ্যা প্রকাশিত হওয়ার পর কলেজের ভিজিটর এইচ এইচ উইলসনের নির্দেশে প্রকাশনা বন্ধ করে দিতে হয়। ডেভিড হেয়ারে সঙ্গে কথা বলে ডিরোজিও হিন্দু কলেজে অধিবিদ্যা নিয়ে কয়েকটি ভাষণ দেন। প্রায় চারশো জন তরুণ উপস্থিত ছিল সেই ভাষণ শুনতে। এই রকম পরিস্থিতিতে র‍্যাডিক্যাল মনোভাবের একটা জোয়ার মাথা চাড়া দিয়ে উঠতে শুরু করে। ১৮৩০ সালে ১২ ফেব্রুয়ারি ‘ইণ্ডিয়া গেজেট’ পত্রিকায় প্রাচীন কাল থেকে শুরু করে আধুনিক যুগ পর্যন্ত সময়কালের অজস্র ঐতিহাসিক নজির উদ্ধৃত করে সেই সময়কার উপনিবেশ স্থাপন কর্মসূচির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানান হিন্দু কলেজের জনৈক ছাত্র। ফলে হিন্দু ধর্ম গেল গেল রব উঠতে থাকে (ক্রমশ)

ব্রাহ্মধর্ম গ্রহণ করায় ঠাকুর বাড়িতে দুর্গাপুজো বন্ধ হয়ে গেল

রামরতন দাস

কলকাতার জোড়াসাঁকো ঠাকুর বাড়িটি ১৭৮৪ সালে নীলমণি ঠাকুর নির্মাণ করেছিলেন। নীলমণি ঠাকুরের বাবা জয়রাম ঠাকুরের হাত ধরে ঠাকুর পরিবারের পথ চলা শুরু। জয়রাম ঠাকুর প্রথমদিকে ছিলেন চন্দননগরে ফরাসিদের বানিয়া এবং পরবর্তীতে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির বানিয়া। যার ফলস্বরূপ প্রচুর টাকা তিনি উপার্জন করেছিলেন। নীলমণি ঠাকুর ১৭৬৫ সালে ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর দেওয়ান হিসাবে নিযুক্ত হন এবং পরে রাজস্ব আদায়ের জন্য উড়িষ্যার কালে কটরের সেরেস্তাদার পদ পান। ভ্রাতৃবিবাদের ফলে নীলমণি ঠাকুর বাড়ি থেকে শালগ্রাম শিলা নিয়ে বেরিয়ে যান। কলিকাতার তদানীন্তন ধনী ও শেঠ বংশীয় বৈষ্ণবদাস শেঠ মহাশয় নীলমণি ঠাকুরকে এই জমি দান করেন। সেই জমিতে তৈরি করলেন সুরম্য বাড়িটি। যা কালক্রমে পরিচিত হয়ে উঠলো জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়ি নামে। ১৭৮৪ সালে জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়িতে দুর্গাপূজার সূচনা হয়েছিল নীলমণি ঠাকুরের হাত ধরে। নীলমণি ঠাকুর দুর্গাপূজার সূচনা করলেও তা সবচেয়ে জাঁকজমকপূর্ণ হয়ে উঠে নীলমণি ঠাকুরের পৌত্র প্রিন্স দ্বারকানাথ ঠাকুরের আমলে। প্রিন্স দ্বারকানাথ ঠাকুরের সময়ে জোড়াসাঁকো ঠাকুর বাড়ির পূজা ছিল কলকাতার মধ্যে সবথেকে জাঁকজমকপূর্ণ পূজা। জোড়াসাঁকোর দুর্গা প্রতিমা তৈরি হত গঙ্গার তীরের মাটি দিয়ে। প্রিন্স দ্বারকানাথ ঠাকুর মহালয়ার দিন মুক্ত আকাশে ছেড়ে দিতেন শঙ্খচিল।

প্রিন্স দ্বারকানাথ ঠাকুর দুর্গা পূজা উপলক্ষে বাড়ির সব কর্মচারীদের পোশাক কেনার জন্য টাকা দিতেন। পূজা উপলক্ষে বাড়ির সবার জন্য কেনা হত প্রতিদিনের জন্য আলাদা করে পোশাক। ঠাকুর বাড়ির দুর্গাপূজায় দেবীকে দুবেলা বেনারসি শাড়ি দিয়ে মোড়ানো হত। দেবীর মাথায় থাকত সোনার মুকুট এবং পায়ে থাকত সোনার নুপুর। দেবীর গায়ে থাকত নানা স্বর্ণালঙ্কার। সেই সময়ে দেবীর ভোগ দেওয়া হত রাজসিক ভাবে। মোট ৫১ রকমের ভোগ হত। সোনার থালা ও বাটিতে ভোগ দেওয়া হত। ঠাকুর পরিবার বৈষ্ণব হওয়ার জন্য পশু বলি হত না, তার জায়গায় কুমড়ো বলি হত।

এই পুজো দেখার জন্য কলকাতার নানান প্রান্ত থেকে মানুষজন আসতেন। পুজোর সময় ঠাকুর বাড়ির দ্বার সবার জন্য উন্মুক্ত ছিল। প্রিন্স দ্বারকানাথ ঠাকুর নিজে হাতে পত্র লিখে কলকাতার বিশিষ্টজন এবং উচ্চপদস্থ ইংরেজদের আমন্ত্রণ জানাতেন। আমন্ত্রণ পত্রে লেখা হত দ্বারকানাথের পিতা রামমণি ঠাকুরের নামে। পুজো শেষ হত নবমীর রাতে। দশমীর দিন হত মায়ের বিসর্জন। এদিন জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়ি থেকে কৈলাসের উদ্দেশ্য উড়িয়ে দেওয়া হত নীলকণ্ঠ পাখি। বিশ্বাস ছিল, এই নীলকণ্ঠ পাখি কৈলাসে গিয়ে দেবাদিদেব মহাদেবকে পার্বতী আগমন বার্তা জানিয়ে দেবে। এই দিন সন্ধ্যায় শোভাযাত্রা সহকারে দেবীকে গঙ্গার উদ্দেশ্য নিয়ে যেতেন ঠাকুর বাড়ির সদস্যরা।

বিসর্জনের পর বাড়ি ফিরে শুরু হত বিসর্জনের পরবর্তী অনুষ্ঠান। রাতে চলত গানের জলসা। কলকাতার বিখ্যাত বাইজি ও ওস্তাদের সুরের ঝঙ্কারে মেতে উঠতো সারা জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়ি। এই সময় আয়োজন করা হত যাত্রার।

সেই জোড়াসাঁকো ঠাকুর বাড়ির আমূল পরিবর্তন ঘটে গেল রাজা রামমোহন রায়ের হাত ধরে। প্রিন্স দ্বারকানাথ ঠাকুর রাজা রামমোহন রায়ের বন্ধু। রাজা রামমোহন রায় যখন সতীদাহ প্রথা বিরুদ্ধে সংগ্রাম করার ভাবনা চিন্তা করতে শুরু করেছিলেন তখন তিনি স্বয়ং প্রিন্স দ্বারকানাথ ঠাকুরের কাছে সতীদাহ প্রথা রোধ করার জন্য যে সংগ্রাম তিনি শুরু করেছেন তাকে সমর্থন করার আবেদন করলেন। প্রিন্স দ্বারকানাথ ঠাকুর রাজা রামমোহন রায়কে এই বিষয়ে সহযোগিতার করার আশ্বাস দিয়েছিলেন। পরে রাজা রামমোহন রায় অনুভব করতে পারলেন যে হিন্দু ধর্মের মধ্যে থেকে সতীদাহ প্রথা থেকে শুরু করে যেসব কুসংস্কার রয়েছে তাকে বিতারিত করতে গেলে একটি নতুন ধর্ম সৃষ্টি করতে হবে। সেখানে ধর্মীয় কোনও অনাচার থাকবে না। মুক্ত কণ্ঠে ঈশ্বর সাধনা করা পথ খোলা থাকবে। সেই ধর্ম প্রতিষ্ঠা করতে পারলে তবেই হিন্দু ধর্মের কুসংস্কারের বিরুদ্ধে লড়াই করা সম্ভব হবে। নতুন ভাবনা নিয়ে রাজা রামমোহন রায় ধর্ম সৃষ্টি করলেন সেই ধর্মের নাম হল ব্রাহ্ম ধর্ম। কোনও পুরোহিত থাকবে না। কোনও পূজার প্রচলন থাকবে না। কেবলমাত্র ঈশ্বরের নামগানের মধ্যে গিয়ে ঈশ্বর সাধনা থাকবে। কোনও ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠান থাকবে না। কেবল মাত্র মানুষকে সম্মানিত করে ঈশ্বর সাধনাকে প্রাধান্য দিতে হবে। মানুষ হবে ঈশ্বর। মানবতাবাদকে ঈশ্বর বলে গ্রহণ করে নেওয়া হবে। প্রিন্স দ্বারকানাথ ঠাকুর ব্রাহ্ম ধর্মে নিলেন। ফল ঠাকুর বাড়িতে দুর্গা পুজো বন্ধ হয়ে গেল।

পরমতসহিষ্ণু সমাজ গড়তে চেয়েছিলেন কবিগুরু

কৌশিক দাস

রবীন্দ্রনাথ চেয়েছেন পরমতসহিষ্ণু সমাজ। অনেকেই ভাবেন রাবীন্দ্রিকতা মানে নরম-সরম বিষয়-আশয়, পেলবতা। নাচ-গান-ফুল-পাখি। এ ভাবনা ভুল। এমনকী রবীন্দ্রনাথের লেখায় কুসমির দাদামশাইয়ের যে ভদ্রলোকপনা, ভালোমানুষগিরির কথা আছে, রবীন্দ্রনাথ তেমনও নন। কুসমির দাদামশাই ছিলেন বেজায় ভদ্রলোক, অত্যন্ত ভাল মানুষ। ছোটবেলার বন্ধু পাঁচকড়ি দাদামশাইয়ের সোনার কলম আর সিল্কের ছাতা তাঁর চোখের সামনেই নিয়ে পালিয়ে গেল। দাদামশাই ভদ্রলোক বলে চুপটি করে রইলেন। দাদামশাইয়ের আরেক বন্ধু তাঁর প্রিয় ব্রাউনিংয়ের কবিতার বই নিয়ে চলে গেল। বইখানি সেই গুণধরবন্ধু বাজারে বিক্রিও করে দিল। দাদামশাই তাঁর নিজের বই আবার পয়সা দিয়ে কিনে লুকিয়ে রাখলেন লাইব্রেরিতে, পাছে তাঁর সেই গুণধর বন্ধু টের পায় দাদামশাই জেনেছেন তাঁর কীর্তি। দাদামশাই এমনই ভালমানুষ যে সহ্য করেন চুরি-জোচ্চুরি। যাঁরা চোর তাঁদের ভদ্রতাবশত কিচ্ছুটি বলেন না।

বাস্তবে কিন্তু রবীন্দ্রনাথ এই কুসমির দাদামশাইয়ের মতো ভাল মানুষীতে বিশ্বাসী নন। ফুল-লতা-পাতার কাল্পনিক জগতেও তিনি বুঁদ হয়ে ডুবে থাকেন না। বরং বলেন, অন্যায় যে করে আর অন্যায় যে সহ্য করে তাঁর মতে দু'পক্ষই সমান অপরাধী। অন্যায় সহ্য করাকে সহনশীলতা বলে না, সহিষ্ণুতাও বলা চলে না। নিজের কাজ দিয়েই সে কথা তিনি বুঝিয়ে দেন। ইংরেজরা বঙ্গভঙ্গের পরিকল্পনা করছেন, দুই বাঙালিকে তাঁরা আলাদা করে দিতে চান। রবীন্দ্রনাথ পথে নামেন। গান গাইতে গাইতে রাখী পরিয়ে দেন। জালিয়ান ওয়ালাবাগে ভারতীয়দের উপর নির্বিচারে গুলি চালানো হল। পঞ্জাবি ভাইদের সেই দুঃখের দিনে রবীন্দ্রনাথ সরব। নাইটহুড ত্যাগ করে চিঠি পাঠালেন। সাহেব মাস্টারমশাই নেটিভ ছাত্রদের সঙ্গে দুর্ব্যবহার করছেন। উত্তেজিত ছাত্ররা প্রতিক্রিয়াবশত কিছু করলে

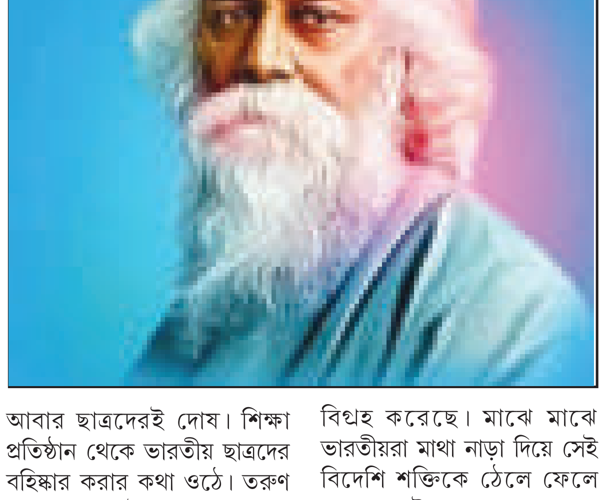

আবার ছাত্রদেরই দোষ। শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে ভারতীয় ছাত্রদের বহিষ্কার করার কথা ওঠে। তরুণ সুভাষচন্দ্রের উপর নেমে আসে শাস্তির খড়্গ। রবীন্দ্রনাথ তা সইবেন কেন? সুভাষের পক্ষ নেন তিনি, ছাত্রদের পক্ষ নেন। মহাত্মা গাঁধীর সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের সম্পর্ক সখ্য ও শ্রদ্ধার। তবু মহাত্মার সব কথা নির্বিচারে সহ্য করার পাত্র কবি নন। মহাত্মা চরকা কাটার কথা বলেন, কবি মনে করেন এ নিছক যান্ত্রিকতা। নিজের মত স্পষ্ট করে বলেন। কবি ও মহাত্মার তর্ক চলে চরকা নিয়ে। এই যে নিজের মত স্পষ্ট করে বলছেন, অন্যায়ের প্রতিবাদ করছেন রবীন্দ্রনাথ, এর মানে এই নয় যে ক্রমাগত তর্ক-বিতর্কের আলো নিজের দিকে টেনে আনাই তাঁর অভিরুচি। মোটেই নয় তা। বঙ্গভঙ্গের সময় প্রত্যক্ষ রাজনীতির সঙ্গে কিছু দিন সম্পর্ক ছিল তাঁর, তারপর নিজেকে প্রত্যক্ষ রাজনীতি থেকে প্রত্যাহার করে নিচ্ছেন। রাজনৈতিক প্রতিবাদ প্রয়োজনে তিনি করেন, তবে বিশ্বাস করেন রাজনীতি তাঁর পথ নয়, রাষ্ট্রনির্মাণ তাঁর উদ্দেশ্য নয়। তিনি মনে করেন ভারতবর্ষের ইতিহাসের দুটি ধারা। একটি বাইরের। সেই বাইরের ইতিহাসে বিদেশির অংশ বেশি, তারা রাজ্যশাসন করেছে, যুদ্ধ-বিগ্রহ করেছে। মাঝে মাঝে ভারতীয়রা মাথা নাড়া দিয়ে সেই বিদেশি শক্তিকে ঠেলে ফেলে দেওয়ার চেষ্টা করেছে। কয়েক বার সফলও হয়েছে। তবু সেই বাইরের ইতিহাস যা ‘রাষ্ট্রিক সাধনা’ তা ভারতের সাধারণ মানুষের সাধনা নয়। ইতিহাসের ভেতরের আরেক রূপ আছে। সেই রূপ রাষ্ট্রের থেকে সমাজকে গুরুত্ব দেয় বেশি। সেই সমাজে নানা ধর্মের, নানা বর্ণের মানুষ মিলেমিশে গেছে। এই মিলমিশের কাণ্ড সাহেবরা, ছোট রাজনৈতিক মতলববাজ ইংরেজরা, এ দেশে আসার আগেই ঘটেছিল। সেই মিলমিশের ক্ষেত্রে রাষ্ট্র ও রাজন্যবর্গের ভূমিকা তেমন ছিল না বললেই চলে। এই মিলমিশের ক্ষেত্রটি তৈরি করেছিল জনসাধারণের সমাজ। ইংরেজরা এ দেশে এসে তাই যখনই রাজনীতির মতলব থেকে এই মিলমিশের সমাজে বিভেদ তৈরি করতে চান তখনই সেই পলিটিক্যাল মতলবের বিরুদ্ধে রবীন্দ্রনাথ সরব হন। আর উনিশ-বিশ শতকের আধুনিক ভারতবাসীকে এই মিলমিশের সামাজিকতা সম্বন্ধে সচেতন করে তোলেন। এই সমাজ কী ভাবে গড়া যায় সে কথা ভাবেন। এই সামাজিক মিলমিশ কী ভাবে সম্ভব? কবি মনে করেন মিলমিশের জন্য একে অপরকে জানা চাই। একের সঙ্গে অপরের কথা বলা চাই। প্রত্যক্ষ রাজনীতি থেকে নিজেকে প্রত্যাহার করে নেওয়ার পর রবীন্দ্রনাথ চেয়েছেন একের সঙ্গে অপরের সংলাপে গড়ে উঠুক পরমতসহিষ্ণু সমাজ। এক মানুষ অন্য মানুষকে গ্রহণ করুক। একদিনে তো এমন মিল হবে না, সাধনা করতে হবে। রবীন্দ্রনাথের গোরা সে তো জীবনের প্রথম পর্বে উগ্র হিন্দু, জাত-পাত মেনে উগ্র ভঙ্গিতে সনাতন ধর্মের পক্ষে কথা বলে সে। কী একরোখা! তারপর এক অন্য সময় এল গোরার জীবনে। কলকাতার উচ্চবিত্ত আশ্রয় ছেড়ে সে গ্রামের পথে দেশ চিনতে গেল। আর সেখানে সে দেখল হিন্দু বিত্তশালীরা দরিদ্র মুসলমানদের নির্যাতন করছে। এই বাস্তব অভিজ্ঞতা গোরার হিন্দুয়ানি কবলিত মনকে বদলে দিল। তার হিঁদুয়ানির উগ্রতা উধাও হল। উদার সহনশীলতায় দীক্ষা নিল সে। তার সমাজে হিন্দু-মুসলমান-খ্রিস্টানের আর ভেদ রইল না। পাঁচিল ঘেরা যে ইস্কুলে ছাত্র-শিক্ষকেরা পাঁচিলের বাইরের লোকদের ব্রাত্য বলে মনে করত, একদিন সেই ইস্কুলের আচার্যই দলবল নিয়ে পাঁচিল দিলেন ভেঙে। অচলায়তন নাটকের এই মূল ভাবনাটি রবীন্দ্রনাথ তাঁর নিজের ইস্কুলে পালন করতে চেয়েছিলেন। গড়ে তুলেছিলেন ব্রতীবালকদের দল। এই বালকেরা গ্রামে গ্রামে যেত, গ্রামকে চিনত। রবীন্দ্রনাথের এই সামাজিকতার সাধনায় অর্থনীতির ভূমিকাও ছিল গুরুত্বপূর্ণ। তিনি মনে করতেন যক্ষের মতো কেউ যদি বিপুল সম্পদ জমিয়ে রাখে তা হলে সামাজিক অসাম্য তৈরি হবে। তাই চাইতেন তিনি সম্পদের সামাজিকতা; ব্যক্তিমানুষ, গোষ্ঠীগত মানুষ স্বীকার করে নেবেন সম্পদের সামাজিক দায়িত্ব।

৫৫ তম ইসকন রথের সূচনায় পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু

রবীন্দ্রকুমার শীল

কলকাতার ইসকন রথ বিশেষ স্থান অধিকার করে নিয়েছে। এ বছর এই রথ ৫৫ তম বছরে পদার্পণ করল। এ বছর কলকাতার ইসকন রথের শুভ উদ্বোধন করেন পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। তিনি এই রথের রশি এবং সোনার ছাঁটা দিয়ে রাস্তা পরিস্কার করে রথ যাত্রার শুভসূচনা করেন। তিনি বলেন, কলকাতার একটি ঐতিহ্য রয়েছে। ইসকন সংস্থাও আন্তর্জাতিক কৃষ্ণ চর্চার স্থান। সেখান থেকে রথ বের হওয়াতে পশ্চিমবঙ্গের মানুষের মনে ভক্ত রসের উচ্ছ্বাস দেখতে পাওয়া যায়। এদিন ভোর চারটে থেকে কলকাতার ইসকন রথ যাত্রা উপলক্ষ্যে ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠান

শুরু হয়ে যায়। শ্রীশ্রী রাধাগোবিন্দ, শ্রীশ্রী জগন্নাথ, বলদেব ও সুভদ্রা মহারাণীর শুভ মঙ্গল আরতি হয়। তারপরে হরিনাম জপ, গুরুপূজা, শ্রীল প্রভুপাদের পাহাণ্ডি বিজয়। শ্রীল প্রভুপাদকে মন্দির থেকে নিয়ে গিয়ে শ্রী বলদেবের রথে অধিষ্ঠিত করা হয়। শ্রীশ্রী রাধাগোবিন্দ, শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু এবং শ্রীশ্রী জগন্নাথ, বলদেব ও সুভদ্রা মহারাণীর শুভ দর্শন ও আরতি হয়। পাহাণ্ডি বিজয় অনুষ্ঠান ছিল। প্রথমে শ্রী সুদর্শন চক্র, এরপর শ্রী বলদেব, তারপর শ্রীমতী সুভদ্রা মহারাণী এবং সর্বশেষে শ্রী জগন্নাথদেবকে গর্ভগৃহ থেকে এনে নিজ নিজ রথে অধিষ্ঠিত করা হয়। রথে অধিষ্ঠিত হওয়ার পর শ্রীশ্রী জগন্নাথ, বলদেব ও সুভদ্রা মহারাণীর পূজা, আরতি ও ভোগ নিবেদন অনুষ্ঠিত হয়। পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী মহাশয় মন্দিরে প্রবেশ করে শ্রীশ্রী রাধাগোবিন্দের দর্শন ও আরতি করেন। এরপর শ্রীশ্রী জগন্নাথদেবের রথের সামনে এসে দর্শন ও আরতি করেন। তিনি কলকাতার ৫৫তম রথযাত্রা উপলক্ষে সংক্ষিপ্ত বক্তব্য রাখেন। শ্রীক্ষেত্র পুরীর ঐতিহ্য অনুসারে যেমন গজপতি মহারাজ সোনার ঝাড়ু দিয়ে রথের সম্মুখে ছেঁড়া পাহাড়া সেবা সম্পাদন করেন, তদ্রূপ মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী সোনার ঝাড়ু দিয়ে রথের সম্মুখে প্রতীকী ঝাড়ু প্রদান করে রথের রশি টান দিয়ে রথযাত্রার শুভ সূচনা করেন।

(ছবি ঃ বুদ্ধদেব মিশ্র)

সিয়ারশোল রাজবাড়ির ১৯০ বছরের রথ টেনে শুভ সূচনা করলেন মন্ত্রী অগ্নিমিত্রা পাল

নিজস্ব প্রতিনিধি, আসানসোল, ১৬ জুলাই ঃ রথযাত্রার শুভক্ষণে আসানসোলের রানীগঞ্জের

সিয়ারশোল রাজবাড়ির ১৯০ বছরের রথ টেনে শুভ সূচনা করলেন মন্ত্রী অগ্নিমিত্রা পাল ও মন্ত্রী অজয় পোদ্দার। মানুষের ঢল নামল রাজবাড়ি চত্বরে। মহাসমারোহে শুরু হল আসানসোলের সিয়ারশোল রাজবাড়ির ঐতিহাসিক রথযাত্রা। এদিন উৎসবের উদ্বোধন করে অগ্নিমিত্রা পাল বলেন, রথযাত্রা এর আগেও হয়েছে। কিন্তু মানুষ ভয়ের পরিবেশে ছিল। আজকে নতুন সরকার আসার পর, ভয়হীন ভাবে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর উৎসাহে উৎসবে মেতেছেন সর্বস্তরের মানুষ। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি বলেছেন ভয় আউট, ভরসা ইন। আজ সেই মেজাজেই পালিত হচ্ছে রথযাত্রা। দামোদর চন্দ্র জিয়ুর আশীর্বাদে সকলের ভাল হোক চাই। শিল্পাঞ্চলের প্রাচীন ঐতিহ্যকে সাক্ষী রেখেই ধুমধামের সঙ্গে শুরু হল সিয়ারসোল রাজবাড়ির ঐতিহাসিক রথযাত্রা। ১৮৩৬ সালে জমিদার গোবিন্দপ্রসাদ পণ্ডিতের উদ্যোগে শুরু হওয়া এই রথযাত্রা ঘিরে মানুষের আবেগ চোখে পড়ার মতো। সকাল থেকেই নেমেছে মানুষের ঢল। ১৯২২ সালে মাহেশের আদলে তৈরি ৩৫ ফুট উঁচু পিতলের এই ঐতিহ্যবাহী রথে আসীন হন মালিয়া পরিবারের কুলদেবতা দামোদর চন্দ্র জিউ। নতুন রাজবাড়ি থেকে ৫০০ মিটার দূরে পুরনো রাজবাড়ি পর্যন্ত রথ টেনে নিয়ে যান অগণিত পুণ্যার্থী। রাজবাড়ির পাশাপাশি বর্তমানে এই উৎসবের সামগ্রিক পরিচালনায় রয়েছে সিয়ারশোল স্পোর্টস অ্যান্ড কালচারাল অ্যাসোসিয়েশন। রথযাত্রা উপলক্ষ্যে এলাকায় বসেছে প্রাচীন ও ঐতিহ্যবাহী মেলা। আগামী কয়েকদিন ধরে চলবে রথযাত্রার উৎসব। নবম দিনে সাঙ্গ হবে এই উৎসব, উদ্‌যাপিত হবে উল্টোরথ। এদিকে বাংলার জেলায় জেলায় যেমন রথযাত্রার উৎসবে মেতেছেন মানুষ, ঠিক তেমনই দেশ জুড়ে আজ পালিত হচ্ছে রথ। মাহেশ থেকে মহিষাদল, ইস্কন, সর্বত্রই উৎসবের মেজাজে মানুষ পথে নেমেছেন জগন্নাথ-বলরাম-সুভদ্রার সঙ্গে। পুরীতে আজ মহা ধুমধামের সঙ্গে ধর্মীয় উৎসাহ-আবেগের মধ্য দিয়ে পালিত হচ্ছে পবিত্র পুরী রথযাত্রা। ভগবান জগন্নাথ, বলভদ্র, দেবী সুভদ্রা এবং সুদর্শন তাঁদের নিজ নিজ রথে চড়ে বার্ষিক গুণ্ডিচা মন্দির যাত্রা শুরু করবেন আর কিছুক্ষণেই। এটানা ভারী বৃষ্টি অব্যাহত থাকলেও রথযাত্রার শোভাযাত্রা দেখতে ইতিমধ্যেই হাজার হাজার ভক্ত ভিড় জমিয়েছেন। উৎসব নির্বিঘ্নে সম্পন্ন করতে ওড়িশা রাজ্য সরকারও ব্যাপক নিরাপত্তা ও প্রশাসনিক ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে। শুরু হয়ে গিয়েছে দিনের আচার-অনুষ্ঠান। সবমিলিয়ে সর্বত্রই আজ দেশ জুড়ে উৎসবের মেজাজ।

ভারী বৃষ্টি পাহাড়ে, ক্ষতিগ্রস্ত ১০ নম্বর জাতীয় সড়ক! বিপর্যস্ত জনজীবন

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ১৬ জুলাই ঃ উত্তরবঙ্গের পাহাড়জুড়ে প্রবল বর্ষণ। টানা এই বৃষ্টির জেরে পাহাড়ের একাধিক এলাকায় জনজীবন বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে। এদিকে, সিকিমের লাইফলাইন হিসেবে পরিচিত ১০ নম্বর জাতীয় সড়কের পরিস্থিতিও অত্যন্ত উদ্বেগজনক। সিকিমের বরদাং এলাকায় ১০ নম্বর জাতীয় সড়কে নতুন করে ধস নেমেছে। যুদ্ধকালীন তৎপরতায় রাস্তা থেকে ধস সরানোর কাজ চালাচ্ছে স্থানীয় প্রশাসন। স্থানীয় সূত্রে খবর, প্রবল বৃষ্টির জেরে বৃদ্ধি পেয়েছে বিভিন্ন নদীর জলস্তর। বৃহস্পতিবার সকালের বৃষ্টির পর পাগলাঝোরা জলপ্রপাতের ভয়ঙ্কর চেহারা দেখে আতঙ্কিত হয়ে পড়েন স্থানীয় বাসিন্দারা। তীব্র জলোচ্ছাসের কারণে নিরাপত্তার স্বার্থে ১১০ নম্বর জাতীয় সড়কে যান চলাচল নিয়ন্ত্রণ করা হচ্ছে। পাহাড়ে বৃষ্টির পূর্বাভাস থাকায় পর্যটকদের অত্যন্ত সতর্কভাবে যাতায়াত করার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। ধসপ্রবণ এলাকাগুলোতে বিপর্যয় মোকাবিলা বাহিনীকে মোতায়েন রাখা হয়েছে। অন্যদিকে, জলমগ্ন শিলিগুড়ির বিস্তীর্ণ এলাকা। বৃহস্পতিবার সকালে আচমকা এই দুর্যোগে চরম ভোগান্তির শিকার হলেন শিলিগুড়ির বাসিন্দারা। বিপুল বৃষ্টির জেরে তিস্তা এবং মহানন্দার জলস্তর অনেকটা বেড়ে গেছে। নদী তীরবর্তী এলাকার বাসিন্দাদের বাড়তি সতর্ক থাকতে বলা হয়েছে স্থানীয় প্রশাসনের তরফে। আবহাওয়া দফতরের যে পূর্বাভাস ছিল, তাতে বৃহস্পতিবার উত্তরবঙ্গে বৃষ্টির সম্ভাবনা থাকলেও ভারী বা অতিভারী বৃষ্টির সতর্কবার্তা ছিল না। কিন্তু এদিন সকালে আচমকাই আকাশ কালো করে প্রবল বৃষ্টি শুরু হয় শিলিগুড়ি ও সংলগ্ন এলাকায়। আবহাওয়া দফতরের রেকর্ড অনুযায়ী, শিলিগুড়িতে এদিন সকালের দিকে মাত্র কয়েক ঘণ্টায় বিপুল পরিমাণ বৃষ্টিপাত হয়েছে। এই বৃষ্টিপাতের জেরেই এদিন বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে এখানকার জনজীবন।

হুমায়ুন কবীর এবং অভিষেক ব্যানার্জিকে এখন ‘বাঁচিয়ে’ রাখা হবে দাবি করলেন অধীর

মিঠুন হালদার, মুর্শিদাবাদ, ১৬ জুলাই ঃ মুর্শিদাবাদের হুমায়ুন কবীরের প্রস্তাবিত বাবরি মসজিদ কোনওদিন হবে না অথচ এই বিষয়টিকে আগামী লোকসভা নির্বাচন অর্থাৎ ২০২৯ সাল পর্যন্ত ‘বাঁচিয়ে’ রাখা হবে। বৃহস্পতিবার বহরমপুরে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে এমনই দাবি করলেন প্রাক্তন প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি তথা বহরমপুর লোকসভা কেন্দ্রের প্রাক্তন সাংসদ অধীর চৌধুরী। আজ সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে অধীর চৌধুরী দাবি করেন হুমায়ুন কবীর এবং অভিষেক ব্যানার্জি এই দু'জনেরই কিছু হবে না অথচ দুজনকে ‘জিওল মাছের’ মতো ‘বাঁচিয়ে’ রাখা হবে। প্রাক্তন কংগ্রেস সাংসদ বলেন, রাজ্যে তৃণমূলের জমানায় বিভিন্ন রাজনৈতিক নেতা নিজেদের দল ছেড়ে তৃণমূলে যোগদান করে বলতো ‘উন্নয়নের স্বার্থে’ তাঁরা তৃণমূলে যোগদান করেছেন। এখন তৃণমূল ছেড়ে বিদ্রোহী শিবিরে যাঁরা যোগদান করছেন তাঁরা অভিষেক ব্যানার্জিকে ‘বলির পাঁঠা’ করেছেন। অথচ অভিষেক ব্যানার্জির কিছু হবে না ! তাঁকে ‘বাঁচিয়ে’ রাখা হবে, তবেই না তাঁকে গালিগালাজ করা যাবে। ‘জিওল’ মাছের মত অভিষেক ব্যানার্জি এবং আমার জেলার হুমায়ুনভাইকে বাঁচিয়ে রাখা হবে, কিছুই করা হবে না এদের। অধীর চৌধুরী আজ ফের একবার দাবি করেন, মসজিদ একটার জায়গায় হাজারটা হতে পারে। কিন্তু বাবরি নামে এবং বাবরি নামকে সামনে রেখে কোনও

মসজিদ হবে না। বাবরি মসজিদে ইট পড়বে, দেওয়াল হবে, টুকটাক দু-একটা কাজ হবে কিন্তু মসজিদ কোনওদিন নির্মাণ হবে না। বাবরি নামে মসজিদ হওয়া অসম্ভব কারণ বিজেপি দল ক্ষমতায় এসেছে বাবরি মসজিদ ধ্বংস করে, রাম মন্দির বানিয়ে। প্রাক্তন এই কংগ্রেস সাংসদ বলেন, দিল্লিতে বিজেপি সরকার ক্ষমতায় রয়েছে, এখন বাংলাতেও বিজেপি সরকার। দু'টো ইঞ্জিন গর গর করে চলছে। সেখানে অন্য কোনও ‘মামু’কে বাবরি মসজিদ করতে দিলে বিজেপির বাজার খারাপ হয়ে যাবে। অধীর চৌধুরী বলেন, এত অভিযোগ থাকা সত্ত্বেও খোকাবাবুকে কিছু করছে না এবং করবে না। তেমনই আমাদের বাবরি মসজিদের নায়ককেও কিছু হবে না। কারণ তারা জানে কতদিন পর্যন্ত এদেরকে ‘বাঁচিয়ে’ রাখতে হবে। অন্যদিকে দিল্লিতে বিরোধী শিবিরের জাতীয় স্তরের সমস্ত কর্মসূচিতে দলীয় সাংসদদের থাকার জন্য মমতা ব্যানার্জির নির্দেশ প্রসঙ্গে মন্তব্য করতে গিয়ে অধীর চৌধুরী বলেন, বাঁচার জন্য যেটা ওঁর করতে হচ্ছে। এটা থেকে একটা জিনিস পরিষ্কার রাহুল গান্ধী এবং সনিয়া গান্ধী ছাড়া তাঁর আর অন্য কোন গত্যান্তর নেই। অন্যদিকে বৃহস্পতিবার সকাল থেকে রাজ্য জুড়ে বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, মাদ্রাসা এবং বেসরকারি হাসপাতালে ইডি-র তল্লাশি অভিযান সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে অধীর চৌধুরী বলেন, প্রতিদিনই তল্লাশি চলছে। তল্লাশি চলছে তো চলছেই। ও দেখে আর কী লাভ রয়েছে?

রামপুরহাট স্টেশনে ভুয়ো টিটিই গ্রেপ্তার করলেন পূর্ব রেলের আরপিএফ

কলকাতা, ১৬ জুলাই ঃ মধ্যরাতের এক রোমাঞ্চকর অভিযানে পূর্ব রেলওয়ের সুরক্ষা বল (RPF) রামপুরহাট রেলওয়ে স্টেশনে এক অভিনব ছদ্মবেশের প্রতারণা চক্র নস্যাৎ করেছে এবং ট্রাভেলিং টিকিট পরীক্ষক সেজে থাকা এক ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করেছে। গত ১৫ জুলাই, ২০২৬ তারিখের গভীর রাতে এই নাটকীয় ঘটনাটি ঘটে।

রাত প্রায় ৩.১৫ মিনিট নাগাদ, ১ নম্বর প্ল্যাটফর্মে টহল দেওয়ার সময় একজন সতর্ক অ্যাসিস্ট্যান্ট সাব-ইন্সপেক্টর এক ব্যক্তিকে সন্দেহজনকভাবে ঘোরাঘুরি করতে দেখেন। জিজ্ঞাসাবাদ করা হলে, ওই ব্যক্তি নিজেকে শিয়ালদহ ডিভিশনের একজন কর্মরত টিটিই বলে দাবি করেন এবং একটি লেমিনেট করা রেলের পরিচয়পত্রও দেখান। তবে, তীক্ষ্ণ দৃষ্টিসম্পন্ন এএসআই পরিচয়পত্রটিতে কিছু অসঙ্গতি লক্ষ করেন এবং আরও পুঙ্খানুপুঙ্খ জিজ্ঞাসাবাদের জন্য সন্দেহভাজন ব্যক্তিকে অবিলম্বে চিফ টিকিট ইন্সপেক্টর -এর অফিসে নিয়ে যান। তীব্র জিজ্ঞাসাবাদের মুখে সন্দেহভাজনের আসল রূপটি পুরোপুরি প্রকাশ পেয়ে যায়। তার পরিচয় জানা গেছে আর্যদীপ সাহা নামে, যিনি পশ্চিমবঙ্গের উত্তর ২৪ পরগনার বাসিন্দা। তিনি স্বীকার করেছেন যে সে রেলের কোনো প্রকৃত কর্মচারী নয় এবং সে কর্তব্যরত আধিকারিকের ছদ্মবেশে শিয়ালদহ থেকে গৌড় এক্সপ্রেসে (১৩১৫৩ আপ) উঠেছিল এবং তারপর রামপুরহাটে নেমেছিল। তার জিনিসপত্র পুঙ্খানুপুঙ্খ তল্লাশি করে ডিজিটাল যুগের এক প্রতারণার সরঞ্জাম উদ্ধার করা হয়েছে, যার মধ্যে রয়েছে তাকে টিকিট কালেক্টর এবং টিটিই হিসেবে দর্শানো দুটি জাল রেলওয়ে পরিচয়পত্র, তার ভ্রমণের জন্য তৈরি একটি জাল টিকিট চেকিং অথরিটি লেটার, দুটি এটিএম কার্ড, নগদ টাকা সহ একটি বেগুনি রঙের মানিব্যাগ এবং একটি ৫জি স্মার্টফোন, যা বিভিন্ন স্টেশনে তার টিকিট পরীক্ষা করার রেকর্ড রাখতে ব্যবহৃত হতো। এক চাঞ্চল্যকর তথ্যে অভিযুক্ত স্বীকার করেছে যে, সে তার অত্যন্ত বিশ্বাসযোগ্য এই জাল নথিপত্র এবং পরিচয়পত্রগুলি ডিজাইন ও তৈরি করতে উন্নত এআই টুলের সাহায্য নিয়েছিল। আরপিএফ আধিকারিকরা ভিডিওগ্রাফির মাধ্যমে এই সমস্ত আপত্তিকর জিনিসপত্র বাজেয়াপ্ত করার পর শিয়ালদহ ও হাওড়া সদর দপ্তরের সাথে যোগাযোগ করেন, যা আনুষ্ঠানিকভাবে নিশ্চিত করে যে তাদের বেতন তালিকায় এই নামের কোনো টিটিই নেই। এরপর কঠোর আইনি ব্যবস্থার জন্য ধৃত ব্যক্তিকে বাজেয়াপ্ত জিনিসপত্র সহ সাঁইথিয়ার গভর্নমেন্ট রেলওয়ে পুলিশ-র কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে।

মর্মান্তিক দুর্ঘটনা, দিঘা যাওয়ার পথে লরির ধাক্কায় মৃত ৪! শোকের ছায়া

নিজস্ব প্রতিনিধি, পূর্ব মেদিনীপুর, ১৬ জুলাইঃ রথযাত্রার পুণ্য তিথিতে সকালবেলাতেই পূর্ব মেদিনীপুরের দিঘা যাওয়ার পথে নন্দকুমারের ১১৬বি জাতীয় সড়কের হেঁড়িয়া এলাকায় একটি যাত্রীবাহী বাসের পিছনে লরির ধাক্কায় মৃত্যু হল চার জনের। আহত হয়েছেন আরও অন্তত দু'জন। মৃতদের মধ্যে রয়েছেন বাসের মালিক, চালক এবং দুই হেল্পার। স্থানীয় ও পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, বৃহস্পতিবার সকালে যাত্রীবোঝাই বাসটি কলকাতা থেকে দিঘার উদ্দেশে রওনা দিয়েছিল। কিন্তু হেঁড়িয়া এলাকায় পৌঁছানোর পর মাঝরাস্তায় বাসটি আচমকা খারাপ হয়ে যায়। বিপত্তি এড়াতে চালক যাত্রীদের বাস থেকে নামিয়ে দেন এবং রাস্তার পাশে বাসটি দাঁড় করিয়ে মেরামতির কাজ শুরু করেন। সেই সময়ই পিছন থেকে আসা একটি দ্রুতগামী দিঘাগামী লরি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে সজোরে ধাক্কা মারে দাঁড়িয়ে থাকা বাসটির পিছনে। বিকট আওয়াজ শুনে ছুটে আসেন স্থানীয় বাসিন্দারা। তারাই দ্রুত পুলিশে খবর দেন। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছায় খেজুরি থানার পুলিশ। স্থানীয় বাসিন্দা ও পুলিশের তৎপরতায় আহতদের উদ্ধার করে তমলুকের তাম্রলিপ্ত গভর্নমেন্ট মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে চিকিৎসকরা চার জনকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। বাকি আহতদের চিকিৎসা চলছে হাসপাতালে। পুলিশ জানিয়েছে, মৃত চারজনই বাসের কর্মী ও মালিক। নিহতরা

হলেন শিবব্রত পট্টনায়েক (৫৯), তপন দাস (৪৪), অশোক মাইতি এবং শুভদীপ মণ্ডল। দুর্ঘটনার পর থেকেই ঘাতক লরিটির চালক পলাতক। পুলিশ লরিটিকে আটক করেছে এবং চালকের খোঁজে তল্লাশি শুরু করেছে। এই দুর্ঘটনার জেরে ১১৬বি জাতীয় সড়কে সাময়িকভাবে তীব্র যানজটের সৃষ্টি হয়। পরে পুলিশের তৎপরতায় দুর্ঘটনাকবলিত গাড়ি দুটিকে সরিয়ে নিয়ে গেলে পরিস্থিতি স্বাভাবিক হয়। রথের দিন সকালেই এই মর্মান্তিক দুর্ঘটনায় গোটা এলাকায় গভীর শোকের ছায়া নেমে এসেছে।

শর্টকাটের চেয়ে জীবন বড়ঃ রেললাইন পারাপারের নীরব বিপদের বিরুদ্ধে পূর্ব রেলের লড়াই

কলকাতা, ১৬ জুলাই ঃ সকালের সাধারণ ব্যস্ততার কথা ভাবুন। মাত্র কয়েকটা মিনিট বাঁচানোর জন্য একজন যাত্রী ফুট ওভারব্রিজ ব্যবহার

না করে রেললাইনের ওপর দিয়ে একটা চটজলদি শর্টকাট নেওয়ার সিদ্ধান্ত নিলেন। মাত্র কয়েক সেকেন্ডে নেওয়া একটি সিদ্ধান্ত, কিন্তু এটি এমন এক সিদ্ধান্ত যা প্রায়শই পেছনে ফেলে যাওয়া একটি পরিবারের জন্য সারা জীবনের কান্না হয়ে দাঁড়ায়। রেললাইন হলো দ্রুত পরিবহনের পথ, পথচারীদের হাঁটার রাস্তা নয়। তা সত্ত্বেও, প্রতিদিনের এই বেআইনি পারাপার বা অনুপ্রবেশ একটি মারাত্মক বিপদ হিসেবে রয়ে গেছে। ট্রেনের দৈনিক সময়সূচির পেছনে লুকিয়ে রয়েছে রেললাইনে এড়ানো সম্ভব এমন দুর্ঘটনা, জখম এবং প্রাণহানির এক উদ্বেগজনক বাস্তব চিত্র। স্টেশন সুপারিনটেনডেন্টদের কাছ থেকে রেল প্রোটেকশন ফোর্স দ্বারা সংকলিত সর্বশেষ পরিসংখ্যান অনুযায়ী, পূর্ব রেল জুড়ে বেআইনিভাবে রেললাইন পারাপারের ফলে হাজার হাজার অস্বাভাবিক ঘটনা ঘটেছে। ২০১৫ সালে, পুরো জোন জুড়ে ২,৩৯৪ টি রেললাইন পারাপারের ঘটনা নথিবদ্ধ করা হয়েছে, যার ফলে ২,০৩৮ জনের মৃত্যু হয়েছে এবং ৩৫৯ জন আহত হয়েছেন। এই দুঃখজনক প্রবণতা ২০২৬ সালেও বজায় রয়েছে, যেখানে শুধুমাত্র জুন মাস পর্যন্ত পূর্ব রেল ইতিমধ্যেই ১,১৪৪ টি রেললাইন পারাপারের ঘটনা প্রত্যক্ষ করেছে, যার মধ্যে ১,০০১ জন প্রাণ হারিয়েছেন এবং ১৪৭ জন আহত হয়েছেন। তথ্য থেকে জানা যায় যে, এই মর্মান্তিক ঘটনাগুলির সিংহভাগই অত্যন্ত জনাকীর্ণ শিয়ালদহ ও হাওড়া ডিভিশনে কেন্দ্রীভূত, যদিও সমস্ত অঞ্চলই এর দ্বারা প্রভাবিত হচ্ছে। ২০২৫ সালের ডিভিশন-ভিত্তিক পরিসংখ্যানের বিশদ বিবরণ এই সমস্যার বিশাল পরিধিকে তুলে ধরে। ২০২৫ সালের মধ্যে, শিয়ালদহ ডিভিশনে সবচেয়ে বেশি ক্ষয়ক্ষতি রেকর্ড করা হয়েছে, যেখানে ১,১০৮ টি ঘটনা ঘটে এবং এর ফলে ৯৩৩ জনের মৃত্যু ও ১৭৫ জন আহত হন। এর ঠিক পরেই হাওড়া ডিভিশনে ৭৪৫টি ঘটনা ঘটে, যার ফলে ৬২০ জনের মৃত্যু এবং ১২৮ জন আহত হন। অন্যদিকে, আসানসোল ডিভিশনে ৩১৮টি ঘটনা নথিবদ্ধ হয়, যা ২৭৮ জনের মৃত্যু এবং ৪০ জনের আহত হওয়ার কারণ হয়ে দাঁড়ায়, এবং মালদা ডিভিশনে ২২৩টি ঘটনা নথিভুক্ত হয়, যার ফলে ২০৭ জনের মৃত্যু এবং ১৬ জন আহত হন। এই সংকটজনক পরিস্থিতি ২০২৬ সালেও অব্যাহত ছিল, যেখানে জুন মাস পর্যন্ত উল্লেখযোগ্য সংখ্যা রেকর্ড করা হয়েছে। শিয়ালদহ ডিভিশনে ৫২৯ টি ঘটনা নথিভুক্ত হয়েছে, যার ফলে ৪৬৩ জনের মৃত্যু এবং ৬৬ জন আহত হয়েছেন। হাওড়া ডিভিশনে ৩৪৮ টি ঘটনা দেখা গেছে, যার ফলে ৩০৪ জনের মৃত্যু এবং ৪৭ জন আহত হয়েছেন। এছাড়া, আসানসোল ডিভিশনে ১৬৩টি ঘটনা নথিবদ্ধ হয়েছে, যার ফলে ১৪১ জনের মৃত্যু এবং ২৩ জন আহত হয়েছেন, এবং মালদা ডিভিশনে ১০৪ টি ঘটনা রেকর্ড করা হয়েছে, যার ফলে ৯৩ জনের মৃত্যু এবং ১১ জন আহত হয়েছেন। পূর্ব রেলের জেনারেল ম্যানেজার মিলিন্দ দেওস্করের গতিশীল নেতৃত্বে, প্রশাসন এই চলমান সংকট মোকাবিলায় জোন জুড়ে একটি নিরলস অভিযান শুরু করেছে। উচ্চ-ঝুঁকিপূর্ণ স্টেশনগুলিতে ব্যাপক জনসচেতনতামূলক প্রচার চালানো থেকে শুরু করে ঝুঁকিপূর্ণ পারাপারের স্থানগুলি কঠোরভাবে পর্যবেক্ষণ করা-পূর্ব রেল নেটওয়ার্ককে আরও নিরাপদ এবং সম্পূর্ণভাবে অনুপ্রবেশ-মুক্ত করতে সক্রিয়ভাবে কাজ করছে। স্টেশন কর্তৃপক্ষের পাশাপাশি নিরাপত্তা শাখাগুলি যাত্রীদের রেললাইনে হাঁটার বিপদ সম্পর্কে ক্রমাগত সচেতন করছে এবং এই বিষয়ের ওপর জোর দিচ্ছে যে, একটি শর্টকাট কখনোই একটি জীবনের চেয়ে মূল্যবান হতে পারে না। মানুষকে তাদের জীবন ঝুঁকির মধ্যে ফেলা থেকে বিরত রাখতে, পূর্ব রেলওয়ে আইনের ১৪৭ নম্বর ধারার অধীনে আইন কঠোরভাবে প্রয়োগ করছে, যা বেআইনি অনুপ্রবেশ এবং অনুপ্রবেশ বন্ধ করার নির্দেশ অমান্য করার বিষয়টিকে অন্তর্ভুক্ত করে। এই আইনটি যে কোনও ব্যক্তির জন্য প্রযোজ্য যিনি অনুমতি ছাড়াই রেলওয়ে চত্বরের কোনও অননুমোদিত অংশে প্রবেশ করেন এবং অনুরোধ করার পরেও চলে যেতে অস্বীকার করেন। একটি বৈধ যাত্রী এলাকার অপব্যবহারের জন্য, লঙ্ঘনকারীদের ৫০০ টাকা জরিমানা করা হয় এবং এই জরিমানা অনাদায়ে ৩ মাস পর্যন্ত কারাদণ্ড বা ৫,০০০ টাকা পর্যন্ত জরিমানা হতে পারে। রেললাইন এবং ইয়ার্ডের মতো অ-যাত্রী জোনে অবৈধ প্রবেশের জন্য শাস্তি আরও কঠোর, যেখানে অপরাধীদের ৩ মাস পর্যন্ত কারাদণ্ড, ৫,০০০ টাকা পর্যন্ত জরিমানা বা উভয় দণ্ডই হতে পারে। তদুপরি, বিশেষ পরিস্থিতি ছাড়া এই অপরাধের জন্য ন্যূনতম ১ মাসের জেল বা ২,০০০ টাকা জরিমানা বাধ্যতামূলক। পরিস্থিতির গুরুত্ব সম্পর্কে বলতে গিয়ে, পূর্ব রেলের মুখ্য জনসংযোগ আধিকারিক শিবরাম মাঝি জনসাধারণের কাছে একটি আন্তরিক আবেদন জানিয়ে বলেছেন যে, রেললাইনে হারিয়ে যাওয়া প্রতিটি জীবন একটি গভীর ট্র্যাজেডি যা একটি পরিবারকে চিরতরে ধ্বংস করে দেয়। তিনি উল্লেখ করেন যে, রেললাইন পার হয়ে কয়েক সেকেন্ড বাঁচানো এমন একটি জুয়া খেলা যেখানে ঝুঁকির পরিমাণ অনেক বেশি। তিনি জোর দিয়ে বলেন যে, জেনারেল ম্যানেজারের নির্দেশনায় রেল সচেতনতা বৃদ্ধি থেকে শুরু করে আইন প্রয়োগে জোরদার করা পর্যন্ত এই ঘটনা থামাতে তার সাধ্যমতো সবকিছু করছে। পরিশেষে, যেহেতু নিরাপত্তা নিজের থেকে শুরু হয়, তাই তিনি প্রত্যেকের কাছে তাদের জীবনের মূল্য দেওয়ার, রেলওয়েকে সহযোগিতা করার এবং সর্বদা নিরাপদে পারাপারের জন্য ফুট ওভারব্রিজ ও সাবওয়ে ব্যবহার করার আন্তরিক আবেদন জানান।

ভাগলপুর ও রাঁচির মধ্যে শ্রাবণী মেলা স্পেশাল ট্রেন চালাবে রেলওয়ে

কলকাতা, ১৬ জুলাই ঃ শ্রাবণী মেলা চলাকালীন যাত্রীদের অতিরিক্ত ভিড় সামাল দিতে রেলওয়ে রাঁচি ও ভাগলপুরের মধ্যে বিশেষ ট্রেন চালানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছে। ০৮৬৯০ রাঁচি - ভাগলপুর দ্বি-সাপ্তাহিক শ্রাবণী মেলা স্পেশাল (রাজাবেড়া হয়ে) ২৬.০৭.২০২৬ থেকে ০৯.০৯.২০২৬ তারিখের মধ্যে প্রতি রবিবার ও বুধবার (মোট ১৪টি ট্রিপ) ১৭.৪০-এ রাঁচি থেকে ছাড়বে এবং পরদিন ০৬৩০-এ ভাগলপুরে পৌঁছাবে। একইভাবে, ০৮৬৮৯ ভাগলপুর- রাঁচি দ্বি-সাপ্তাহিক শ্রাবণী মেলা স্পেশাল (রাজাবেড়া হয়ে) ২৭.০৭.২০২৬ থেকে ১০.০৯.২০২৬ তারিখের মধ্যে প্রতি সোমবার ও বৃহস্পতিবার (মোট ১৪ টি ট্রিপ) ০৯.১০-এ ভাগলপুর থেকে ছাড়বে এবং ওই দিনই ২২.২০-এ রাঁচিতে পৌঁছাবে। যাত্রাপথে উভয় দিকেই ট্রেনটি পূর্ব রেলের আওতাধীন সুলতানগঞ্জ, জামালপুর ও অভয়পুর স্টেশনে থামবে। এই ট্রেনে সাধারণ দ্বিতীয় শ্রেণি, স্লিপার ক্লাস এবং শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত কামরার ব্যবস্থা থাকবে। ০৮৬৪৬ রাঁচি - ভাগলপুর দ্বি-সাপ্তাহিক শ্রাবণী মেলা স্পেশাল (বারকাকানা হয়ে) ২৭.০৭.২০২৬ থেকে ১১.০৯.২০২৬ তারিখের মধ্যে প্রতি সোমবার ও শুক্রবার (মোট ১৪টি ট্রিপ) ১৭.৩০-এ রাঁচি থেকে ছাড়বে এবং পরদিন ০৬.৩০- এ ভাগলপুরে পৌঁছাবে। একইভাবে, ০৮৬৪৫ ভাগলপুর - রাঁচি দ্বি- সাপ্তাহিক শ্রাবণী মেলা স্পেশাল (বারকাকানা হয়ে) ২৮.০৭.২০২৬ থেকে ১২.০৯.২০২৬ তারিখের মধ্যে প্রতি মঙ্গলবার ও শনিবার (মোট ১৪টি ট্রিপ) ০৯.১০-এ ভাগলপুর থেকে ছাড়বে এবং ২১.৪০-এ রাঁচিতে পৌঁছাবে। একই দিনে। যাত্রাপথে ট্রেনটি পূর্ব রেলের আওতাধীন সুলতানগঞ্জ, জামালপুর ও অভয়পুর স্টেশনে উভয় দিকেই থামবে। এই ট্রেনে সাধারণ দ্বিতীয় শ্রেণি, স্লিপার শ্রেণি এবং শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত (এসি) কামরার ব্যবস্থা থাকবে। উল্লিখিত বিশেষ ট্রেনগুলোর বুকিং শুরুর তারিখ শীঘ্রই জানানো হবে।

মালদা বিমানবন্দরে রানওয়ে সম্প্রসারণের সম্ভাবনা খতিয়ে দেখল প্রশাসন

নিজস্ব প্রতিনিধি, মালদা, ১৬ জুলাই ঃ মালদা বিমানবন্দরে রানওয়ে সম্প্রসারণের সম্ভাবনা কতটা, বৃহস্পতিবার তা খতিয়ে দেখল রাজ্য প্রশাসন। এ দিন মালদা বিমানবন্দর চত্বরে জমি সমীক্ষা করেন রাজ্যের ভূমি ও ভূমি সংস্কার এবং পরিবহণ দফতরের কর্তারা। ছিলেন মালদার জেলাশাসকের দফতরের আধিকারিকেরাও। বর্তমানে মালদায় ১৩৫০ মিটার দীর্ঘ রানওয়ে রয়েছে। সেটা আরও ১১৫০ মিটার বৃদ্ধি করার পরিকল্পনা রয়েছে প্রশাসনের। প্রাথমিক সমীক্ষার পর মনে করা হচ্ছে যে, বিমানবন্দর সম্প্রসারণের জন্য আরও ৫৮.৮৫ একর জমি লাগবে। প্রশাসনিক সূত্রে খবর, দেশের বিভিন্ন ছোট শহরগুলিতে যোগাযোগ ব্যবস্থা আরও জোরদার করতে কেন্দ্র যে উদ্যোগী হয়েছে, এই পদক্ষেপ তারই অঙ্গ।

নোটিস

আমাদের সম্মানিত গ্রাহকদের, দালালদের এবং জনসাধারণকে জানাতে চাই যে আমরা বর্তমানে দুর্গাপুরে অবস্থিত আমাদের শাখা অফিস একতলা, সিটি রেসিডেন্সি, সিটি সেন্টার, শহীদ ক্ষুদিরাম, সরণি, দুর্গাপুর, জেলা পশ্চিম বর্ধমান, পিন কোড - 713216, পশ্চিম বঙ্গ থেকে নীচে দেওয়া একটি নতুন স্থানে স্থানান্তরিত করছি। এই স্থানান্তরিত শাখাটি পরিষেবার জন্য 2 থেকে 3 মাসের মধ্যে খোলা হবে। আপনাদের অনুরোধ যে আপনারা এটি নোট করে রাখুন এবং স্থানান্তরিত শাখা অফিসের জন্য আমাদের ওয়েবসাইট www.icicilombard.com দেখুন বা IL take care অ্যাপ ডাউনলোড করুন যাতে পুনর্নবীকরণ এবং দাবি সম্পর্কিত সহায়তা সহ আপনার পলিসির জন্য উপলব্ধ পরিষেবাগুলি উপলব্ধ করা যায়।

নতুন ঠিকানা (স্থানান্তরিত)
2য় তলা, ভিডিও প্লাজা, সিটি সেন্টার সরণি, দুর্গাপুর, জেলা পশ্চিম বর্ধমান, পিন কোড - 713216, পশ্চিম বঙ্গ।

পুরোনো ঠিকানা (বন্ধ)
একতলা, সিটি রেসিডেন্সি, সিটি সেন্টার, শহীদ ক্ষুদিরাম, সরণি, দুর্গাপুর, জেলা পশ্চিম বর্ধমান, পিন কোড - 713216, পশ্চিম বঙ্গ।

আইসিআইসিআই লোম্বার্ড জেনারেল ইনসিওরেন্স কোম্পানী লিমিটেড-এর জন্য

সংশ্লিষ্ট সকলকে এই বিষয়ে মনে রাখবার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে।

অনুমোদিত স্বাক্ষরকারী

ICICI Lombard GENERAL INSURANCE

কর্পোরেট ঠিকানা: আইসিআইসিআই লোম্বার্ড জেনারেল ইনসিওরেন্স কোম্পানী লিমিটেড। আইসিআইসিআই লোম্বার্ড হাউজ, 414, পি. বালু মার্গ, অফ বীর সাভারকর মার্গ, সিদ্ধিবিনায়ক মন্দিরের কাছে, প্রভাদেবী, মুম্বাই - 400 025। বীমা হল অনুরোধের বিষয়। উপরে প্রদর্শিত ট্রেড লোগোটি আইসিআইসিআই ব্যাঙ্ক লিমিটেড এবং ফাইনান্সিয়াল কর্পোরেশন-এর অন্তর্গত এবং আইসিআইসিআই লোম্বার্ড জিআইসি লিমিটেড দ্বারা লাইসেন্সের অধীনে ব্যবহার করা হয়। আইআরডিএ রেজি. নং. 115. • টোল ফ্রি নং. 1800 2666. ফ্যাক্স নং. 02261961323. সিআইএন: L67200MH2000PLC129408. ওয়েবসাইট: www.icicilombard.com. ইমেল: customersupport@icicilombard.com

তিনসুকিয়া ডিভিশনের অধীনে বৈদ্যুতিক কাজ

ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং: টিএসকে/ইলেক্ট/২৪৮, তারিখ: ১৩-০৭-২০২৬। নিম্নলিখিত কাজগুলোর জন্য নিয়মতান্ত্রিকভাবে ই-টেন্ডারিং সিস্টেমের মাধ্যমে অনলাইন টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে। ক্র. নং. ১। আইটেমের সংক্ষিপ্ত বিবরণঃ ... তিনসুকিয়া ডিভিশনের অধীনে ... (টেন্ডার নং. এলডিভি-টি-১৪-টিএসকে-টিআরডি-০৯-আরও)। টেন্ডার মূল্যঃ ১,৪১,৭৭,৯৯৭.২৭ টাকা, বায়নার ধনঃ ২,২০,৯০০.০০ টাকা। ক্র. নং. ২। আইটেমের সংক্ষিপ্ত বিবরণঃ ... (টেন্ডার নং. এলডিভি-টি-১৪-টিএসকে-টিআরডি-১০-আরও)। ... ক্র. নং. ৩। আইটেমের সংক্ষিপ্ত বিবরণঃ তিনসুকিয়া ডিভিশনে ... (টেন্ডার নং. এলডিভি-টি-১৪-টিএসকে-টিআরডি-১৬-আরও)। ... ক্র. নং. ৪। আইটেমের সংক্ষিপ্ত বিবরণঃ ... (টেন্ডার নং. এলডিভি-টি-১৪-টিএসকে-টিআরডি-১৭)। ... ক্র. নং. ৫। আইটেমের সংক্ষিপ্ত বিবরণঃ তিনসুকিয়া ডিভিশনের অধীনে ... (টেন্ডার নং. এলডিভি-টি-১৪-টিএসকে-টিআরডি-১৮)। ... টেন্ডার বন্ধ হওয়ার তারিখ ও সময়: ০৪-০৮-২০২৬ তারিখের ১৩:০০ ঘণ্টায় এবং ০৪-০৮-২০২৬ তারিখের ১৫:০০ ঘণ্টায় খোলা হবে। উপরের ই-টেন্ডারের টেন্ডার নথি সহ সম্পূর্ণ তথ্য ০৪-০৮-২০২৬ তারিখের ১৩:০০ ঘণ্টা পর্যন্ত নিম্নলিখিত http://www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে।

ডিআরএম (ইলেক্ট)/জি, তিনসুকিয়া

উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্নচিত্তে গ্রাহকদের সেবায়

IIFL FINANCE

CIN: L67100MH1995PLC093797
Regd. Office: IIFL House, Sun Infotech Park, Road No. 16V, Plot No.B-23, Thane Industrial Area, Wagle Estate, Thane - 400604
Tel: (91-22) 41035000 • Fax: (91-22) 25806654
E-mail: reach@iifl.com • Website: www.iifl.com

সোনার অলঙ্কার অকশন (নিলাম)-এর পাবলিক নোটিশ

এতদ্বারা সকল সুনির্দিষ্টভাবে সংশ্লিষ্ট ঋণগ্রহীতাদের এবং সাধারণভাবে সকল জনসাধারণকে অবহিত করা হচ্ছে যে, আমরা, আইআইএফএল ফাইন্যান্স লিমিটেড (‘‘**আইআইএফএল**’’) সেইসব ডিফল্ট গ্রাহকদের সোনার অলঙ্কার নিলাম করছি যারা বারবার নোটিস ও রিমাইন্ডার পাঠানোর পরেও তাদের লোন রেগুলারাইজ করেননি বা বকেয়া অর্থ পরিশোধ করেননি। নিম্নোক্ত লোন অ্যাকাউন্টের অধীনে বন্ধক রাখা সোনার অলঙ্কারগুলির একটি সর্বজনীন নিলাম **18.08.2026** নির্ধারিত জেলা কেন্দ্রে : **পশ্চিম মেদিনীপুর-ডেবরা জিএল - আইআইএফএল ফাইন্যান্স লিমিটেড, 1ম তলা, ডেবরা, পো-পিএস-ডেবরা, পশ্চিম মেদিনীপুর-721126, সকাল 10:00 টায়** শুরু হবে। ভেন্যু বা তারিখের কোন পরিবর্তন (যদি প্রযোজ্য হয়) নিলাম সাইটে পোস্ট করা হবে। নির্দিষ্ট তারিখে নিলাম করা না গেলে বা একই দিনে সম্পন্ন না হলে, একই নিয়ম ও শর্তের অধীনে পরবর্তী তারিখে নিলাম পুনরায় শুরু বা পরিচালনা করার অধিকার আইআইএফএল সংরক্ষণ করে। গ্রাহকের মৃত্যুর ক্ষেত্রে, নিলামের সমস্ত শর্ত মনোনীত বা আইনি উত্তরাধিকারীর জন্য প্রযোজ্য হবে।

গোল্ড লোন অ্যাকাউন্ট নম্বর: GL35911022, GL35589726, GL36053337, GL37248554, GL38379747, GL38512762, GL38631840, GL39773736, GL40405702, GL41755659, GL42930665, GL43862064, GL47661143, GL48963295, GL23069742, GL32131983, GL32146484, GL35863432, GL37725399, GL37855156, GL39904984, GL40852195, GL40925023, GL40929991, GL38216541, GL39846827, GL39847421, GL40401293, GL41004863, GL42289295, GL42900827, GL44441612, GL46463500, GL33300247, GL33325494, GL35097093, GL35608967, GL37104267, GL37279009, GL37342419, GL37342660, GL37463412, GL37463695, GL37928822, GL38096987, GL38656843, GL38724494, GL38737866, GL38774054, GL38808460, GL38940516, GL39054438, GL39182506, GL39186884, GL39416306, GL39444157, GL39587692, GL39610241, GL39680373, GL39717734, GL39734553, GL39744156, GL39769400, GL39786771, GL39820114, GL39866822, GL39891615, GL40083029, GL40116405, GL40123104, GL40226380, GL40229448, GL40424590, GL40447107, GL41296481, GL41709638, GL41711231, GL41711320, GL43657307, GL43759599, GL43760019, GL43760253, GL44186134, GL44186433, GL44186708, GL44186979, GL44187221, GL45199164, GL45199342, GL45526458, GL45958504, GL46863724, GL46865652, GL46866382, GL47825541, GL47973495, GL47973761, GL47974154, GL47974393, GL47974643, GL48467036, GL35757629, GL35829258, GL35905352, GL37039646, GL37858928, GL38339502, GL38738946, GL39133554, GL39594968, GL40253439, GL44969991.

অকশন (নিলাম) ‘‘যেখানে যেরকমভাবে আছে’’, ‘‘যেমতাবস্থায় আছে’’ এবং ‘‘যা আছে’’ ভিত্তিতে পরিচালনা করা হবে এবং আইআইএফএল উল্লিখিত সোনার অলংকারের গুণমান, বিশুদ্ধতা, ক্যারেটেজ, ওজন বা ভ্যালুয়েশনের বিষয়ে কোনো প্রতিনিধিত্ব বা ওয়ারেন্টি দেয় না। আইআইএফএল, কোনও পূর্ব নোটিশ ছাড়াই তার সম্পূর্ণ নিজস্ব বিবেচনার ভিত্তিতে, নিলাম তালিকা থেকে যে কোনও অ্যাকাউন্ট এবং কোনও কাজকে স্থগিত করতে পারে বা অপসারণ করতে পারে এবং তাই কোনও কারণ না জানিয়ে তারা যে কোনও একটি বা সমস্ত বিড বা অফার প্রত্যাখ্যান করতে পারে। খেলাপি করা ঋণগ্রহীতার বিবরণ, বন্ধক রাখা অলঙ্কার এবং অন্যান্য বিবরণ সংশ্লিষ্ট শাখায় প্রদর্শিত হয়েছে। খেলাপি ঋণগ্রহীতার(দের) কাছে সাম্প্রতিকতম সুদ এবং সমস্ত প্রযোজ্য চার্জ সহ সম্পূর্ণ বকেয়া পরিশোধ করার এবং এই নোটিশ প্রকাশের পরেও তাদের ঋণ অ্যাকাউন্ট বন্ধ করার বা সেটি নিয়মিত করার বিকল্প রয়েছে নিলামের তারিখ পর্যন্ত, কিন্তু এগুলি করতে ব্যর্থ হলে প্রতিশ্রুত নির্ধারিত সোনার অলঙ্কারগুলি বিক্রি করে দেওয়া হবে এবং বাকি বকেয়া (যদি থাকে) সুদ ও খরচ সহ আদায় করা হবে। তবে, এই প্রকাশনার পরে ক্লোজ বা রেগুলারাইজ করা লোন গুলোকে তাদের উপযুক্ত পাবলিকেশন চার্জ বহন করতে হবে। অকশনের অতিরিক্ত অর্থ ফেরতের জন্য ঋণগ্রহীতাদের তাদের লেটেস্ট ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টের বিবরণ জমা / আপডেট করার অনুরোধ করা হচ্ছে, যদি থাকে।

বিস্তারিত তথ্য ও শর্তাবলীর জন্য আইআইএফএল ফাইন্যান্স লিমিটেডের সংশ্লিষ্ট শাখা অফিসে যোগাযোগ করুন।

স্থান: পশ্চিম মেদিনীপুর
তারিখ: 17.07.2026

Sd/-
অনুমোদিত স্বাক্ষর
আইআইএফএল ফাইন্যান্স লিমিটেড

IIFL FINANCE

CIN: L67100MH1995PLC093797
Regd. Office: IIFL House, Sun Infotech Park, Road No. 16V, Plot No.B-23, Thane Industrial Area, Wagle Estate, Thane - 400604
Tel: (91-22) 41035000 • Fax: (91-22) 25806654
E-mail: reach@iifl.com • Website: www.iifl.com

সোনার অলঙ্কার অকশন (নিলাম)-এর পাবলিক নোটিশ

এতদ্বারা সকল সুনির্দিষ্টভাবে সংশ্লিষ্ট ঋণগ্রহীতাদের এবং সাধারণভাবে সকল জনসাধারণকে অবহিত করা হচ্ছে যে, আমরা, আইআইএফএল ফাইন্যান্স লিমিটেড (‘‘**আইআইএফএল**’’) সেইসব ডিফল্ট গ্রাহকদের সোনার অলঙ্কার নিলাম করছি যারা বারবার নোটিস ও রিমাইন্ডার পাঠানোর পরেও তাদের লোন রেগুলারাইজ করেননি বা বকেয়া অর্থ পরিশোধ করেননি। নিম্নোক্ত লোন অ্যাকাউন্টের অধীনে বন্ধক রাখা সোনার অলঙ্কারগুলির একটি সর্বজনীন নিলাম **18.08.2026** নির্ধারিত জেলা কেন্দ্রে **হাওড়া-সাঁকরাইল জিএল - 1ম তলা, মৃদয় হাউস, সেন্ট জন'স অ্যাম্বুলেন্সের বিপরীতে, গ্রাম ও পো-আগোরি, পিএস-সাঁকরাইল, জেলা-হাওড়া-711302, সকাল 10:00 টায়** শুরু হবে। ভেন্যু বা তারিখের কোন পরিবর্তন (যদি প্রযোজ্য হয়) নিলাম সাইটে পোস্ট করা হবে। নির্দিষ্ট তারিখে নিলাম করা না গেলে বা একই দিনে সম্পন্ন না হলে, একই নিয়ম ও শর্তের অধীনে পরবর্তী তারিখে নিলাম পুনরায় শুরু বা পরিচালনা করার অধিকার আইআইএফএল সংরক্ষণ করে। গ্রাহকের মৃত্যুর ক্ষেত্রে, নিলামের সমস্ত শর্ত মনোনীত বা আইনি উত্তরাধিকারীর জন্য প্রযোজ্য হবে।

গোল্ড লোন অ্যাকাউন্ট নম্বর: GL34849716, GL35616581, GL40213907, GL38190653, GL38848305, GL39531681, GL39563919, GL39581686, GL39724419, GL39737480, GL39790784, GL39817613, GL39822092, GL39849700, GL39863334, GL39887778, GL39931799, GL39989398, GL40005344, GL40194565, GL40195426, GL40409165, GL42497494, GL42533069, GL42730977, GL42975945, GL43831098, GL43856514, GL44004011, GL44233714, GL44913313, GL45966493, GL46198639, GL46450122, GL46971702, GL47243545, GL47945063, GL48051568, GL37451236, GL37697262, GL38255593, GL38320977, GL38422163, GL38945268, GL39717807, GL39719526, GL40023739, GL40165239, GL40167468, GL40306584, GL40354081, GL40432318, GL40435633, GL42986171, GL42986293, GL42986448, GL42988348, GL43928054, GL44836868, GL44837528, GL45315589, GL45315636, GL48340148, GL48396711, GL36959037, GL37567719, GL37568180, GL38054813, GL38374476, GL38762208, GL38832803, GL39150484, GL39250024, GL39251689, GL39278125, GL39278656, GL39711309, GL39736178, GL39760156, GL39769444, GL39836836, GL39837118, GL39855213, GL39855365, GL39863943, GL39881467, GL39887758, GL39888219, GL39916074, GL40077474, GL40093858, GL40143984, GL40265806, GL40270832, GL40305852, GL40316947, GL40318231, GL40380103, GL40381811, GL40911833, GL41651985, GL42125628, GL42399951, GL42726657, GL43092978, GL43125790, GL43993037, GL44584179, GL44664558, GL44740668, GL45357291, GL45865186, GL45890321, GL46128175, GL46707202, GL46789034, GL47133442, GL47303713, GL47303812, GL47952778, GL48006448, GL48135992, GL48348729, GL49234488, GL37042763, GL37853406, GL37984527, GL38286904, GL38395407, GL38935811, GL39751022, GL39843229, GL39852875, GL40130218, GL40354178, GL40356714, GL40707566, GL41246249, GL42869630, GL44429230, GL45106612, GL45803204, GL45879242, GL46358377, GL46643592, GL46807497, GL47197497, GL47390566, GL47410189, GL47661208, GL48955120, GL34751817, GL34754101, GL38166776, GL38196470, GL39267295, GL39278075, GL39301583, GL40340360, GL40363770, GL40453615, GL42522384, GL42522645, GL44137967, GL44482277, GL44715464, GL39811844, GL40174438, GL43889133, GL47772956, GL48190694, GL35725142, GL37854344, GL37870280, GL37881983, GL38143316, GL38288683, GL39455411, GL39474746, GL39496737, GL39519096, GL39640054, GL39643514, GL39923095, GL39923884, GL39951211, GL40018214, GL40019855, GL40061814, GL40063248, GL40209235, GL40209985, GL40402473, GL40405619, GL41971341, GL43138147, GL43945944, GL44116562, GL44116602, GL45716475, GL46376313, GL46981442, GL48678659, GL37469336, GL37808770, GL38272362, GL39543408, GL39555936, GL39806612, GL39808927, GL39812351, GL40266297, GL40267174, GL43376769, GL45981519, GL48776940, GL35785048, GL38014850, GL38123725, GL38583811, GL38742436, GL39222163, GL39620450, GL39659490, GL39875263, GL39894006, GL40034551, GL43183285, GL43183734, GL43294112, GL43431667, GL44435803, GL44456024, GL44458343, GL44552800, GL45390158, GL45390692, GL45808900, GL46171952, GL46475381, GL46776587, GL47040639, GL47353631, GL47982297, GL51114025, GL36701676, GL38086189, GL38533778, GL38610696, GL38641072, GL38781220, GL39229986, GL39454259, GL39474321, GL39603956, GL39612332, GL39989219, GL40005197, GL40032962, GL40068916, GL40165620, GL40189468, GL40198913, GL40217492, GL40253576, GL42151844, GL44031441, GL45018867, GL45203068, GL45218301, GL46595968, GL47545689, GL48370714, GL48379671, GL48405133, GL49052493, GL51668809, GL37973572, GL37983356, GL38201821, GL38253515, GL38372543, GL38935342, GL38943144, GL39151520, GL39298921, GL39327367, GL39356135, GL39374671, GL39397789, GL39428447, GL39621930, GL39628787, GL39656669, GL39660299, GL39755964, GL39763633, GL39765944, GL39802323, GL39963517, GL40102908, GL40105171, GL40255765, GL40276892, GL40355875, GL40359916, GL40372626, GL40392703, GL40853662, GL40960908, GL40967811, GL41017654, GL42413188, GL43038937, GL44312515, GL44642590, GL45824046, GL46047596, GL46285386, GL46319635, GL46320164, GL47670483, GL47904929, GL48269695.

অকশন (নিলাম) ‘‘যেখানে যেরকমভাবে আছে’’, ‘‘যেমতাবস্থায় আছে’’ এবং ‘‘যা আছে’’ ভিত্তিতে পরিচালনা করা হবে এবং আইআইএফএল উল্লিখিত সোনার অলংকারের গুণমান, বিশুদ্ধতা, ক্যারেটেজ, ওজন বা ভ্যালুয়েশনের বিষয়ে কোনো প্রতিনিধিত্ব বা ওয়ারেন্টি দেয় না। আইআইএফএল, কোনও পূর্ব নোটিশ ছাড়াই তার সম্পূর্ণ নিজস্ব বিবেচনার ভিত্তিতে, নিলাম তালিকা থেকে যে কোনও অ্যাকাউন্ট এবং কোনও কাজকে স্থগিত করতে পারে বা অপসারণ করতে পারে এবং তাই কোনও কারণ না জানিয়ে তারা যে কোনও একটি বা সমস্ত বিড বা অফার প্রত্যাখ্যান করতে পারে। খেলাপি করা ঋণগ্রহীতার বিবরণ, বন্ধক রাখা অলঙ্কার এবং অন্যান্য বিবরণ সংশ্লিষ্ট শাখায় প্রদর্শিত হয়েছে। খেলাপি ঋণগ্রহীতার(দের) কাছে সাম্প্রতিকতম সুদ এবং সমস্ত প্রযোজ্য চার্জ সহ সম্পূর্ণ বকেয়া পরিশোধ করার এবং এই নোটিশ প্রকাশের পরেও তাদের ঋণ অ্যাকাউন্ট বন্ধ করার বা সেটি নিয়মিত করার বিকল্প রয়েছে নিলামের তারিখ পর্যন্ত, কিন্তু এগুলি করতে ব্যর্থ হলে প্রতিশ্রুত নির্ধারিত সোনার অলঙ্কারগুলি বিক্রি করে দেওয়া হবে এবং বাকি বকেয়া (যদি থাকে) সুদ ও খরচ সহ আদায় করা হবে। তবে, এই প্রকাশনার পরে ক্লোজ বা রেগুলারাইজ করা লোন গুলোকে তাদের উপযুক্ত পাবলিকেশন চার্জ বহন করতে হবে। অকশনের অতিরিক্ত অর্থ ফেরতের জন্য ঋণগ্রহীতাদের তাদের লেটেস্ট ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টের বিবরণ জমা / আপডেট করার অনুরোধ করা হচ্ছে, যদি থাকে।

বিস্তারিত তথ্য ও শর্তাবলীর জন্য আইআইএফএল ফাইন্যান্স লিমিটেডের সংশ্লিষ্ট শাখা অফিসে যোগাযোগ করুন।

স্থান: হাওড়া
তারিখ: 17.07.2026

Sd/-
অনুমোদিত স্বাক্ষর
আইআইএফএল ফাইন্যান্স লিমিটেড

অফবিট

শালিমার বাগের ভবিষ্যৎ রহস্য

প্রেম, স্মৃতি আর সময়কে ছাপিয়ে ভবিষ্যৎ কি বদলে দেবে ইতিহাস?

এস. পাল

কাশ্মীরের বুকেই একসময় দাঁড়িয়ে ছিল প্রেমের প্রতীক-শালিমার বাগ। ১৬১৯ সালে মুঘল সম্রাট জাহাঙ্গীর তাঁর প্রিয়তমা নূরজাহান-এর জন্য যে স্বর্গোদ্যান নির্মাণ করেছিলেন, সেটি আজ ২০২৫ সালে এসে এক নতুন পরিচয় পেয়েছে। কাশ্মীরের হৃদয়ে, ডাল লেকের শান্ত নীল জলের পাশে আজও দাঁড়িয়ে আছে শালিমার বাগ-একটি বাগান, যা শুধু প্রকৃতির নয়, ভালোবাসারও প্রতীক। ১৬১৯ সালে মুঘল সম্রাট জাহাঙ্গীর তাঁর প্রিয়তমা নূরজাহান-এর জন্য যে স্বর্গোদ্যান নির্মাণ করেছিলেন, তা আজও লক্ষ মানুষের হৃদয়ে একই আবেগ জাগায়। কিন্তু প্রশ্ন উঠছে-আগামী দিনে, যখন পৃথিবী বদলাবে, জলবায়ু বদলাবে, মানুষের জীবনযাত্রা বদলাবে, তখন এই শালিমার বাগ কেমন হবে? এই কাহিনি সেই ভবিষ্যতের-যেখানে ইতিহাস হারায় না, বরং নতুন রূপে বেঁচে ওঠে। আপনি জানবেন, কীভাবে এক রাজকীয় প্রেমের স্মৃতি আগামী দিনের বিস্ময়ে পরিণত হতে পারে। 'শালিমার' শব্দটির উৎস সংস্কৃত ভাষা, যার অর্থ-প্রেমের আবাস বা আনন্দের নিবাস। নামের মধ্যেই লুকিয়ে আছে এই বাগানের মূল সত্তা। মুঘল সম্রাট জাহাঙ্গীর প্রতি গ্রীষ্মে দিল্লির অসহনীয় দাবদাহ থেকে মুক্তি পেতে তাঁর সমগ্র রাজদরবার নিয়ে কাশ্মীরে চলে আসতেন। সমতলের তীব্র গরম থেকে রক্ষা পেতে এই শীতল, মনোরম পরিবেশই হয়ে উঠত তাঁদের আশ্রয়স্থল। সেই সময় শালিমার বাগে গড়ে উঠত এক অনন্য রাজকীয় জীবনযাপন। কার্পেট বিছানো, রেশমি কাপড়ে সাজানো বিলাসবহুল তাঁবু, চারদিকে ফুল ও ফলের মিষ্টি সুবাস, আর ঝরনার নিরন্তর কলতান-সব মিলিয়ে যেন এক স্বপ্নময় পরিবেশ। প্রকৃতি ও ঐশ্বর্যের এই অপূর্ব মেলবন্ধনই শালিমারকে শুধু একটি বাগান নয়, বরং এক জীবন্ত রাজকীয় অভিজ্ঞতায় পরিণত করেছিল।

● চারটি সোপানের রাজকীয় কাহিনি

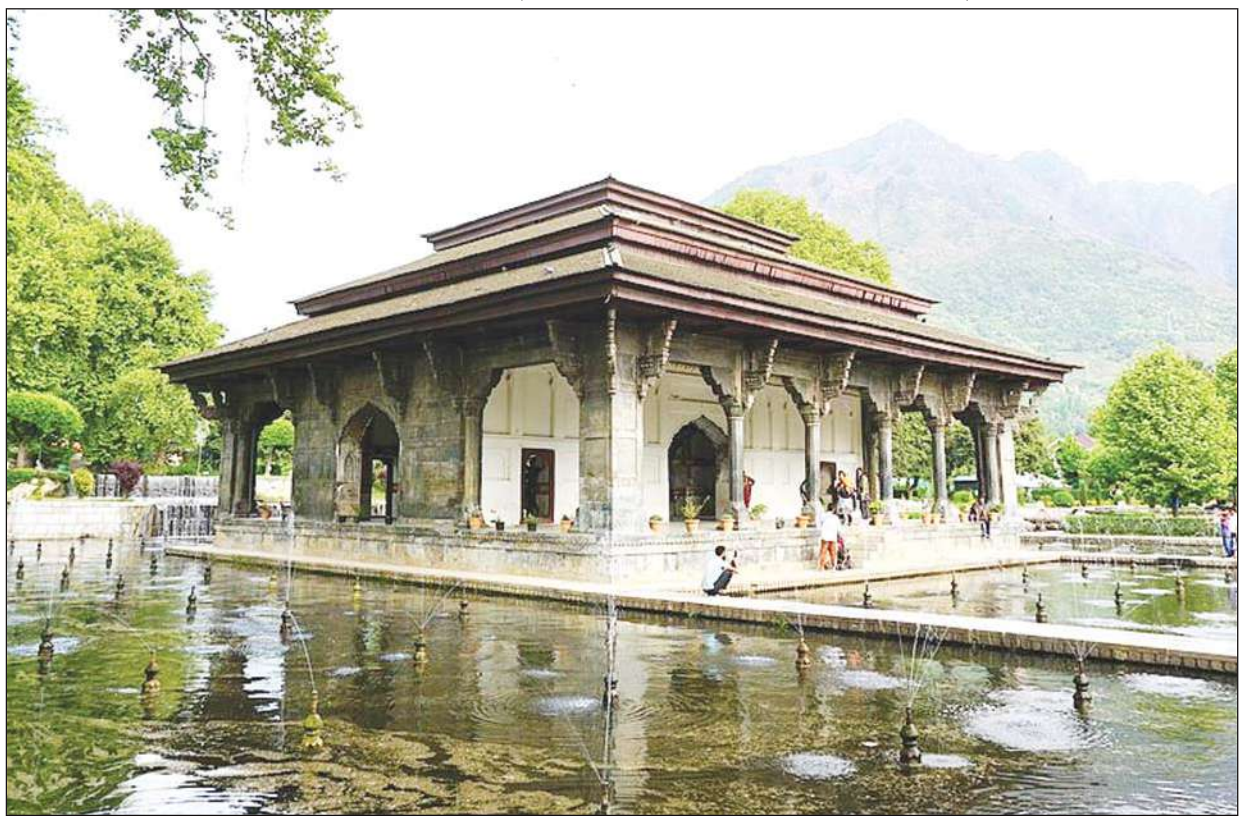

শালিমার বাগ সমতল ভূমির উপর নির্মিত নয়, বরং এটি চারটি ধাপে বিভক্ত এক অনন্য সোপানবিশিষ্ট উদ্যান। প্রতিটি ধাপ ধীরে ধীরে উপরের দিকে উঠেছে, যেন প্রকৃতির কোলে এক স্তর থেকে আরেক স্তরে সৌন্দর্যের বিস্তার। প্রথম তিনটি ধাপ ছিল সাধারণ মানুষের জন্য উন্মুক্ত। এখানেই বসত রাজদরবার-যেখানে আসতেন রাজকর্মচারী, কর্মকর্তারা ও সভাসদরা। বিস্তীর্ণ জলাশয়, অসংখ্য ফোয়ারা এবং সারি সারি চিনার গাছের ছায়ায় এই অংশটি এক গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক মিলনস্থলে পরিণত হয়েছিল। এখানেই চলত বিভিন্ন প্রশাসনিক আলোচনা ও রাজকার্য। তৃতীয় ধাপে অবস্থিত ছিল দিওয়ান-ই-আম, অর্থাৎ সাধারণ দর্শকদের জন্য নির্ধারিত দরবার হল। এই স্থানে সম্রাট সাধারণ প্রজাদের সঙ্গে সাক্ষা করতেন। এখানে একটি কালো মার্বেলের সিংহাসন ছিল, যেখানে বসে সম্রাট বিচার কার্য সম্পাদন করতেন এবং প্রজাদের আবেদন শুনতেন। সবচেয়ে উপরের, চতুর্থ ধাপটি ছিল একান্ত অন্তঃপুর-শুধুমাত্র সম্রাট ও তাঁর পরিবারের জন্য সংরক্ষিত। এই ব্যক্তিগত আঙিনায় ছয়টি সূক্ষ্ম কারুকাজ করা কালো মার্বেলের স্তম্ভের উপর দাঁড়িয়ে ছিল এক মনোরম প্যাভিলিয়ন, যা চারদিকের জলের উপর ভাসমান বলে মনে হতো। জলের মধ্যে তার প্রতিফলন দৃশ্যটিকে আরও মোহনীয় করে তুলত। গ্রীষ্মকালে ফুলের সুবাস আর ঝরনার মৃদু সুরে এই স্থানটি হয়ে উঠত রাজপরিবারের বিশ্রাম ও প্রশান্তির নিবাস। শালিমার বাগের প্রাণ তার জল। ভবিষ্যতেও সেই জলই বাগানের মূল সুর হয়ে থাকবে। পাহাড় থেকে নেমে আসা স্বচ্ছ জল সরু খালের মধ্য দিয়ে বয়ে যাবে, ঠিক আগের মতোই। তবে সেই জলের ব্যবহার আরও সচেতন হবে। প্রতিটি ফোয়ারা, প্রতিটি জলধারা যেন প্রকৃতির সঙ্গে মানুষের বন্ধনের কথা মনে করিয়ে দেবে। সন্ধ্যার আলোয় যখন জল ঝলমল করবে, তখন মনে হবে-এই পৃথিবীতেই যেন স্বর্গ নেমে এসেছে। এই জল শুধু চোখকে শীতল করবে না-এটি মানুষের মনকেও ছুঁয়ে যাবে। ভবিষ্যতের শালিমার বাগে ফুলের রূপ আরও বৈচিত্র্যময় হবে। জলবায়ুর পরিবর্তনের মধ্যেও এই বাগান তার সৌন্দর্য ধরে রাখবে নতুন উপায়ে। বসন্তে টিউলিপ, গোলাপ, আইরিশ-সব রঙ একসাথে ফুটে উঠবে, ঠিক আগের মতোই। শরতে চিনার পাতার লাল-সোনালি রঙ আরও গভীর হবে, যেন সময়ের ছোঁয়া লেগে আছে তাতে। শীতে বরফে ঢেকে যাবে বাগান-তখন শালিমার হয়ে উঠবে এক নিঃশব্দ স্বপ্নের জগৎ। এই ফুলগুলো শুধু সৌন্দর্য নয়-এরা সময়ের সাক্ষী। শাহজাহান একসময় এই বাগানকে আরও সমৃদ্ধ করেছিলেন তাঁর শিল্পপ্রেম দিয়ে। ভবিষ্যতে সেই ঐতিহ্য আরও গভীরভাবে মানুষের জীবনে জায়গা করে নেবে। মানুষ এখানে এসে শুধু ইতিহাস জানবে না-সে নিজের জীবনের সঙ্গে সেই ইতিহাসকে মিলিয়ে নেবে। ভালোবাসা, স্মৃতি, অপেক্ষা-সবকিছু যেন এক সুতোয় বাঁধা পড়বে। শালিমার তখন শুধু একটি দর্শনীয় স্থান নয়-এটি হয়ে উঠবে অনুভূতির আশ্রয়। আজ ভারত সরকার এই ঐতিহ্যকে সংরক্ষণ করছে, আর ভবিষ্যতে এটি আরও বড় পরিসরে মানুষের কাছে পৌঁছাবে। বিশ্বের নানা প্রান্ত থেকে মানুষ আসবে এই বাগান দেখতে-কেউ ইতিহাসের টানে, কেউ প্রকৃতির টানে, আর কেউ ভালোবাসার গল্প অনুভব করতে। প্রতি বছর উৎসব হবে-আলো, সঙ্গীত আর ফুলের মিলনে এক অপূর্ব পরিবেশ তৈরি হবে, যা মানুষকে বারবার টানবে। সময় বদলাবে, পৃথিবী বদলাবে, মানুষের জীবন বদলাবে-কিন্তু শালিমার বাগের মূল আত্মা কখনও বদলাবে না। যে ভালোবাসা থেকে এর জন্ম, তা আজও প্রতিটি ফুলে, প্রতিটি জলধারায়, প্রতিটি পাথরের গায়ে বেঁচে আছে। হয়তো ভবিষ্যতে শালিমার নতুন রূপ নেবে, নতুন গল্প বলবে- কিন্তু তার হৃদয়ে থাকবে সেই একটাই কথা- ভালোবাসা কখনও পুরনো হয় না, কখনও মুছে যায় না।

নবম শ্রেণিতে থার্ড ল্যাঙ্গুয়েজ

...১ পাতার পর করে বিচারপতি নাগারত্ন বলেন যে তাঁর স্কুলজীবনে মিডল স্কুলেই একাধিক ভাষা পড়ানো শুরু হয়েছিল, যাতে তারা মাধ্যমিক বা সেকেন্ডারি পরীক্ষার জন্য আরও ভালোভাবে প্রস্তুতি নিতে পারে। তৃতীয় ভাষা আরও আগে থেকে পড়ানো শুরু করার উপরই জোর দেন তিনি, কারণ দশম শ্রেণির বোর্ড পরীক্ষার প্রস্তুতি অনেক আগে থেকেই শুরু করে দেয় পড়ুয়ারা। এই মামলার শুনানিতে বিচারপতি নাগারত্ন এটাও স্পষ্ট করে দেন যে জাতীয় শিক্ষা নীতিতে তৃতীয় ভাষা হিসাবে হিন্দি বাধ্যতামূলক করা হয়নি। তিনি বলেন, ''রাজ্যের ভাষাও শেখাতে হবে, ইংরেজিও শেখাতে হবে, আবার তৃতীয় ভাষাও শেখাতে হবে। সেখানে হিন্দির কথাই বলা হয়নি।'' মামলাকারীদের তরফে বলা হয়েছিল যে কোনও রাজ্যের উপরে যেন কোনও ভাষা চাপিয়ে দেওয়া না হয়। তামিলনাড়ু সরকারকে বিচারপতি নাগারত্ন বলেন, ''আপনারা হিন্দি ভাষা চান না, যদি সংস্কৃত ভাষা হয়, তাহলে কী আপত্তি?'' কেন্দ্রের তৃতীয় ভাষার নীতির সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখেই সিবিএসই ঘোষণা করে যে জাতীয় শিক্ষা নীতি ২০২০ কাঠামো অনুযায়ী, নবম ও দশম শ্রেণিতে বাধ্যতামূলক করা হয়েছিল তৃতীয় ভাষা। তবে দশম শ্রেণির বোর্ড পরীক্ষায় তৃতীয় ভাষার পরীক্ষা থাকবে না। পড়ুয়াদের স্কুলের ইন্টারনাল অ্যাসেসমেন্টে এই পরীক্ষা থাকবে এবং তাদের পরীক্ষায় পাশ করতে হবে। যদি কোনও পড়ুয়া তৃতীয় ভাষায় পাশ না করেন, তাহলে তাকে সেকেন্ডারি স্কুল এক্সামিনেশন পাশ সার্টিফিকেট দেওয়া হবে না। ২০২৭-২৮ শিক্ষাবর্ষ থেকে এই নিয়ম চালু করার পরিকল্পনা সিবিএসই-র।

ইসরো বিজ্ঞানীদের গণ-ইস্তফা

...১ পাতার পর গত কয়েক মাসে অন্তত ১০০ জন বিজ্ঞানী ইসরো থেকে পদত্যাগ করেছেন। এর জেরে ডিওএস নতুন অভ্যন্তরীণ মেমোরান্ডাম জারি করেছে। যদিও কতজন বিজ্ঞানী এখনও পর্যন্ত ইস্তফা দিয়েছেন,তা ইসরো-র তরফে জানানো না হলেও, এক সংবাদমাধ্যমের রিপোর্ট বলছে, গত কয়েক মাসে ১০০ থেকে ১২০ জন বিজ্ঞানী ইস্তফা দিয়েছেন। প্রতিবেদন অনুসারে, শুধুমাত্র বেঙ্গালুরুর ইউ আর রাও স্যাটেলাইট সেন্টার (ইউআরএসসি) থেকে ৮০ বিজ্ঞানী ইস্তফা দিয়েছেন। অন্যদিকে, কেরলের তিরুঅনন্তপুরমের বিক্রম সারাভাই স্পেস সেন্টার থেকে প্রায় ২০ জন বিজ্ঞানী ইস্তফা দিয়েছেন। খাতায় কলমে এই সংখ্যা আরও বেশি। আরও বেশ কয়েকজনের ইস্তফা জমা পড়ে গিয়েছে। এখনও অব্যাহতি দেওয়া হয়নি তাঁদের। তবে এই পদত্যাগের ঘটনায় উদ্বেগ কমানোর চেষ্টা করেছেন ইসরোর চেয়ারম্যান ভি. নারায়ণন। তিনি স্বীকার করেছেন যে কয়েকজন বিজ্ঞানী সংস্থা ছেড়েছেন, কিন্তু একই সঙ্গে জানিয়েছেন, এই পরিবর্তন সামাল দেওয়ার মতো দক্ষ জনবল ও সক্ষমতা এখনও ইসরো-র রয়েছে। এক সংবাদমাধ্যমকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে ভি নারায়ণন বলেন, ''হ্যাঁ, অনেকেই চলে যান। তবে এটা প্রত্যেক সংস্থাতেই ঘটে। কাউকে ধরে রাখা নয়, বরং গুরত্বপূর্ণ অভিযানগুলি যাতে ধাক্কা না খায়, তা দেখাই কাজ আমাদের। একজন গেলে অন্য কেউ দায়িত্ব নেবেন। আমরা বিষয়টি দেখছি।''

পদ্মশিবিরে রঞ্জিত-কন্যা!

...১ পাতার পর

একের পর এক দুর্নীতি ইস্যুতে টলিউডের একাংশের নাম জড়াচ্ছে, সেখানে কোয়েলের মতো একজন হেভিওয়েট ও পরিচ্ছন্ন ভাবমূর্তির তারকার বিজেপির দিকে ঝুঁকে পড়া নিশ্চিতভাবেই পদ্মশিবিরের পালে বাড়তি হাওয়া দেবে বলে অনেকের মত। এর আগে তৃণমূল কংগ্রেসের তিন জন সাংসদ রাজ্যসভা থেকে ইস্তফা দিয়েছেন। ওই তিন সাংসদ হলেন সুখেন্দু শেখর রায়, সুস্মিতা দেব ও প্রকাশ চিক বরাইক। তাঁরা ইস্তফা দেওয়ার এক মাসের মধ্যে ওই শূন্য তিন আসনে নির্বাচন হয়েছে। তাতে বিজেপি-র প্রার্থী হয়ে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় জয়ের মুখে তাঁরা। এবার সেই খাতায় নাম লেখাতে চলেছেন কোয়েলও। সূত্রের খবর, তৃণমূল থেকে ইস্তফা দিয়ে আনুষ্ঠানিক ভাবে বিজেপিতে যোগ দেবেন কোয়েল। তার পর বিজেপি রাজ্যসভার ওই শূন্য আসনে প্রার্থী করবে তাঁকে।

পদমর্যাদার কোনও সম্পর্ক নেই

...১ পাতার পর বিশ্ব জুড়ে প্রজন্মের পর প্রজন্মকে অনুপ্রাণিত করেছে।' রথযাত্রার দিন বক্তব্য রাখতে গিয়ে মুখ্যমন্ত্রী তাঁর নিজস্ব আধ্যাত্মিক অনুভূতির কথা ব্যক্ত করেন। তিনি বলেন, ''আজকে জনতা জনার্দনের আশীর্বাদে এবং প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিজির ইচ্ছায় আমি মুখ্যমন্ত্রী হয়েছি ঠিকই। কিন্তু এই মন্দিরে আসা বা আমার ধর্মকর্ম করার সঙ্গে পদমর্যাদার কোনও সম্পর্ক নেই। এখানে আমি বছর বছর আসি প্রভু জগন্নাথের দাস ও সেবক হিসেবে।'' অতীতে দোলপূর্ণিমা, অন্নকূট উৎসব বা দামোদর মাসে এই মন্দিরে এসে তাঁর সেবা করার অভিজ্ঞতার কথাও মনে করিয়ে দেন তিনি। পাশাপাশি গীতার মাহাত্ম্য প্রচার করে তিনি বলেন, ''আমাদের গীতা ছাড়া কোনও উপায় নেই। গীতাই শুরু, গীতাই শেষ। গীতাকে গ্রহণ করে এগোতে হবে, তবেই সবার ভাল হবে।'' প্রধানমন্ত্রীর সুর মিলিয়ে মুখ্যমন্ত্রী এদিন বলেন, ''আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বলেন, 'বিকাশ ভি হোগা, বিরাসত ভি হোগা' (উন্নয়নও হবে, ঐতিহ্য রক্ষা পাবে)। আজ শুধু পুরী ধাম নয়, জার্মানি, ফ্রান্স থেকে শুরু করে ইউকে, পৃথিবীর সব প্রান্তে রথযাত্রা পালিত হচ্ছে এবং এটি আজ এক মহা ভক্তি আন্দোলনে পরিণত হয়েছে।''

'অভিষেককে জঙ্গলে পাঠাতে চাইছেন মমতা'

...১ পাতার পর হবে। মন্ত্রী, সাংসদ, বিধায়ক না এলেও দুর্গাপুজো চলবে। মানুষের ভক্তি, বিশ্বাস, আবেগ নিয়ে চলবে।'' পূর্বতন সরকার দুর্গাপুজোকে উৎসবের চেহারা দিয়েছিল। তবে শমীক চান, দুর্গাপুজোকে পুজোর মতো করেই দেখা হোক। তাঁর কথায়, এটা পুজো। এটা বাঙালির কাছে প্রিয় পুজো। এদিন মদন মিত্রের শিবির বদল এবং দলবদলের হিড়িক নিয়ে তীব্র কটাক্ষ করেছেন রাজ্য বিজেপি সভাপতি শমীক ভট্টাচার্য। কড়া ভাষায় তিনি বলেন, ''এই ধরনের অণু-পরমাণুকে মানুষ চেনে। এই নির্বাচনে শুধু পোশাকের রঙ বদলানোর জন্য মানুষ ভোট দেয়নি। পোশাকের ভেতরে থাকা মানুষটাকে বদলানোর জন্যই বিজেপিকে ভোট দিয়েছে জনতা।'' একই সঙ্গে কেন্দ্রীয় এজেন্সির ভয়ে দলবদল করা হচ্ছে, এমন জল্পনাকেও উড়িয়ে দিয়েছেন তিনি। বিজেপি সভাপতির কথায়, কেউ কেউ জল্পনা ছড়াচ্ছে যে, অনেকে নাকি গ্রেফতার হওয়া থেকে বাঁচতে কোনও একটি নির্দিষ্ট শিবিরে যোগ দিচ্ছে। তৃণমূলের দল ভাঙানোতে আমাদের কোনও হাত নেই, আর আমাদের এরকম কোনও ইচ্ছেও নেই।'' তৃণমূলের এই অভ্যন্তরীণ কোন্দল ও ভাঙন নিয়ে তাঁর দাবি, ''আমরা ভোটের আগেই বলেছিলাম, রাষ্ট্রবিজ্ঞানের নিয়ম মেনেই তৃণমূল দলটা একদিন উঠে যাবে। এখন ঠিক সেটাই হচ্ছে।'' সম্প্রতি অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রশংসা করতে গিয়ে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় মন্তব্য করেছিলেন, 'অভিষেক বাঘের মতো লড়াই করছে।' মুখ্যমন্ত্রীর এই মন্তব্যকেও এদিন তীব্র কটাক্ষে বিঁধেছেন শমীক ভট্টাচার্য। একটি অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ ও বিস্ফোরক মন্তব্য করে বিজেপি সভাপতি বলেন, ''এ কথা না বললে মমতা বন্দোপাধ্যায় নিজেই বিপদে পড়বেন। আসলে অভিষেককে বাঘ বলে আসলে তাঁকে জঙ্গলে পাঠাতে চাইছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।''

'যাঁদের যাওয়ার ২১-এর আগেই চলে যান'

...১ পাতার পর সত্ত্বেও প্রশাসনের একাংশ নিরপেক্ষ ভূমিকা পালন করবে কি না, তা নিয়ে তাঁর যথেষ্ট সন্দেহ রয়েছে। সভার জন্য মঞ্চ, সাউন্ড সিস্টেম এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থার সঙ্গে যুক্ত কর্মীদের ভয় দেখানোর চেষ্টা হতে পারে বলেও আশঙ্কা প্রকাশ করেন তিনি। তবে সেই আশঙ্কা কর্মসূচির পথে কোনও বাধা হয়ে দাঁড়াবে না বলেই স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছেন তৃণমূল নেত্রী। তাঁর কথায়, মঞ্চ তৈরি করতে বাধা দেওয়া হলেও ২১ জুলাইয়ের সভা হবেই। প্রয়োজন হলে কোনও মঞ্চ ছাড়াই, সাধারণ মানুষের মাঝখানে দাঁড়িয়ে বক্তব্য রাখবেন তিনি। তাঁর দাবি, রাজনৈতিক প্রতিকূলতা বা প্রশাসনিক চাপ কোনও কিছুই তাঁদের কর্মসূচি থামাতে পারবে না। ২১ জুলাইয়ের সমাবেশ নির্ধারিত সময়েই হবে এবং সেখানে দলীয় কর্মী-সমর্থকদের উপস্থিত থাকার আহ্বানও জানিয়েছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।

তৈরি হচ্ছে বিকল্প রুট, নতুন বন্দর, আর নির্ভর করতে হবে না হরমুজের উপর?

সংবাদ সংস্থা, আবু ধাবি, ১৬ জুলাইঃ হরমুজ প্রণালীর উপর থেকে নির্ভরতা কমাতে চাইছে পারস্য উপসাগরীয় অঞ্চলের দেশগুলি। ইরান-আমেরিকার মধ্যে নতুন করে সংঘর্ষের পর থেকেই হরমুজে উত্তেজনা বাড়ছে। সাম্প্রতিক সময়ে বারবার হামলার কারণে জাহাজে নিরাপত্তা বিঘ্নিত হচ্ছে। জাহাজ চলাচলে বাধা তৈরি হচ্ছে। শুধু তাই নয়, পণ্যবাহী জাহাজ গেলেই দিতে হচ্ছে মোটা টাকার কর। অথচ পাঁচ মাস আগেও বিশ্বের অন্যতম ব্যস্ত ও গুরুত্বপূর্ণ তেল পরিবহণের পথ ছিল এই হরমুজ। মোট তেল সরবরাহের প্রায় ২০ শতাংশ এই প্রণালী দিয়েই পরিবাহিত হত। অথচ এখন হরমুজে সেই ব্যস্ততা নেই। তেল সরবরাহ কমেছে। তার উপর মুহুর্মুহু বিস্ফোরণ, গোলাগুলির শব্দ। প্রাণ হারাচ্ছেন নাবিকরা। বাদ যাচ্ছেন না ভারতীয়রাও। তাই এবার হরমুজের উপর নির্ভরতা কমিয়ে বিকল্প রুটের ভাবনা-চিন্তা করছে উপসাগরীয় অঞ্চলগুলি। ইতিমধ্যে বিকল্প রুটের কাজও শুরু হয়ে গিয়েছে। পারস্য উপসাগরীয় দেশগুলি এখন দ্রুত এমন ব্যবস্থা গড়ে তুলছে, যাতে তেল রফতানির জন্য আর সম্পূর্ণভাবে হরমুজ প্রণালীর উপর নির্ভর করতে না হয়। সাম্প্রতিক সময়ে জাহাজে হামলা, নৌ চলাচলে বিঘ্ন এবং ইরানকে ঘিরে উত্তেজনা বাড়ার পরই এই উদ্যোগ আরও জোরদার হয়েছে। মূল লক্ষ্য একটাই। বিশ্বের অন্যতম ব্যস্ত তেল পরিবহনের পথ হরমুজ প্রণালীর উপর নির্ভরতা কমানো এবং বৈশ্বিক জ্বালানি সরবরাহে ইরানের প্রভাব সীমিত করা। সংযুক্ত আরব আমিরশাহি এবং ইরাক ইতিমধ্যেই এমন বৃহ পাইপলাইন প্রকল্পের কাজ শুরু করেছে, যা হরমুজ প্রণালী এড়িয়ে

তেল পরিবহণে সাহায্য করবে। একই পথে হাঁটছে সৌদি আরবও। পাশাপাশি, সংযুক্ত আরব আমিরশাহী নতুন একটি সমুদ্রবন্দর নির্মাণের পরিকল্পনা করছে, যাতে হরমুজের উপর নির্ভরতা আরও কমে। সংযুক্ত আরব-আমিরশাহীর 'ওয়েস্ট-ইস্ট পাইপলাইন' প্রকল্পের প্রায় অর্ধেক কাজ ইতিমধ্যেই সম্পন্ন হয়েছে। যুবরাজ শেখ খালেদ বিন মহম্মদ বিন জায়েদের নির্দেশ, ২০২৭ সালের মধ্যেই এই প্রকল্প শেষ করতে হবে। ২৫২ মাইল দীর্ঘ এই পাইপলাইন চালু হলে ফুজাইরাহ পাইপলাইনের সমান্তরালে চলবে এবং স্থলপথে আরব আমিরশাহীর তেল রফতানির ক্ষমতা দ্বিগুণ হয়ে প্রতিদিন ৩৬ লক্ষ ব্যারেলে পৌঁছবে। ইরাক ৪৩৫ মাইল দীর্ঘ 'বাসরা-হাদিথা' পাইপলাইনের কাজ শুরু করেছে। ভবিষ্যতে এটি জর্ডন, সিরিয়া এবং তুরস্কের সঙ্গে যুক্ত হবে। প্রতিদিন ২৫ লক্ষ ব্যারেল তেল পরিবহনের ক্ষমতা থাকবে এই প্রকল্পের। ইরাকের প্রধানমন্ত্রী মহম্মদ শিয়া আল-সুদানি দেশের তেল রফতানিকে আঞ্চলিক অস্থিরতা থেকে সুরক্ষিত রাখার গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ বলে উল্লেখ করেছেন। মে মাসে নির্মাণকাজ শুরু হয়েছে। প্রকল্পের জন্য প্রায় ১৫০ কোটি ডলার বরাদ্দ করা হলেও কবে কাজ শেষ হবে, তা এখনও জানানো হয়নি। অন্যদিকে, সৌদি আরবও ক্রুড অয়েল পাইপলাইনের ক্ষমতা প্রতিদিন ৯০ লক্ষ ব্যারেলে নিয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা খতিয়ে দেখছে। তবে আলোচনা এখনও প্রাথমিক পর্যায়ে রয়েছে। পাইপলাইনের পাশাপাশি আরব আমিরশাহী হরমুজ প্রণালীর আরব সাগর সংলগ্ন অংশে একটি বড় বন্দর ও কন্টেনার টার্মিনাল তৈরির পরিকল্পনা করছে। এই বন্দর চালু হলে পণ্যবাহী জাহাজগুলি হরমুজ এড়িয়েই উপসাগরীয় অঞ্চলে প্রবেশ করতে পারবে। ভবিষ্যতে এটি দুবাইয়ের জেবেল আলি বন্দরের সঙ্গেও প্রতিযোগিতায় নামতে পারে। বিশেষজ্ঞদের মতে, বিকল্প রুটে বিপুল বিনিয়োগ সত্ত্বেও হরমুজ প্রণালীর গুরুত্ব পুরোপুরি কমবে না। এখনও প্রতিদিন আনুমানিক ৭০ থেকে ৯০ লক্ষ ব্যারেল তেল ও পরিশোধিত জ্বালানি এই পথ দিয়েই পরিবাহিত হবে। এছাড়া নতুন কিছু রুট আবার লোহিত সাগরের স্থিতিশীলতার উপর নির্ভরশীল। ফলে উপসাগরীয় দেশগুলি ইরানের প্রভাব কমানোর চেষ্টা করলেও, হরমুজ প্রণালীর কৌশলগত গুরুত্ব এবং তেহরানের প্রভাব পুরোপুরি সরিয়ে দেওয়া সহজ হবে না।

সরকারি স্কুলের পড়ুয়াদের জন্য

...১ পাতার পর

ভর্তির প্রবণতা বাড়ছে। পূর্বতন সরকারের আমলে সরকারি স্কুলের পঠনপাঠন নিয়েও প্রশ্ন উঠেছে একাধিক। সম্প্রতি সামনে আসে সরকারি স্কুলগুলোর এক উদ্বেগের চিত্র। এক বছরের ব্যবধানে রাজ্য থেকে প্রায় ১ হাজার সরকারি স্কুল কার্যত গায়েব হয়ে গিয়েছে। ২০২৪-২৫ শিক্ষাবর্ষে যেখানে রাজ্যে সরকারি স্কুলের সংখ্যা ছিল ৯৩ হাজার ৭১৫টি, ২০২৫-২৬ শিক্ষাবর্ষে পড়ুয়াযুক্ত সরকারি স্কুলের সেই সংখ্যাটি কমে দাঁড়িয়েছে মাত্র ৯২ হাজার ৮০০-তে। অর্থাৎ, মাত্র এক বছরেই ৯১৫টি সরকারি স্কুল বন্ধ হয়েছে। এবার পালাবদলের পর সরকারি স্কুলগুলির খোলনোলচে বদলে ফেলতে চলেছে শুভেন্দু সরকার। প্রধান শিক্ষক সংগঠনের নেতা চন্দন মাইতি বলেন, ''এই যে হাজার হাজার স্কুল বন্ধ হচ্ছে, কোথাও এক জন শিক্ষক, দুজন শিক্ষক। স্কুল বাঁচানোর জন্য শিক্ষক-শিক্ষাকর্মী নিয়োগের আবেদন জানাচ্ছি।''

CHANGE OF NAME

I, Mohammad Amin Saikh (Old Name) S/O–Md Hossain Saikh resident of Vill-Sagardighi Seikhpara, Po & Ps-Sagardighi, Dist-Murshidabad, West Bengal, Pin-742226 do hereby declared that I have changed my name from Mohammad Amin Saikh to Md Amin Sk and henceforth I shall be known as Md Amin Sk (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the Magistrate affidavit Berhampore court on 15/07/2026. My name Md Amin Sk & Mohammad Amin Saikh both are same and one identical person

CHANGE OF NAME

I, Rouja (Old Name) W/O–Md Akbar Ali resident of Vill-Baruya Natunhat , Po-Barua , Ps-Beldanga , Dist-Murshidabad , West Bengal, Pin-742189 do hereby declared that I have changed my name from Rouja to Rawja Bibi and henceforth I shall be known as Rawja Bibi (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Domkal court on 16/07/2026. My name Rawja Bibi & Rouja both are same and one identical person.

CHANGE OF NAME

I, Md Monsur Rahaman (Old Name) S/O–Moulabox Sk resident of Vill-Mokampara, Po-Sundipur, Ps-Berhampore, Dist-Murshidabad, West Bengal, Pin-742102 do hereby declared that I have changed my name from Md Monsur Rahaman to Md Mansur Rahaman and henceforth I shall be known as Md Mansur Rahaman (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Domkal court on 16/07/2026. My name Md Mansur Rahaman & Md Monsur Rahaman both are same and one identical person.

CHANGE OF NAME

I, Abdul Goni Mandal (Old Name) S/O–Amin Uddin Mandal resident of Vill-Jalkarbhomra, Po-Kastodanga, Ps-Haringhata, Dist-Nadia, West Bengal, Pin-741257 do hereby declared that I have changed my name from Abdul Goni Mandal to Abdul Gani Mandal and henceforth I shall be known as Abdul Gani Mandal (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Domkal court on 16/07/2026. My name Abdul Gani Mandal & Abdul Goni Mandal both are same and one identical person.

CHANGE OF NAME

I, Azeda Bibi (Old Name) W/O–Anwar Ali resident of Vill & Po-Bamangram , Ps-Kaliachak , Dist-Malda , West Bengal, Pin-732206 do hereby declared that I have changed my name from Azeda Bibi to Ajeda Bibi and henceforth I shall be known as Ajeda Bibi (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Domkal court on 16/07/2026. My name Ajeda Bibi & Azeda Bibi both are same and one identical person.

CHANGE OF NAME

I, Romesha Bibi (Old Name) W/O–Abdul Gaffar resident of Vill & Po-Bamangram , Ps-Kaliachak, Dist-Malda, West Bengal, Pin-732206 do hereby declared that I have changed my name from Romesha Bibi to Romisha Bibi and henceforth I shall be known as Romisha Bibi (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Domkal court on 16/07/2026. My name Romisha Bibi & Romesha Bibi both are same and one identical person.

CHANGE OF NAME

I, Arifa Bibi (Old Name) W/O– Dulal Sk resident of Kamarpara , Singheswari Gouripur , Sagardighi , Dist-Murshidabad , West Bengal, Pin-742122 do hereby declared that I have changed my name from Arifa Bibi to Arifa Khatun and henceforth I shall be known as Arifa Khatun (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Domkal court on 16/07/2026. My name Arifa Khatun & Arifa Bibi both are same and one identical person.

CHANGE OF NAME

I, Dulal Sekh (Old Name) S/O–Nastar Sekh resident of Kamarpara , Singheswari Gouripur , Sagardighi , Dist-Murshidabad , West Bengal, Pin-742122 do hereby declared that I have changed my name from Dulal Sekh to Dulal Sk and henceforth I shall be known as Dulal Sk (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Domkal court on 16/07/2026. My name Dulal Sk & Dulal Sekh both are same and one identical person.

CHANGE OF NAME

I, Arman Sekh S/O–Samsul Sekh resident of Vill & Po-Rejinagar, Ps- Rejinagar, Dist-Murshidabad, West Bengal, Pin-742189 do hereby declared that my father's actual name Samsul Sekh as recorded in my Pan card no QSKPS8264Q & my Ration card no PHH 0036906818 .That my father's name Sukchand Mondal as recorded in my voter card no GNN2821205 in place of my father's actual name Samsul Sekh. My father's name Samsul Sekh & Sukchand Mondal both are same and one identical person declared by Magistrate affidavit Berhampore court on 07/07/2026.

CHANGE OF NAME

I, Md Jabbar Sk S/O–Md Kuddus Sk resident of Vill-Bhatpara, Po-Bezpara, Ps-Berhampore, Dist-Murshidabad, West Bengal, Pin-742134 do hereby declared that my actual name Md Jabbar Sk as recorded in my Passport no N7162264 & my voter card no RJG1547322.That my name Jabbar Sekh as recorded in my aadhaar card no 5446 -8786 -7427 in place of my actual name Md Jabbar Sk. My name Md Jabbar Sk & Jabbar Sekh both are same and one identical person declared by Magistrate affidavit Berhampore court on 15/06/2026.

CHANGE OF NAME

I, Waheda Bibi Sarkar (Old Name) W/O–Obaidul Sarkar resident of Vill-Tiktikipara, Po-Shibnagar, Ps-Jalangi, Dist-Murshidabad, West Bengal, Pin-742306 do hereby declared that I have changed my name from Waheda Bibi Sarkar to Waheda Bibi and henceforth I shall be known as Waheda Bibi (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Domkal court on 16/07/2026. My name Waheda Bibi & Waheda Bibi Sarkar both are same and one identical person.

CHANGE OF NAME

I, Sekh Safiqul Islam S/O- SK Mohammad Hanif, resident of Vill- Fagupur, P.O.- Fagupur, P.S.- Bardhaman Sadar, Dist.- Purba Bardhaman, West Bengal, PIN-713104, do hereby declare that I have changed my name and shall henceforth be known as SK SAFIQUL ISLAM vide Affidavit No.-91 dated 29/06/2026 sworn before The Notary Public at Purba Bardhaman. That Sekh Safiqul Islam and SK Safiqul Islam all are same and one identical person.

CHANGE OF NAME

I, Pradip Kumar Mondal (old name) S/o- Niranjan Mondal residing at Bahadurpur, Mrigi, Tehatta, Dist-Nadia, Pin-741165 West Bengal, do hereby declare that I have changed my name from PRADIP KUMAR MONDAL to PRADIP KUMAR MANDAL and henceforth I shall be known as PRADIP KUMAR MANDAL (new name) in all purpose vide an affidavit sworn before the Notary Public at Berhampore, Murshidabad dated 17/07/2026. PRADIP KUMAR MONDAL (old name) and PRADIP KUMAR MANDAL (new name) both are same and one identical person.

CHANGE OF NAME

I, Prabir Saha, S/o Nikunja Lal Saha, residing at Vill Kamarthuba, P.O. & P.S. Habra, Dist. North 24 Pgs. do hereby declare that I have changed my name from Prabir Saha to Prabir Kumar Saha and henceforth I shall be known as Prabir Kumar Saha in all purpose vide affidavit No.13116 sworn before the 1st class Judicial Magistrate at Barasat on 18/6/2026. Prabir Kumar Saha and Prabir Saha both are same and one identical person.

নাম পরিবর্তন

আমি Md Aminul Haque, S/O Md Murshed Ali, গ্রামঃ প্রতাপপুর, পোঃ মল্লিকপুর, থানাঃ মাড়গ্রাম, বীরভূম ৭৩১২২৪ পশ্চিমবঙ্গের বাসিন্দা। আমার এবং বাবার আসল নাম Md Aminul Haque, S/O Md Murshed Ali. আমার আসল জন্ম তারিখ ১৫.০১.১৯৬৭. ভুলবশত আমার এবং বাবার নাম Aminul Haque, S/O Murshed Ali এবং আমার জন্ম তারিখ ১৬.০১.১৯৬৭ করা হয়েছে ডুপলিকেট WBBSE এডমিড কার্ড এবং মাধ্যমিক শংসাপত্রে। ০৬.০৫.২০২৬ তারিখ Rampurhat জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, প্রথম শ্রেণীর কোর্টের ৪৫৭৭ নম্বর এফিডেভিট বলে ঘোষণা করছি Md Aminul Haque, S/O Md Murshed Ali and Aminul Haque, S/O Murshed Ali এক এবং অভিন্ন ব্যক্তি।

নাম পরিবর্তন

আমি Semim Saikh, S/O Badruddin Sekh, গ্রামঃ সাফুয়া, পোঃ রূপরামপুর, থানাঃ মুরারই, বীরভূম, পশ্চিমবঙ্গের বাসিন্দা। আমার বাবার আসল নাম Badruddin Sekh, যা আমার আধার কার্ডে লিপিবদ্ধ রয়েছে। কিন্তু আমার ড্রাইভিং লাইসেন্সে আমার বাবার নাম Badaruddin Saikh লিপিবদ্ধ রয়েছে। আবার আমার এডমিড কার্ডে বাবার নাম Md Badraddin Sk লিপিবদ্ধ রয়েছে। ১০.০৬.২০২৬ তারিখ রামপুরহাট এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট কোর্টের ২৩৬০৪ নম্বর এফিডেভিট বলে ঘোষণা করছি Badruddin Sekh and Badaruddin Saikh and Md Badraddin Sk এক এবং অভিন্ন ব্যক্তি।

ভাঙাবাড়িতে 'বুড়িমা' তৈরির কাজ শুরু হয় রথের চাকা গড়ালে

নিজস্ব প্রতিনিধি, মুর্শিদাবাদ, ১৬ জুলাই ঃ হাতেগোনা আর মাত্র কয়েকটা দিন তারপরই বাঙালি শ্রেষ্ঠ পুজো দুর্গোৎসব। বছর শেষে উমা আবার তাঁর ছেলেমেয়েদের নিয়ে বাপের বাড়ি আসবেন। বাঙালির দুর্গোৎসবের তোড়জোড়ে কাঠি আজ বৃহস্পতিবারের রথের দিন অনেক জায়গায় পড়ে গেল। কাঠামো পুজোর মধ্য দিয়ে দেবীর প্রতিমা নির্মাণের কাজ শুরু হয় বহু জায়গায়। প্রাচীন ঐতিহ্য ও রীতি মেনে বৃহস্পতিবার সোজা রথের দিন প্রতিমার কাঠামো পুজো এবং তার গায়ে মাটি প্রলেপের মধ্যে দিয়ে দুর্গোৎসবের সূচনা হলো মুর্শিদাবাদের কান্দির জেমো বাগডাঙ্গা ভাঙাবাড়ির বুড়িমা দুর্গা পুজো। প্রায় ৫০০ বছর ধরে

এখানে সিংহ পরিবারের সদস্যরা প্রাচীন রীতি মেনে আজও দুর্গাপুজো করে আসছেন। পুরনো ঐতিহ্য মেনে আজও সোজা রথের দিন দুর্গার কাঠামো পুজোর মধ্যে দিয়ে সিংহ পরিবারে 'বুড়িমা' দুর্গাপুজোর সূচনা হয়। এই পুজোর সূচনা কবে হয়েছিল তা কেউই সঠিকভাবে বলতে পারেন না। তবে পরিবারের সদস্যদের দাবি প্রায় ৫০০ বছর আগে বিক্রম সিংহ নামে পরিবারের এক সদস্য এই পুজোর সূচনা করেছিলেন। দুর্গাপুজোর প্রাচীনত্বের কারণে স্থানীয় বাসিন্দারা দেবীকে আদর করে 'বুড়িমা' বলে ডাকেন। তবে কান্দিতে বাগডাঙ্গা জমিদার বাড়ির এই পুজো ভাঙাবাড়ির 'বুড়িমা' দুর্গাপুজো নামেই বেশি খ্যাত। পরিবারের সদস্য সত্যব্রত সিংহ বলেন, এই পুজোর নাম ভাঙাবাড়ির দুর্গাপুজো হওয়ার পেছনে এক অদ্ভুত গল্প রয়েছে। কয়েক'শো বছর আগে এই পরিবারের প্রত্যেক 'তরফ' নিজেরা জমিদার ছিলেন। সেই কারণে বাড়িতে বড় দুর্গা প্রতিমার দালান ছিল, সেখানেই পুজো হতো। তিনি বলেন, কোনও এক সময় পুজোর এক সেবাইত স্বপ্নাদেশ পান মা আর পাকা বাড়িতে থাকতে চান না। মা তাঁকে আদেশ দিয়েছিলেন মাটির বাড়ি করে রেখে দেওয়ার জন্য। সেই স্বপ্নাদেশ পাওয়ার পর পাকা বাড়ি ভেঙে মায়ের জন্য মাটির বাড়ি করে সেখানে এই পুজো শুরু হয়েছিল। তাই এই পুজোর নাম 'ভাঙাবাড়ির পুজো'। তবে বর্তমানে সিংহ পরিবারের রাজা বা রাজপ্রাসাদ না থাকলেও বাগডাঙ্গা জমিদার বাড়ির সংস্কার করা হয়েছে। পরিবারের বর্তমান সদস্যরা প্রাচীন নিয়ম নীতি মেনে আজও যেমন দুর্গাপুজো করেন, তেমনই বাড়িতে বিভিন্ন দেবদেবীর নিত্য পুজো হয়। সিংহ পরিবারে প্রায় ৫০০ বছর আগে যখন প্রথম দুর্গাপুজোর সূচনা হয় তখন দেবীর গায়ের রং ছিল গৌর বর্ণের। সেই প্রাচীন প্রতিমার মতো দেবীর গায়ের এবং শাড়ির রং এখনও একই রয়ে গেছে এখানে। দেবীর রঙের কোনও পরিবর্তন করা হয় না। সত্যব্রত সিংহ বলেন, আমাদের পরিবারে পুজো শুরু হওয়ার পর থেকে কাঠামো বা পাঠাতনের কোনও পরিবর্তন করা হয়নি। একই কাঠামোর ওপর প্রতি বছর প্রতিমা নির্মাণ করা হয়। সোজা রথের দিন পুরোহিত এসে গঙ্গার মাটি দেন কাঠামোয়। এরপর প্রতিমা শিল্পী ঠাকুর নির্মাণের কাজ শুরু করেন। রথের দিন পুরোহিত কাঠামোতে মাটি না দিলে প্রতিমা নির্মাণ করা হয় না। সিংহ পরিবারের 'বুড়িমা' দুর্গা পুজোতে বেশ কিছু অন্যরকম রীতি নীতি পালন করা হয়। পুজোর দিন বহু মানুষ দূর দূরান্ত থেকে 'বুড়িমা'কে দেখতে আসেন। এখানে সিংহের বদলে দেবীর বাহন নরসিংহ। পুজোর পুরোহিত ত্রিদিব গোস্বামী বলেন, আজ কাঠামো পুজোর পর তার উপর গঙ্গা মৃত্তিকা লেপন করার মধ্য দিয়ে সিংহ পরিবারে দুর্গাপুজোর সূচনা হলো। এরপর প্রতিমা শিল্পীর হাতে ধীরে ধীরে মা দুর্গা এবং তাঁর ছেলেমেয়েদের মূর্তি তৈরীর কাজ শুরু হয়ে যাবে।

রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের দ্বারা দক্ষিণেশ্বর কালী মন্দির- এর কাছে বেলুড় মঠের একটি শাখা কেন্দ্রের আজ উদ্বোধন করলেন শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের সপ্তদশ অধ্যক্ষ শ্রীম স্বামী গৌতমানন্দজি মহারাজ। এছাড়া উপস্থিত ছিলেন মঠের ভাইস প্রেসিডেন্টগণ স্বামী দিব্যানন্দজি মহারাজ, স্বামী সুহিতানন্দজি মহারাজ, স্বামী গিরি শানন্দজী মহারাজ, স্বামী বিমলাত্মানন্দ জি মহারাজ এবং সহসাধারণ সম্পাদক স্বামী বোধসারানন্দ জি মহারাজ ও স্বামী বল ভদ্রানন্দজি মহারাজ অন্যান্য মিশনের সন্ন্যাসী বৃন্দ ব্রহ্মচারীবৃন্দ। সকাল থেকেই ঠাকুর রামকৃষ্ণদেবের মূর্তির প্রতিষ্ঠা হয় এবং পূজা হোম নরনারায়ণ সেবা এবং ভক্তদের মধ্যে প্রসাদ বিতরণ করা হয়। এছাড়া দক্ষিণেশ্বর কালী মন্দিরের প্রাঙ্গণে একটি ধর্মসভার আলোচনা হয়। মূল মন্দিরে মধ্যে একটি ধ্যানঘর এবং উপরে ঠাকুর, মা এবং স্বামীজীর মূর্তি এবং ছবি রাখা হয়। দক্ষিণেশ্বর মঠের অধ্যক্ষ স্বামী ঈশপ্র তানন্দজী মহারাজ সকলের প্রচেষ্টা এবং ঠাকুরমা স্বামীজীর আশীর্বাদে ঠাকুর রামকৃষ্ণ দেবের সাধন ক্ষেত্রে এক অভিনব এই নতুন মঠটি তীর্থক্ষেত্র ভক্তদের মধ্যে আধ্যাত্মিক ভাব দ্বারা প্রতিষ্ঠিত হবে এবং নতুন প্রজন্মরা এগিয়ে আসবে নানান সেবামূলক কাজে। ছবি- সুবল সাহা

ব্রাউন সুগার উদ্ধার

নিজস্ব প্রতিনিধি, ঝাড়গ্রাম, ১৬ জুলাই ঃ গোপন সূত্রে পাওয়া তথ্যের ভিত্তিতে অভিযান চালিয়ে লক্ষাধিক টাকার ব্রাউন সুগার উদ্ধার করল ঝাড়গ্রাম থানার পুলিশ। এই ঘটনায় এক যুবককে গ্রেফতার করা হয়েছে। ধৃতের বিরুদ্ধে এনডিপিএস আইনে মামলা রুজু করে তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ। বৃহস্পতিবার পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, ধৃতের নাম আজমল। বাড়ি মেদিনীপুর।

NIQ, Govt. of West Bengal.

Tender is hereby invited by the Executive Engineer, PWD, Kolkata IT Division, Main Block, Ground Floor, Writers' Buildings, Kolkata-700001 from the eligible contractors for the following works.

1. Name of Work: "Provision for temporary IT infrastructural arrangement in connection with VVIP Meeting at Soujanya Guest House, Alipore, Kolkata on 18 and 19 July, 2026." **[Job No. KIT/RW/108 of 26-27] SHORT NOTICE INVITING QUOTATION (No-058/KIT/Q of 26-27)**

Bid Submission Closing : 17.07.2026 up to 04.00 PM

2. Name of Work: "Provision for temporary High Speed internet Connectivity in connection with VVIP Meeting at Soujanya Guest House, Alipore, Kolkata on18 and 19 July, 2026." **[Job No. KIT/RW/109 of 26-27] SHORT NOTICE INVITING QUOTATION (No-059/KIT/Q of 26-27)**

Bid Submission Closing : 17.07.2026 up to 04.00 PM

Corrigendum or Addendum if issued will be published only on website.

Sd/-
Executive Engineer, PWD
Kolkata IT Division

রথযাত্রার পুণ্যলগ্নে রামেশ্বরপুর ঘোষ জমিদার বাড়িতে কাঠামো পূজা

নিজস্ব প্রতিনিধি, উত্তর ২৪ পরগনা, ১৬ জুলাই ঃ উত্তর ২৪ পরগনার হাসনাবাদের অন্তর্গত রামেশ্বরপুরের ঐতিহ্যবাহী ঘোষ জমিদার বাড়িতে কয়েক শতাব্দী ধরে রথযাত্রা ও মা দুর্গার কাঠামো পূজা প্রাচীন রীতি ও আধ্যাত্মিক আবহে পালিত হয়ে আসছে। রথযাত্রার পবিত্র তিথিতে ভগবান শ্রীজগন্নাথ, বলভদ্র ও সুভদ্রার পূজার পাশাপাশি অনুষ্ঠিত হয় মা দুর্গার কাঠামো পূজা, যার মধ্য দিয়েই শারদীয় দুর্গোৎসবের আনুষ্ঠানিক সূচনা হয়। এই শুভ আচার দেবীর আগমনের বার্তা বহন করার পাশাপাশি প্রতিমা নির্মাণের শুভ সূচনাকেও চিহ্নিত করে। একসময় এপার ও ওপার বাংলার অন্যতম ঐতিহ্যবাহী জমিদার বাড়ির পূজা হিসেবে রামেশ্বরপুর ঘোষ বাড়ির বিশেষ খ্যাতি ছিল। আজও সেই গৌরবময় পরম্পরা বৈদিক মন্ত্রোচ্চারণ, পারিবারিক রীতি এবং সর্বজনীন অংশগ্রহণের মাধ্যমে সমান মর্যাদায় রক্ষিত হচ্ছে। প্রতি বছর বহু ভক্ত, দর্শনার্থী ও সংস্কৃতিপ্রেমীর উপস্থিতিতে এই উৎসব ধর্মীয় ভক্তি, সামাজিক সম্প্রীতি এবং বাংলার সমৃদ্ধ ঐতিহ্যের এক অনন্য নিদর্শন হিসেবে নতুন প্রজন্মের কাছেও সমানভাবে প্রাসঙ্গিক হয়ে উঠেছে।

মেছেদা দাঁড়িয়ালা রথযাত্রা উৎসব ও মিলন মেলা কমিটির পরিচালনায় শান্তিপুর পূর্বপাড়া রাধাকৃষ্ণ সেবাশ্রম থেকে দাঁড়িয়ালা খেলার মাঠে জগন্নাথ দেবের মাসির বাড়িতে আগমন। বৃহস্পতিবার, পূর্ব মেদিনীপুর।

পূর্ব রেলের জেনারেল ম্যানেজার মিলিন্দ দেওস্কর কর্তৃক আধুনিকীকৃত পাকুড় কোয়ারি ইয়ার্ড পরিদর্শন

কলকাতা, ১৬ জুলাই ঃ পূর্ব রেলওয়ের জেনারেল ম্যানেজার মিলিন্দ দেওস্কর আজ পাকুড় কোয়ারি ইয়ার্ডের একটি পুঙ্খানুপুঙ্খ পরিদর্শন সম্পন্ন করেন এবং সেখানে প্রধান ট্র্যাক উন্নয়নমূলক কাজগুলি নিবিড়ভাবে পর্যালোচনা করেন, যা ইয়ার্ডের পুরনো পরিকাঠামোকে একটি অত্যন্ত আধুনিকীকৃত, নিরাপদ ও দক্ষ রেল নেটওয়ার্কে সফলভাবে রূপান্তরিত করেছে। পাকুড়ের এই ব্যাপক আপগ্রেডেশনের মধ্যে রয়েছে নতুন রেল ও কন্টিনিউয়াস ওয়েল্ডেড প্যানেল স্থাপন, উন্নত যান্ত্রিক রক্ষণাবেক্ষণের প্রবর্তন এবং উল্লেখযোগ্যভাবে উন্নত নিরাপত্তা প্রোটোকল। এই মাইলফলকটি স্মরণীয় করে রাখতে, জেনারেল ম্যানেজার ঐতিহাসিক পাকুড় স্টোন কোয়ারি রেলওয়ে সাইডিংয়ে একটি স্মারক ফলক উন্মোচন করেন, যা ভবিষ্যত-মুখী রেল পরিকাঠামো গড়ে তোলার ক্ষেত্রে পূর্ব রেলের দায়বদ্ধতাকে উদ্‌যাপন করে। পাকুড় স্টোন কোয়ারি সাইডিংয়ের একটি সমৃদ্ধ ঐতিহ্য রয়েছে যা ১৮৬০ সালের, যখন ইস্ট ইন্ডিয়ান রেলওয়ে প্রথম রাজমহল পর্যন্ত এই লাইনটি চালু করেছিল। প্রজন্মের পর প্রজন্ম ধরে এই সাইডিংটি একটি গুরুত্বপূর্ণ হাব হিসেবে কাজ করেছে, যা দেশের সেতু, রাস্তা এবং রেলওয়ে ফর্মেশন তৈরির জন্য পাকুড়ের বিখ্যাত উচ্চ-মানের পাথর সরবরাহ করে আসছে। তবে, আধুনিক মালবাহী ট্রেনের অতিরিক্ত চাপের ফলে পুরনো পরিকাঠামোর ওপর প্রভাব পড়ে, যার ফলস্বরূপ মিলিন্দ দেওস্করের নির্দেশনায় ২০২৫ সালে একটি ব্যাপক পুনর্নবীকরণ পরিকল্পনা শুরু করা হয় এবং সাইডিংয়ের ক্ষমতা ও পরিচালনগত নিরাপত্তা পুনরুদ্ধার করতে হাওড়া ডিভিশন দিনরাত কাজ করে এটি বাস্তবায়ন করে। তার পরিদর্শন সফরের ধারাবাহিকতায়, মিলিন্দ দেওস্কর অমৃত ভারত স্টেশন প্রকল্পের অধীনে চলমান পুনউন্নয়ন কাজগুলি পর্যালোচনা করতে রামপুরহাট রেলওয়ে স্টেশনে যান। এই সফর চলাকালীন, তিনি স্টেশন ভবনের পুনউন্নয়নের অগ্রগতি মূল্যায়ন করেন, প্রস্তাবিত স্টেশন আপগ্রেডেশনের নকশা পরীক্ষা করেন এবং সার্কুলেটিং এরিয়া, ফুট ওভারব্রিজ, যাত্রীদের প্রবেশ ও প্রস্থানের পথ এবং অন্যান্য যাত্রী সুযোগ - সুবিধার উন্নয়ন কাজ পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে পর্যালোচনা করেন, যাতে বর্ধিত অ্যাক্সেসিবিলিটি, নিরাপত্তা এবং যাত্রীদের সুবিধা নিশ্চিত করা যায়। এছাড়াও, মিলিন্দ দেওস্কর রামপুরহাট স্টেশনের ইলেকট্রনিক ইন্টারলকিং কন্ট্রোল প্যানেল রুম পরিদর্শন করেন, যেখানে তিনি ইয়ার্ড লাইন, মেইন

লাইনের ক্রিয়াকলাপ এবং লেভেল ক্রসিং গেট পরিচালনার পাশাপাশি নিরাপদ ও মসৃণ ট্রেন চলাচল নিশ্চিত করার ব্যবস্থা নিয়ে কর্মকর্তাদের সাথে একটি সংক্ষিপ্ত আলোচনা করেন। এই অধিবেশন চলাকালীন, তিনি সিগন্যালিং ব্যবস্থার কার্যকারিতাও পর্যালোচনা করেন এবং পরিচালনগত নিরাপত্তা ও দক্ষতার সর্বোচ্চ মান বজায় রাখার অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ প্রয়োজনীয়তার ওপর জোর দেন। এই ব্যাপক পরিদর্শনের সময় মিলিন্দ দেওস্করের সাথে ছিলেন ইঞ্জিনিয়ারিং, সিগন্যাল অ্যান্ড টেলিকমিউনিকেশন এবং অপারেটিং বিভাগের প্রধানগণ এবং অন্যান্য পদস্থ ডিভিশনাল কর্মকর্তারা। এই উদ্যোগগুলির সফল সমাপ্তির বিষয়ে মন্তব্য করতে গিয়ে পূর্ব রেলওয়ের মুখ্য জনসংযোগ আধিকারিক শিবরাম মাঝি জানান যে, ঐতিহাসিক পাকুড় স্টোন কোয়ারি রেলওয়ে সাইডিংয়ের পুনর্নবীকরণ এবং রামপুরহাটে চলমান পুনউন্নয়ন ও নিরাপত্তা আপগ্রেডেশন পূর্ব রেলের জন্য গর্বের মাইলফলক। তিনি আরও জোর দিয়ে বলেন যে, সর্বাধুনিক ট্র্যাক প্রযুক্তির সাহায্যে এই গুরুত্বপূর্ণ ফ্রেইট পয়েন্টটিকে আপগ্রেড করে এবং অমৃত ভারত প্রকল্পের অধীনে রামপুরহাটকে একটি আধুনিক, যাত্রী-বান্ধব স্টেশনে রূপান্তরিত করার মাধ্যমে, রেলওয়ে কেবল দেশ গড়ার সমৃদ্ধ ঐতিহ্যকেই সম্মান জানাচ্ছে না, বরং এটিও নিশ্চিত করছে যে এটি আগামী কয়েক দশক ধরে নিরাপদে এবং দক্ষতার সাথে দেশের ক্রমবর্ধমান পরিকাঠামো এবং যাত্রীদের চাহিদা পূরণ করতে সক্ষম হবে।

সনাতনের বার্তা মায়াপুর থেকে! রথযাত্রার মঞ্চে সরকারের অবস্থান স্পষ্ট করলেন দিলীপ ঘোষ

ছোটন বিশ্বাস, নদীয়া, ১৬ জুলাই ঃ রথযাত্রার পুণ্যতিথিতে নদীয়ার আন্তর্জাতিক তীর্থক্ষেত্র মায়াপুরে ইসকন মন্দিরে এসে বিশেষ ধর্মীয় অনুষ্ঠানে অংশ নিলেন রাজ্যের পঞ্চায়েত মন্ত্রী দিলীপ ঘোষ। ইসকন কর্তৃপক্ষের আমন্ত্রণে ভগবান জগন্নাথের পূজা, ওম যজ্ঞ, গো-পূজন এবং রথ টানার কর্মসূচিতে অংশগ্রহণ করেন তিনি। মন্দির চত্বরে ভক্তদের সঙ্গে কিছু সময় কাটিয়ে বিভিন্ন ধর্মীয় আচারও প্রত্যক্ষ করেন মন্ত্রী। পরে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে দিলীপ ঘোষ বলেন, প্রতিবছরের মতো এবারও রাজ্যজুড়ে ভক্তি ও উৎসাহের সঙ্গে রথযাত্রা উদ্‌যাপিত হচ্ছে। মহাতীর্থ মায়াপুরে ইসকনের আয়োজনে উপস্থিত থাকতে পেরে তিনি নিজেকে সৌভাগ্যবান বলেও উল্লেখ করেন। তিনি বলেন, প্রতি বছরই ভগবান জগন্নাথের রথযাত্রা হয়। এবার মায়াপুরে আসার সুযোগ হয়েছে। ইসকন কর্তৃপক্ষ আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন, তাই এই পবিত্র অনুষ্ঠানে উপস্থিত হয়েছি। রাজ্যের বিভিন্ন ঐতিহ্যবাহী রথযাত্রা কমিটিকে পাঁচ লক্ষ টাকা করে সরকারি অনুদান দেওয়ার প্রসঙ্গ টেনে মন্ত্রী বলেন, বাংলা সনাতনের ভূমি। সনাতন ধর্মের উত্থান ও বিকাশে সরকার বদ্ধপরিকর। ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য রক্ষা করতেই এই উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। তিনি আরও জানান, শুধু রথযাত্রা নয়, দুর্গাপূজা-সহ অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ ধর্মীয় উৎসবের ক্ষেত্রেও ভবিষ্যতে সরকারি সহায়তার বিষয়টি গুরুত্ব দিয়ে বিবেচনা করা হচ্ছে। মায়াপুরের বিশ্বব্যাপী পরিচিতির প্রসঙ্গ তুলে দিলীপ ঘোষ বলেন, ইসকন আজ সারা পৃথিবীতে সনাতন ধর্মের বার্তা পৌঁছে দিচ্ছে। মায়াপুরে সারা বছর ভজন-কীর্তন ও ধর্মীয় কর্মকাণ্ড চলতে থাকে। তাঁর কথায়, ভগবান জগন্নাথ বিষ্ণুর অবতার। তাই রথযাত্রা শুধু একটি উৎসব নয়, এটি ভারতীয় সনাতন সংস্কৃতির এক চিরন্তন ঐতিহ্য। এদিন রথযাত্রাকে কেন্দ্র করে সকাল থেকেই মায়াপুরে ভক্ত ও দর্শনার্থীদের ঢল নামে।

ASANSOL DURGAPUR DEVELOPMENT AUTHORITY
A Statutory Authority of the Government of West Bengal
(Under Urban Development & Municipal Affairs Department)
1st Administrative Building, City Centre, Durgapur - 713216

ABRIDGED NOTICE
WB TENDER ID.: 2026_ADDA_1032731_1

Asansol Durgapur Development Authority (ADDA) invites eTender for Supply, Installation and Maintenance of EPABX System at ADDA.

Last Date of Bid Submission : 06.08.2026

For details visit the eTendering Portal at http://wbtenders.gov.in or ADDA's website at http://addaonline.in

পূর্ব রেলওয়ে

বিড নম্বর ঃ জিইএম/২০২৬/বি/৭৭৮৪০০৮, তারিখ ১৪.০৭.২০২৬। ডেপুটি চিফ মেকানিকাল ইঞ্জিনিয়ার, (ইএনএইচএম), পূর্ব রেলওয়ে, হাওড়া, পশ্চিমবঙ্গ-৭১১২০১ কর্তৃক নিম্নলিখিত কাজের জন্য ওপেন টেন্ডারের ভিত্তিতে ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে ঃ **দরপ্রস্তাব বিশদ ঃ দফার বিভাগ ঃ** মাসিক ভিত্তিতে ক্যাব ও ট্যাক্সি ভাড়া নেওয়ার কাজ - এসইউভি ঃ ৩০০০ কিমি x ৩৬৪ ঘণ্টা, স্থানীয় ২৪ * ৭।। **চুক্তির মেয়াদ ঃ** ৩ বছর। **অনুমিত দরপ্রস্তাব মূল্য (ভারতীয় মূল্যে) (সকল কর সমেত) ঃ** ১৯,৫৮,৩২৪ টাকা। **ইপিবিজির বিশদ ঃ পরামর্শদাতা ব্যাঙ্ক ঃ** স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া। **ইপিবিজির শতাংশ (%) ঃ** ৫.০০, **ইপিবিজির প্রয়োজনীয় মেয়াদ (মাসে) ঃ** ৩৮। **প্রদেয় বায়না অর্থ সংক্রান্ত বিশদ ঃ** ৩৯,১৬৭ টাকা। **দরপ্রস্তাবের বৈধতা (শেষ তারিখ থেকে) ঃ** ৬০ দিন। **দরপ্রস্তাব প্রদানের শেষ তারিখ/সময় ঃ** ০৪.০৮.২০২৬ তারিখ দুপুর ১টা। **দরপ্রস্তাব খোলার তারিখ/সময়ঃ** ০৪.০৮.২০২৬ তারিখদুপুর ১টা ৩০ মিনিটে। **অভিজ্ঞতার বছর এবং টার্নওভারের ক্ষেত্রে এমএসই-র ছাড় আছে কিনা ঃ** নেই। **অভিজ্ঞতার বছর এবং টার্নওভারের ক্ষেত্রে স্টার্টআপ-এর ছাড় আছে কিনা ঃ** নেই। **দরপ্রস্তাবে অংশগ্রহণকারী সকল দরপ্রস্তাবদাতাকে দরপ্রস্তাবদাতাদের দ্বারা আপলোড করা নথিসমূহ আপনারা দেখাতে চান কি?** হ্যাঁ (লগ ইন করার পরে অন্য অংশগ্রহণকারী দরপ্রস্তাবদাতাদের কাছে টেন্ডার/দরপ্রস্তাব পদ্ধতি চলাকালীন ব্যাখ্যা বা প্রতিনিধিত্বমূলক তথ্যের অংশরূপে যে সকল নথি দাখিল করেছেন সেগুলিও প্রদর্শিত হবে)। **স্বয়ংক্রিয় দরপ্রস্তাব সম্প্রসারণকে অক্ষম করতে ন্যূনতম যে সংখ্যক দরপ্রস্তাব প্রয়োজন ঃ** ১। **কত দিনের জন্য দরপ্রস্তাব পদ্ধতি স্বয়ংক্রিয়ভাবে সম্প্রসারিত হতে পারে? ঃ** ৩ দিন। **স্বয়ংক্রিয় সম্প্রসারণের সংখ্যা গণনা? ঃ** ১। **দরপ্রস্তাব থেকে আরএ কার্যকরী ঃ** নয়। **বিক্রেতার থেকে যে নথিপ্রাপ্তি প্রয়োজন ঃ** অভিজ্ঞতার বিষয়াবলি, দরপ্রস্তাবদাতার টার্নওভার, শংসাপত্র (এটিসিতে অনুরোধকৃত), অতিরিক্ত নথি ১ (এটিসিতে অনুরোধকৃত), অতিরিক্ত নথি ২ (এটিসিতে অনুরোধকৃত)। *যদি কোনো কারণে দরপ্রস্তাবদাতা অভিজ্ঞতা/টার্নওভার বিষয়ক ছাড় চান, সেই ছাড় পাওয়ার তিনি যে যোগ্য তা ক্রেতা কর্তৃক যাচাইয়ের জন্য সেই যোগ্যতার সমর্থনে নথি আপলোড করতে হবে। **দরপ্রস্তাবের ধরন ঃ** একক প্যাকেট দরপ্রস্তাব। **মূল্যায়নের পদ্ধতি ঃ** সম্পূর্ণ মূল্য অনুযায়ী মূল্যায়ন। **প্রযুক্তিগত মূল্যায়ন চলাকালীন প্রযুক্তিগত ব্যাখ্যা প্রদানের অনুমোদিত সময় ঃ** ২ দিন।

HWH-221/2026-27

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি পূর্ব রেলওয়ের ওয়েবসাইট www.er.indianrailways.gov.in/www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে।

আমাদের অনুসরণ করুন ঃ @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

পরিষেবা-সহ পরিচ্ছন্নতা থেকে নিরাপত্তা, সাফল্যের নজির কলকাতা বিমানবন্দরের

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১৬ জুলাই ঃ যাত্রী সুরক্ষা, স্বাচ্ছন্দ্য ও পরিষেবার মানোন্নয়নে উল্লেখযোগ্য সাফল্য অর্জন করল কলকাতার নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসু আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর। বিশ্বের বিমানবন্দরগুলির অন্যতম স্বীকৃত মূল্যায়ন ব্যবস্থা 'এয়ারপোর্ট সার্ভিস কোয়ালিটি' (এএসকিউ)- র সাম্প্রতিক সমীক্ষায় ৩১টি মূল্যায়ন সূচকের মধ্যে ২৬টিতেই ইতিবাচক ফল করেছে কলকাতা বিমানবন্দর। বিমানবন্দর কর্তৃপক্ষের দাবি, যাত্রী পরিষেবার মান উন্নয়নে ধারাবাহিক উদ্যোগের ফলেই এই সাফল্য এসেছে। বিশ্বের বিমানবন্দরগুলির বাণিজ্যিক সংগঠন 'এয়ারপোর্ট কাউন্সিল ইন্টারন্যাশনাল' (ACI) পরিচালিত এই সমীক্ষায় ১১০ টি দেশের ৪০০-রও বেশি বিমানবন্দর অংশগ্রহণ করে। প্রতি বছর সাত লক্ষেরও বেশি যাত্রীর মতামতের ভিত্তিতে বিমানবন্দরগুলির পরিষেবার মান, যাত্রী সন্তুষ্টি ও সামগ্রিক অভিজ্ঞতা মূল্যায়ন করা হয়। আন্তর্জাতিক স্তরে এটি বিমানবন্দর পরিষেবার অন্যতম নির্ভরযোগ্য সূচক হিসেবে স্বীকৃত। চলতি বছরের জানুয়ারি থেকে মার্চ ত্রৈমাসিকে কলকাতা বিমানবন্দর ৭২তম স্থান ধরে রাখতে সক্ষম হয়েছে। এই সময়ে বিমানবন্দরটির এএসকিউ রেটিং ছিল ৪.৯, যা বিশ্বের বিমানবন্দরগুলির গড় ৪.৪-এর তুলনায় অনেক বেশি। পাশাপাশি কেন্দ্রীয় অসামরিক বিমান পরিবহণ মন্ত্রকের নির্ধারিত ৪.৭ এএসকিউ লক্ষ্যমাত্রাকেও অতিক্রম করেছে কলকাতা বিমানবন্দর। একই রেটিংয়ে দেশের পুণে, চেন্নাই, গোয়া ও বারাণসী বিমানবন্দরও শীর্ষস্থানীয় পারফরম্যান্স দেখিয়েছে। বিমানবন্দর কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, টার্মিনালের পরিচ্ছন্নতা, শৌচাগারের রক্ষণাবেক্ষণ, যাত্রীদের বসার ব্যবস্থা, নিরাপত্তা পরিষেবা এবং নির্দিষ্ট সময় মেনে বিমান চলাচলের উপর বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। টার্মিনালের পরিচ্ছন্নতা ও পরিচালন ব্যবস্থা আরও কার্যকর করতে পৃথক দুটি নজরদারি দলও গঠন করা হয়েছে। এই দলগুলি নিয়মিত পরিদর্শনের মাধ্যমে পরিষেবার মান পর্যবেক্ষণ করছে এবং প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে দ্রুত ব্যবস্থা নিচ্ছে। বিমানবন্দর কর্তৃপক্ষের আশা, ভবিষ্যতেও যাত্রীকেন্দ্রিক পরিষেবা আরও উন্নত করে আন্তর্জাতিক মান বজায় রাখার পাশাপাশি দেশের অন্যতম সেরা বিমানবন্দর হিসেবে কলকাতার অবস্থান আরও সুদৃঢ় করা সম্ভব হবে।

গুজরাটে দু'টি মৃদু ভূমিকম্প

ভুজকচ্ছ, ১৬ জুলাই ঃ গুজরাটের কচ্ছ জেলায় বৃহস্পতিবার দুপুরে মাত্র তিন মিনিটের ব্যবধানে পরপর দু'টি মৃদু ভূমিকম্পের ঝটকা অনুভূত হয়েছে। প্রথম কম্পনটি খভড়া অঞ্চলের কাছে এবং দ্বিতীয়টি ইউনেস্কো স্বীকৃত বিশ্ব ঐতিহ্যবাহী স্থান ধোলাবীরার কাছে নথিভুক্ত করা হয়েছে। রিখটার স্কেলে এই দুই কম্পনের তীব্রতা ছিল যথাক্রমে ৩.৬ এবং ৩.২। প্রথম কম্পনটি দুপুর ২টো ২০ মিনিটে খভড়া এলাকায় অনুভূত হয়, যার তীব্রতা ছিল ৩.৬। এর ঠিক তিন মিনিট পর, দুপুর ২টো ২৩ মিনিটে ধোলাবীরার কাছে দ্বিতীয় কম্পনটি অনুভূত হয়, যার তীব্রতা রেকর্ড করা হয়েছে ৩.২। আষাঢ়ী বীজের (কচ্ছের নববর্ষ) উৎসবের আবহেই এই লাগাতার দু'টি কম্পনের ফলে সীমান্ত লাগোয়া এলাকার মানুষের মধ্যে কিছু সময়ের জন্য আতঙ্কের পরিবেশ তৈরি হয়। তবে স্বস্তির বিষয় এই যে, এই ঘটনায় এখনও পর্যন্ত কোনও ক্ষয়ক্ষতি বা হতাহতের খবর মেলেনি। উল্লেখ্য, ভৌগোলিক অবস্থান ও ভূকম্পনের দৃষ্টিভঙ্গি থেকে কচ্ছের এই সীমান্ত এলাকা অত্যন্ত সংবেদনশীল হিসেবে পরিচিত এবং এখানে মাঝেমধ্যেই এমন মৃদু ভূকম্পন অনুভূত হয়ে থাকে।

মুর্শিদাবাদে প্রকাশ্য দিবালোকে খুন অষ্টম শ্রেণীর পড়ুয়া

নিজস্ব প্রতিনিধি, মুর্শিদাবাদ, ১৬ জুলাই ঃ প্রকাশ্য দিবালোকে অষ্টম শ্রেণীর পড়ুয়া এক কিশোরের খুনের ঘটনায় ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে মুর্শিদাবাদের সুতি থানার অন্তর্গত বাজিতপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের চন্দ্রপাড়া এলাকায়। পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, মৃত ওই কিশোরের নাম রিপন শেখ (১৫)। তার বাড়ি চন্দ্রপাড়া গ্রামে। বৃহস্পতিবার বিকেল ৪ টে নাগাদ রিপনের বাড়ির কাছেই একটি ঘরে তার রক্তাক্ত দেহ উদ্ধার করে পুলিশ। কী কারনে এই খুন তা ধন্দে ফেলেছে তদন্তকারীদের। পুলিশ ইতিমধ্যে দেহটি উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য পাঠিয়েছে। প্রাথমিক তদন্তে পুলিশের অনুমান রিপনকে ধারালো কোনও অস্ত্র দিয়ে একাধিকবার কুপিয়ে খুন করা হয়েছে। স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, মৃত কিশোর সুলতানপুর আলিয়া সিনিয়র মাদ্রাসার অষ্টম শ্রেণীর ছাত্র ছিল। কিন্তু মানসিক কিছু সমস্যা থাকায় সে নিয়মিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে যেত না। স্থানীয় সূত্রে আরও জানা গেছে, রিপন শেখের মানসিক কিছু সমস্যা থাকায় সে দিনের বেশিরভাগ সময় বাড়িতে থাকতো না, বিভিন্ন এলাকায় ঘুরে বেড়াতো। বৃহস্পতিবারও দুপুরবেলায় বাড়ি থেকে বেরিয়ে রিপন একটি আম বাগানে ঘোরাঘুরি করছিল। বিকেল চারটে নাগাদ স্থানীয় বাসিন্দারা ওই আম বাগানের মধ্যে একটি ছোট পরিত্যক্ত ঘরে রিপনের রক্তাক্ত দেহ পড়ে থাকতে দেখেন। প্রকাশ্য দিবালোকে মানসিক ভারসাম্যহীন এক কিশোরকে খুনের ঘটনায় ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে গোটা এলাকা জুড়ে। কিন্তু কী কারণে রিপনকে খুন করা হয়েছে তা নিয়ে নিশ্চিত নয় তার পরিবারের লোক এবং পুলিশ। সুতি থানার এক আধিকারিক জানান, মৃত ওই কিশোরের দেহে একাধিক আঘাতের চিহ্ন রয়েছে। তা দেখে আমাদের অনুমান পুরনো আক্রোশ বা শত্রুতা থেকে তাকে খুন করা হয়ে থাকতে পারে। ওই অধিকারী বলেন, যদিও মৃতের পরিবারের লোক নির্দিষ্ট কোনও ব্যক্তির সঙ্গে রিপনের শত্রুতার কথা এখনও জানাতে পারেনি। সুতি থানার পুলিশ ইতিমধ্যেই এলাকার সিসিটিভি ফুটেজ এবং আরও একাধিক পারিপার্শ্বিক প্রমাণ খতিয়ে দেখা শুরু করেছে। মুক্তার শেখ নামে স্থানীয় এক বাসিন্দা বলেন, বেলা চারটে নাগাদ আমরা খবর পাই রিপন নামে ওই মানসিক ভারসাম্যহীন কিশোরের রক্তাক্ত দেহ আমবাগানের মধ্যে একটি ছোট্ট ঘরের কাছে পড়ে রয়েছে। কিন্তু কী কারণে ওই কিশোরকে খুন করা হয়েছে তা নিয়ে আমরা সকলেই ধন্দে রয়েছি। যদিও প্রকাশ্য দিনের বেলায় কিশোরকে খুন করার ঘটনায় আতঙ্কে রয়েছেন এলাকার বাসিন্দারা।

কেন্দ্রকে চিঠি

কলকাতা, ১৬ জুলাই ঃ দক্ষিণ চব্বিশ পরগনার ঐতিহাসিক গঙ্গাসাগর মেলার ব্যাপকতা, জনপ্রিয়তা ও ধারাবাহিকতার কথা মাথায় রেখে মেলাটিকে জাতীয় মেলার মর্যাদা দেওয়ার আবেদন জানিয়ে রাজ্য সরকার কেন্দ্র সরকারকে চিঠি দিয়েছে। কেন্দ্রীয় সংস্কৃতি ও পর্যটন মন্ত্রক কে পর্যটন সচিব সৌমিত্র মোহনের লেখা দুটি পৃথক চিঠিতে এই মেলা ভারতের অন্যতম প্রাচীন, বৃহত্তম এবং ধর্মীয় সমাবেশের একটি বলে উল্লেখ করা হয়েছে। মকর সংক্রান্তিকে কেন্দ্র করে প্রতিবছর এই মেলায় দেশ-বিদেশ থেকে লক্ষ লক্ষ ভক্ত, সাধু সন্ন্যাসী ও পর্যটক সমাগম হয় বলে চিঠিতে উল্লেখ করা হয়েছে। সবদিক বিবেচনা করে মেলাটিকে জাতীয় মেলার মর্যাদা দেওয়ার জন্য রাজ্যের তরফে সংস্কৃতি মন্ত্রকের কাছে আবেদন জানানো হয়েছে। অন্যদিকে কেন্দ্রের প্রসাদ প্রকল্পের আওতায় গঙ্গাসাগরকে একটি ধর্মীয় পর্যটন কেন্দ্র হিসাবে গড়ে তোলার আবেদন জানিয়ে পর্যটন মন্ত্রককে একটি পৃথক চিঠি দেওয়া হয়েছে বলে প্রশাসনিক সূত্রে জানা গেছে।

রথযাত্রা উৎসব উদ্‌যাপনের অংশ হিসেবে, জলপাইগুড়ি জেলা প্রশাসন ভক্তদের সুবিধার্থে ৩টি 'সেবা শিবির' (সহায়তা কেন্দ্র) আয়োজন করেছে এবং পরিবেশ সচেতনতা বৃদ্ধি ও সবুজ ভবিষ্যতের লক্ষ্যে বৃক্ষচারা বিতরণ করেছে।

IIFL FINANCE

CIN: L67100MH1995PLC093797
Regd. Office: IIFL House, Sun Infotech Park, Road No. 16V, Plot No.B-23, Thane Industrial Area, Wagle Estate, Thane - 400604
Tel: (91-22) 41035000 • Fax: (91-22) 25806654
E-mail: reach@iifl.com • Website: www.iifl.com

সোনার অলঙ্কার অকশন (নিলাম)-এর পাবলিক নোটিশ

এতদ্বারা সকল সুনির্দিষ্টভাবে সংশ্লিষ্ট ঋণগ্রহীতাদের এবং সাধারণভাবে সকল জনসাধারণকে অবহিত করা হচ্ছে যে, আমরা, আইআইএফএল ফাইন্যান্স লিমিটেড (''**আইআইএফএল**'') সেইসব ডিফল্ট গ্রাহকদের সোনার অলঙ্কার নিলাম করছি যারা বারবার নোটিস ও রিমাইন্ডার পাঠানোর পরেও তাদের লোন রেগুলারাইজ করেননি বা বকেয়া অর্থ পরিশোধ করেননি। নিম্নোক্ত লোন অ্যাকাউন্টের অধীনে বন্ধক রাখা সোনার অলঙ্কারগুলির একটি সর্বজনীন নিলাম **18.08.2026** নির্ধারিত জেলা কেন্দ্রে **বীরভূম-বোলপুর জিএল - 1ম তলা, বোলপুর শ্রীনিকেতন রোড, পো ও পিএস - বোলপুর, জেলা - বীরভূম, পিন - 731204, সিপিআইএম পার্টি অফিসের পাশে, পশ্চিমবঙ্গ, সকাল 10:00 টায়** শুরু হবে। ভেন্যু বা তারিখের কোন পরিবর্তন (যদি প্রযোজ্য হয়) নিলাম সাইটে পোস্ট করা হবে। নির্দিষ্ট তারিখে নিলাম করা না গেলে বা একই দিনে সম্পন্ন না হলে, একই নিয়ম ও শর্তের অধীনে পরবর্তী তারিখে নিলাম পুনরায় শুরু বা পরিচালনা করার অধিকার আইআইএফএল সংরক্ষণ করে। গ্রাহকের মৃত্যুর ক্ষেত্রে, নিলামের সমস্ত শর্ত মনোনীত বা আইনি উত্তরাধিকারীর জন্য প্রযোজ্য হবে।

গোল্ড লোন অ্যাকাউন্ট নম্বর: GL37828029, GL39863008, GL39893648, GL39922958, GL41949303, GL41951395, GL42928735, GL43494194, GL43855262, GL43855692, GL43989286, GL44754862, GL45842847, GL47625180, GL47625582, GL34935645, GL34958367, GL35567385, GL35904241, GL35916446, GL36435857, GL36527730, GL36645439, GL37158092, GL37316886, GL38435265, GL38458551, GL38612768, GL38699996, GL39011955, GL39154369, GL39404052, GL39697125, GL39759683, GL39768980, GL39990978, GL40003259, GL40005989, GL40070827, GL40162450, GL40401580, GL40420835, GL40538983, GL40554100, GL40560408, GL40582245, GL40740926, GL40965788, GL40966385, GL40972009, GL40975055, GL40993281, GL41457836, GL41501838, GL41616802, GL42188483, GL42188594, GL42209095, GL42287012, GL42683876, GL43121268, GL43263763, GL44827849, GL44875740, GL44982430, GL45113721, GL45495719, GL45611064, GL45612911, GL46260434, GL46663488, GL48028997, GL48728872, GL49138857, GL22547904, GL29557730, GL32066473, GL35968476, GL36718591, GL38282321, GL38489457, GL38723170, GL38826184, GL38854835, GL39754359, GL39771899, GL39917760, GL40027539, GL40459191, GL40813234, GL40820217, GL40831065, GL40844054, GL42421852, GL42446632, GL42451760, GL42479264, GL42479305, GL42907512, GL43569820, GL43569855, GL43823992, GL44105961, GL44198948, GL44205163, GL44288698, GL44304509, GL45598567, GL45598805, GL45892850, GL46747294, GL47303124, GL47303232, GL29410943, GL33424129, GL34180700, GL34388057, GL38322317, GL38347745, GL38577192, GL38792187, GL38965597, GL39632001, GL39659305, GL39946128, GL39985574, GL40009537, GL40371797, GL40374725, GL40931801, GL40944858, GL43519906, GL43520721, GL45397641, GL48365688, GL48810542, GL35648419, GL35918835, GL35967479, GL37939256, GL38267665, GL38762264, GL38983289, GL39794851, GL39808564, GL40026615, GL40027729, GL40052325, GL40169917, GL40190336, GL41803889, GL43002153, GL43002428, GL43678017, GL43961099, GL43962343, GL44273015, GL44273256, GL44456467, GL44983231, GL46045229, GL46045428, GL46395880, GL46484577, GL46808952, GL46930545, GL47120650, GL47154361, GL47977194, GL47977706, GL48120516, GL48977416, GL27351819, GL32275736, GL32286374, GL37695353, GL38641918, GL38776434, GL39463417, GL39513674, GL44694471, GL48186553, GL34324639, GL35627932, GL36574137, GL36755633, GL37299338, GL37528972, GL38115873, GL38291151, GL38330294, GL38924755, GL39021006, GL39186227, GL39189923, GL41401096, GL42173125, GL44881442, GL44956594, GL46198944, GL46751387, GL47073492, GL48211925.

অকশন (নিলাম) ''যেখানে যেরকমভাবে আছে'', ''যেমতাবস্থায় আছে'' এবং ''যা আছে'' ভিত্তিতে পরিচালনা করা হবে এবং আইআইএফএল উল্লিখিত সোনার অলংকারের গুণমান, বিশুদ্ধতা, ক্যারেটেজ, ওজন বা ভ্যালুয়েশনের বিষয়ে কোনো প্রতিনিধিত্ব বা ওয়ারেন্টি দেয় না। আইআইএফএল, কোনও পূর্ব নোটিশ ছাড়াই তার সম্পূর্ণ নিজস্ব বিবেচনার ভিত্তিতে, নিলাম তালিকা থেকে যে কোনও অ্যাকাউন্ট এবং কোনও কাজকে স্থগিত করতে পারে বা অপসারণ করতে পারে এবং তাই কোনও কারণ না জানিয়ে তারা যে কোনও একটি বা সমস্ত বিড বা অফার প্রত্যাখ্যান করতে পারে। খেলাপি করা ঋণগ্রহীতার বিবরণ, বন্ধক রাখা অলঙ্কার এবং অন্যান্য বিবরণ সংশ্লিষ্ট শাখায় প্রদর্শিত হয়েছে। খেলাপি ঋণগ্রহীতার(দের) কাছে সাম্প্রতিকতম সুদ এবং সমস্ত প্রযোজ্য চার্জ সহ সম্পূর্ণ বকেয়া পরিশোধ করার এবং এই নোটিশ প্রকাশের পরেও তাদের ঋণ অ্যাকাউন্ট বন্ধ করার বা সেটি নিয়মিত করার বিকল্প রয়েছে নিলামের তারিখ পর্যন্ত, কিন্তু এগুলি করতে ব্যর্থ হলে প্রতিশ্রুত নির্ধারিত সোনার অলঙ্কারগুলি বিক্রি করে দেওয়া হবে এবং বাকি বকেয়া (যদি থাকে) সুদ ও খরচ সহ আদায় করা হবে। তবে, এই প্রকাশনার পরে ক্লোজ বা রেগুলারাইজ করা লোন গুলোকে তাদের উপযুক্ত পাবলিকেশন চার্জ বহন করতে হবে। অকশনের অতিরিক্ত অর্থ ফেরতের জন্য ঋণগ্রহীতাদের তাদের লেটেস্ট ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টের বিবরণ জমা / আপডেট করার অনুরোধ করা হচ্ছে, যদি থাকে।

বিস্তারিত তথ্য ও শর্তাবলীর জন্য আইআইএফএল ফাইন্যান্স লিমিটেডের সংশ্লিষ্ট শাখা অফিসে যোগাযোগ করুন।

স্থান: বীরভূম
তারিখ: **17.07.2026**

Sd/-
অনুমোদিত স্বাক্ষর
আইআইএফএল ফাইন্যান্স লিমিটেড

ফুটবল না বিনোদন?

বিশ্বকাপ ফাইনালে ৩০ মিনিটের হাফটাইম শো ঘিরে প্রশ্নের মুখে ফিফা!

সংবাদ সংস্থা, নিউ জার্সি, ১৬ জুলাইঃ আগামী রবিবার বিশ্বকাপের ফাইনালে নামছে স্পেন ও আর্জেন্টিনা। সেই ম্যাচেই প্রথমবারের মতো হাফটাইম শো আয়োজন করতে চলেছে ফিফা। এর ফলে, বিরতির সময় ১৫ মিনিট থেকে বেড়ে হবে ৩০ মিনিট। প্রায় ১১ মিনিট ধরে চলবে সংগীতানুষ্ঠান। সেখানে পারফর্ম করবেন ম্যাডোনা, শাকিরা, বিটিএস, জাস্টিন বিবার, বার্না বয়, গুস্তাভো দুদামেল ও পিএস২২ কোরাস। পুরো অনুষ্ঠানের পরিকল্পনায় রয়েছেন কোল্ডপ্লে ব্যান্ডের ক্রিস মার্টিন। ফিফার দাবি, এই অনুষ্ঠান ফিফা সিটিজেন গ্লোবাল এডুকেশন ফান্ড-এর প্রচারের উদ্দেশ্যে আয়োজন করা হচ্ছে। মঞ্চ তৈরী, শিল্পীদের পারফরম্যান্স ও অনুষ্ঠানের শেষে মঞ্চ সরিয়ে আবার মাঠ প্রস্তুত করতেই এই অতিরিক্ত

সময় প্রয়োজন হবে। ফিফা সিটিজেন গ্লোবাল এডুকেশন ফান্ড- এর আইন ৭ অনুযায়ী, একটি ফুটবল ম্যাচে হাফটাইমের সর্বোচ্চ সময় ১৫ মিনিট। তবে বিভিন্ন প্রতিযোগিতা অনুযায়ী আয়োজক সংস্থা বিরতির সময় বাড়াতে বা কমাতে পারে। বিশ্বকাপ ফাইনালেও সেই নিয়মেই সময় বাড়ছে। তবে এই সিদ্ধান্ত নিয়েই প্রশ্ন উঠছে। দীর্ঘ বিরতির ফলে ম্যাচের ছন্দ যেমন নষ্ট হওয়ার আশঙ্কা আছে, তেমনই খেলোয়াড়দের শরীর ঠান্ডা হয়েও যেতে পারে। ফলে, দ্বিতীয়ার্ধের আগে তাদের আবার ওয়ার্ম-আপ করতে হতে পারে। অতীতেও এই সংস্থা এমন দীর্ঘ বিরতির প্রস্তাব নিয়ে আলোচনা করার সময় খেলোয়াড়দের দিকটাও ভাবার প্রস্তাব দিয়েছিল। অনেকের মতে, ফুটবলের ঐতিহ্যের চেয়ে বিনোদন ও পয়সাকে বেশি গুরুত্ব দিচ্ছে ফিফা। ম্যাচ শুরু হওয়ার আগেই যখন একটা জাঁকজমকপূর্ণ ক্লোসিং সেরেমনি হবেই, তাহলে আবার আলাদা করে এত বড় অনুষ্ঠানের প্রয়োজন কী? ফিফা এর আগেও ২০২৫ ফিফা ক্লাব বিশ্বকাপের ফাইনালের হাফটাইমে পরীক্ষামূলক বিনোদন শো রেখেছিল। সেই ম্যাচে কনসার্টের কারণে হাফটাইম ২৪ মিনিট স্থায়ী করা হয়েছিল। এবার ২০২৬ বিশ্বকাপের ফাইনালে এই নিউ জার্সি স্টেডিয়ামে হবে হাফটাইম শো, যা আয়োজনের দিক থেকেও একটা বড় চ্যালেঞ্জ। বিশ্বমানের ফুটবল তারকাদের সঙ্গে আন্তর্জাতিক পারফর্মারদের এক মঞ্চে এনে বিশ্বকাপ ফাইনালকে আরও বড় একটা অনুষ্ঠানে পরিণত করাই ফিফার লক্ষ্য।

জোড়া অ্যাসিস্টে ইংরেজ-বধ! মেসি-ম্যাজিকে টানা দ্বিতীয়বার

ফাইনালে আর্জেন্টিনা

প্রথমার্ধের ভীষণ বাজে ফুটবলের পর, অ্যান্থনি গর্ডনের গোলে বদলে যায় ম্যাচের গতিপথ। পিছিয়ে পড়ে আক্রমণের ঝড় তোলে আর্জেন্টিনা। অনেক প্রচেষ্টা বিফলে যাওয়ার পর, দর্শনীয় গোলে দলকে পথে ফেরান এনজো ফার্নান্দেজ। এরপর, লিওনেল মেসির মাপা ক্রসে বলকে ঠিকানায় পাঠালেন লাউতারো মার্তিনেজ। বাঁধভাঙা উল্লাসে ফেটে পড়ল আর্জেন্টিনা, ফাইনালে পৌঁছে গেল লিওনেল স্কালোনির দল।

সংবাদ সংস্থা, আটলান্টা, ১৬ জুলাইঃ গোলদাতাদের তালিকায় তাঁর নাম নেই। কিন্তু মার্সিডিজ-বেঞ্জ স্টেডিয়ামে ইংরেজদের বিশ্বকাপ-স্বপ্ন একাই শেষ করে দিলেন সেই একজনই। লিওনেল মেসি। ৮৫ মিনিট পর্যন্ত ১-০ গোলে পিছিয়ে ছিল আর্জেন্তিনা। সেখান থেকে আচমকা জ্বলে উঠে জোড়া গোলের সুযোগ তৈরি করে দিলেন লা আলবিসেলেস্তে অধিনায়ক। তাঁর নিখুঁত ভিশন আর পাসিংয়ে ভর করেই ইংল্যান্ডকে ২-১ গোলে হারাল লিওনেল স্কালোনির দল। ১৯৮৬ সালের পর আরও একবার ইংরেজদের চোখের জলে বাড়ি পাঠাল আর্জেন্তিনা। সেবার ছিল মারাদোনার 'হ্যান্ড অফ গড', আর এবার মেসির জোড়া অ্যাসিস্ট। অবিশ্বাস্য জয়ের সুবাদে টানা দ্বিতীয়বার বিশ্বকাপের ফাইনালে জায়গা পাকা করল আর্জেন্তিনা। প্রথমার্ধে কোনও গোল না হলেও মাঠে ফাউলের ছড়াছড়ি। এলিয়ট অ্যান্ডারসন থেকে শুরু করে লিসান্দ্রো মার্তিনেজ, ক্রিস্টিয়ান রোমেরো-সকলকেই রেফারি হলুদ কার্ড দেখান। বিরতির পর খেলায় প্রাণ ফেরে। ৫৫ মিনিটে কাঙ্ক্ষিত লিড পেয়ে যায় ইংল্যান্ড। মর্গান রজার্সের ক্রস থেকে বক্সে বল পেয়ে দুরন্ত ফিনিশ করেন অ্যান্থনি গর্ডন। কিন্তু ১-০ ব্যবধানে এগিয়ে যাওয়ার পরই চরম ট্যাকটিক্যাল ভুলটি করে বসেন ইংরেজ কোচ টমাস টুখেল। বিপক্ষকে আরও চাপে ফেলার বদলে তাঁর দল দুম করে রক্ষণাত্মক খোলসে ঢুকে পড়ে। গোল ধরে রাখার এই অতি-সতর্কতার সুযোগ পুরোপুরি কাজে লাগায় আর্জেন্তিনা। মাঝমাঠে জুড বেলিংহ্যাম বা ডেকলান রাইসদের শুরুর দাপট নিমেষেই উধাও হয়ে যায়। খেলায় ফেরার জন্য মরিয়া স্কালোনি মাঠে নামান নিকোলাস ওতামেনিন্দ, রদ্রিগো দি পলদের। আর

তারপরই শুরু হয় আসল ম্যাজিক। ম্যাচের রাশ পুরোপুরি নিজের হাতে তুলে নেন মেসি। ৬৬ মিনিটে তাঁর ভাসানো বল থেকে নিকো গনসালেসের হেড অবিশ্বাস্যভাবে বাঁচান জর্ডন পিকফোর্ড। তবে ৮৫ মিনিটে আর শেষরক্ষা হয়নি। কর্নার থেকে ছোট পাসে বল পেয়ে বক্সের মধ্যে ফাঁকায় দাঁড়ানো এনজো ফার্নান্দেজকে নিখুঁতভাবে খুঁজে নেন আর্জেন্তাইন অধিনায়ক। চেলসি মিডফিল্ডারের জোরালো শট সমতায় ফেরায় দলকে। এরপর ৯০২ মিনিটে নেমে আসে চূড়ান্ত আঘাত। মাঝমাঠ থেকে তৈরি হওয়া দারুণ মুভমেন্টে ফের সেই মেসির ভিশন। তাঁর বাড়ানো নিখুঁত থ্রু বল ধরে বক্সের ভেতর থেকে ঠান্ডা মাথায় জয়সূচক গোলটি করেন লাউতারো মার্তিনেজ। ইংরেজদের চোখের জল আর লা আলবিসেলেস্তেদের বন্য উল্লাসের মাঝেই নিশ্চিত হয়ে যায় আরও এক মেগা ফাইনাল। ইংল্যান্ডের লিড নিয়ে খোলসে ঢুকে পড়ার বোকামি তাদের ডুবিয়েছে। অন্যদিকে, বয়স বাড়লেও মেসির খেলার ধার যে একবিন্দু কমেনি, তা এই মেগা সেমিফাইনালে আরও একবার প্রমাণিত। আগামী ২০ জুলাই নিউ ইয়র্ক-নিউ জার্সি স্টেডিয়ামে ফাইনালে মুখোমুখি হবে স্পেন ও আর্জেন্তিনা। একদিকে স্প্যানিশ কোচ লুইস দে লা ফুয়েন্তের তারুণ্যে ভরপুর ইয়ামাল-উইলিয়ামস ব্রিগেড, অন্যদিকে স্কালোনির অভিজ্ঞতায় সমৃদ্ধ বাহিনী। যার কাণ্ডারি লিওনেল মেসি। টানা দ্বিতীয়বার বিশ্বকাপ জয়ের হাতছানি এখন স্কালোনির দলের সামনে। বিশ্বজয়ের মুকুট শেষ পর্যন্ত কার মাথায় ওঠে, এখন তারই অপেক্ষায় ফুটবলবিশ্ব। এই ম্যাচের পর আবারও উঠে এল সর্বকালের সেরা কে? পর্তুগালের ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডো নাকি আর্জেন্তিনার লিওনেল মেসি? ফুটবলবিশ্বে এই বিতর্ক দীর্ঘদিনের। স্প্যানিশ লিগে রিয়াল মাদ্রিদ বনাম বার্সেলোনা দ্বৈরথ থেকে শুরু করে বিশ্বকাপ-সব জায়গাতেই এই একখানা সওয়াল ঘুরেফিরে আসে। কে বেশি সফল? কার পায়ে জাদুর মাত্রা কিঞ্চি বেশি? তর্কের তোড়ে চায়ের কাপে তুফান উঠেছে। এবার সেই আকচাআকচিতে চিরতরে অবসান ঘটালেন আর্জেন্তিনার কোচ লিওনেল স্কালোনি। গতরাতে রুদ্ধশ্বাস জয়ের পর সাংবাদিক বৈঠকে স্কালোনি স্পষ্ট ভাষায় জানিয়ে দেন, তাঁর চোখে মেসিই সর্বশ্রেষ্ঠ! স্প্যানিশ সংবাদমাধ্যম মার্কা-কে আর্জেন্তাইন কোচ অত্যন্ত দৃঢ়তার সঙ্গে বলেন, ''ও যে ইতিহাসের সেরা ফুটবলার, তা নিয়ে আর কোনও সন্দেহই নেই!'' জয়ের পর সংবাদমাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে রীতিমতো আবেগপ্রবণ আর্জেন্তাইন অধিনায়ক। মেসির কথায়, ''আমার স্থির বিশ্বাস, উপর থেকে দিয়েগো এই জয় চুটিয়ে উপভোগ করছেন। কারণ আজকের দিনটা তাঁর জন্য অত্যন্ত বিশেষ একটা দিন!'' এরপর যোগ করেন, ''ওঁকে এই আনন্দ দিতে পেরে ভীষণ ভালো লাগছে। উনি যেখান থেকেই খেলা দেখুন না কেন, এই জয়টা ওঁর জন্যই একটা ছোট্ট উপহার!''

কলকাতা লিগে প্রাধান্য তিন বড় ক্লাবকে! বিস্ফোরক অভিযোগ ব্যারেটোর

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১৬ জুলাইঃ কলকাতা লিগে তিন প্রধানকে বাড়তি প্রাধান্য দিতে গিয়ে তথাকথিত ছোট ক্লাবগুলিকে বঞ্চিত করা হচ্ছে বলে বিস্ফোরক অভিযোগ তুললেন জর্জ টেলিগ্রাফের কোচ হোসে র‍্যামিরেজ ব্যারেটো। তিনি অভিযোগ করেন, লিগের সূচি তৈরি থেকে ম্যাচ পরিচালনা, সব ক্ষেত্রেই বড় ক্লাবগুলির সুবিধার কথা বেশি ভাবা হচ্ছে। ফলে ছোট ক্লাবগুলির প্রস্তুতি, পরিকল্পনা এবং ফুটবলারদের স্বার্থ ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। এই পরিস্থিতির জন্য তিনি সরাসরি আইএফএ-কে দায়ী করেছেন। সোশাল মিডিয়ায় এক পোস্টে তিনি লেখেন, লিগ শুরু হতে দেরি হওয়ায় এখন তাড়াহুড়ো করে প্রতিযোগিতা শেষ করার চেষ্টা চলছে। তাই একটি ম্যাচ শেষ হওয়ার পর পরের ম্যাচ কবে হবে, তা আগে থেকে জানা যাচ্ছে না। এর

ফলে ঠিকমতো অনুশীলন, ফুটবলারদের বিশ্রাম এবং দলের পরিকল্পনা করা কঠিন হয়ে পড়ছে। তিনি প্রশ্ন তোলেন, গ্রুপ পর্ব থেকে যদি তিনটি করে দল পরের রাউন্ডে ওঠে, তাহলে বড় ক্লাবগুলোর সব ম্যাচ নিজেদের মাঠে কেন হচ্ছে? তাঁর মতে, এতে প্রতিযোগিতার ভারসাম্য নষ্ট হচ্ছে। ছোট ক্লাবগুলো সমান সুযোগ পাচ্ছে না। এতে প্রতিদ্বন্দ্বিতার মানও কমে যাচ্ছে। পাশাপাশি তৃতীয় ডিভিশনের ক্লাবগুলোর সামনে নিজেদের মেলে ধরার সুযোগও কমে যাচ্ছে। এই অসম বৈষম্যের কারণে ছোট ক্লাবগুলো বড় দলের কাছে তিন, চার, এমনকী পাঁচ গোলও খাচ্ছে। যা খুবই অপমানজনক। সবশেষে তিনি প্রশ্ন তোলেন, ''লিগ এভাবে চললে সিএফএলকে আদৌ পেশাদার লিগ বলা যায় কি?'' পাশাপাশি তিনি বলেন, কলকাতা প্রিমিয়ার লিগ পরিচালনার ক্ষেত্রে ছোট ক্লাবগুলোর মতামত নেওয়া উচিত। একই সঙ্গে তাদের স্বার্থকেও সমান গুরুত্ব দেওয়া উচিত।

টুখেলকে নিয়ে বড় সিদ্ধান্ত ইংল্যান্ড ফুটবল অ্যাসোসিয়েশনের

সংবাদ সংস্থা, লন্ডন, ১৬ জুলাইঃ কৌশলগত চূড়ান্ত ভুল। তার চরম মাশুল চোকাতে হল গোটা দেশকে। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয়, কোচের চাকরি গেল না! আটলান্টায় রুদ্ধশ্বাস সেমিফাইনালে আর্জেন্তিনার কাছে হেরে বিশ্বকাপ থেকে বিদায় নিয়েছে ইংল্যান্ড। কোচ টমাস টুখেলের অতি-রক্ষণাত্মক কৌশল নিয়ে ফুটবল মহলে ইতিমধ্যেই আছড়ে পড়েছে প্রবল সমালোচনার ঝড়। লিড নিয়েও ১-২ ব্যবধানে হেরে ট্রফি জয়ের দীর্ঘদিনের স্বপ্ন এক লহমায় চুরমার। অথচ এমন মর্মান্তিক ভরাডুবির পরেও জার্মান কোচের ওপরই অটুট আস্থা রাখছে ইংল্যান্ডের ফুটবল অ্যাসোসিয়েশন (এফএ)। তাঁকে তড়িঘড়ি ছাঁটাই করার কোনও সম্ভাবনা আপাতত নেই। বরং, ২০২৮ সালের ইউরো কাপ পর্যন্ত তিনিই থ্রি-লায়ন্সদের ডাগআউটে দণ্ডমুণ্ডের কর্তা হিসেবে বহাল থাকবেন। খাদের কিনারা থেকে কার্যত বড়সড় 'লাইফলাইন' পেলেন এই অভিজ্ঞ কোচ। স্বপ্নভঙ্গের এই বিষণ্ন আবহে এফএ প্রধান মার্ক বুলিংহ্যাম অবশ্য দলের পাশেই দাঁড়াচ্ছেন। এক বিবৃতিতে তিনি জানান, ''লক্ষ্যের এত কাছাকাছি এসে এমন পরাজয় সত্যি হৃদয়বিদারক। খেলোয়াড় এবং টমাস আজ নিজেদের সর্বস্ব উজাড় করে দিয়েছে। গোটা টুর্নামেন্টে আমাদের দল, কোচ এবং সাপোর্ট স্টাফরা এর চেয়ে বেশি পরিশ্রম হয়তো করতে পারত না। আমি তাদের সকলকে এবং আমাদের অগণিত সমর্থকদের আন্তরিক ধন্যবাদ জানাতে চাই। আমরা সত্যিই খুব হতাশ।''

অলিম্পিক কোটায় নজর অভিনবের, সাফল্য কামনা ক্রীড়ামন্ত্রীর

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১৬ জুলাইঃ তাঁর বয়স এখন ১৮। আসানসোলের শুটার অভিনব সাউ আরও চার বছর জুনিয়র পর্যায়ে খেলতে পারেন। কিন্তু ২০২৮ সালেই লস অ্যাঞ্জেলস অলিম্পিক্সে খেলার লক্ষ্য নিয়ে অভিনব এখন থেকেই নেমে পড়ছেন সিনিয়র বিভাগে। চলতি বছরের নভেম্বর থেকেই শুরু হবে

অলিম্পিক্স কোটা আদায়ের টুর্নামেন্ট। সিনিয়র পর্যায়ের সেই সব টুর্নামেন্টে নামার প্রস্তুতি নিচ্ছেন অভিনব। আসলে কয়েক সপ্তাহ আগে জার্মানির শূল শহরে শুটিংয়ের জুনিয়র ওয়ার্ল্ড চ্যাম্পিয়নশিপে অভিনব বিশ্বরেকর্ড গড়েন। ১০ মিটার এয়ার রাইফেলের মিক্সড টিম ইভেন্টে মহারাষ্ট্রের সম্ভবীকে জুটি করে অভিনব সোনা জেতেন ৫০৫.৮ স্কোর করে। এটা জুনিয়র পর্যায়ের বিশ্বরেকর্ড তো বটেই সিনিয়র পর্যায়েও ভারতীয়দের পক্ষে সেরা স্কোর। আর এই রেকর্ড গড়ার আত্মবিশ্বাস থেকেই অভিনব নিজেকে সিনিয়র পর্যায়ে তুলে আনছেন। ১০ মিটার এয়ার রাইফেলে তিনি জুনিয়র পর্যায়ে দেশের এক নম্বর হলেও সিনিয়রে ৯ নম্বরে। লক্ষ্য ২০২৮ সালের মধ্যে সিনিয়রের প্রথম দুইয়ে উঠে আসা। সঙ্গে অলিম্পিক্স কোটা অর্জন। রাজ্যের নতুন ক্রীড়ামন্ত্রী ইন্দ্রনীল খাঁ এই শুটারকে সংবর্ধনা জানানোর পাশাপাশি, তাঁর অলিম্পিক সাফল্য কামনা করেছেন।

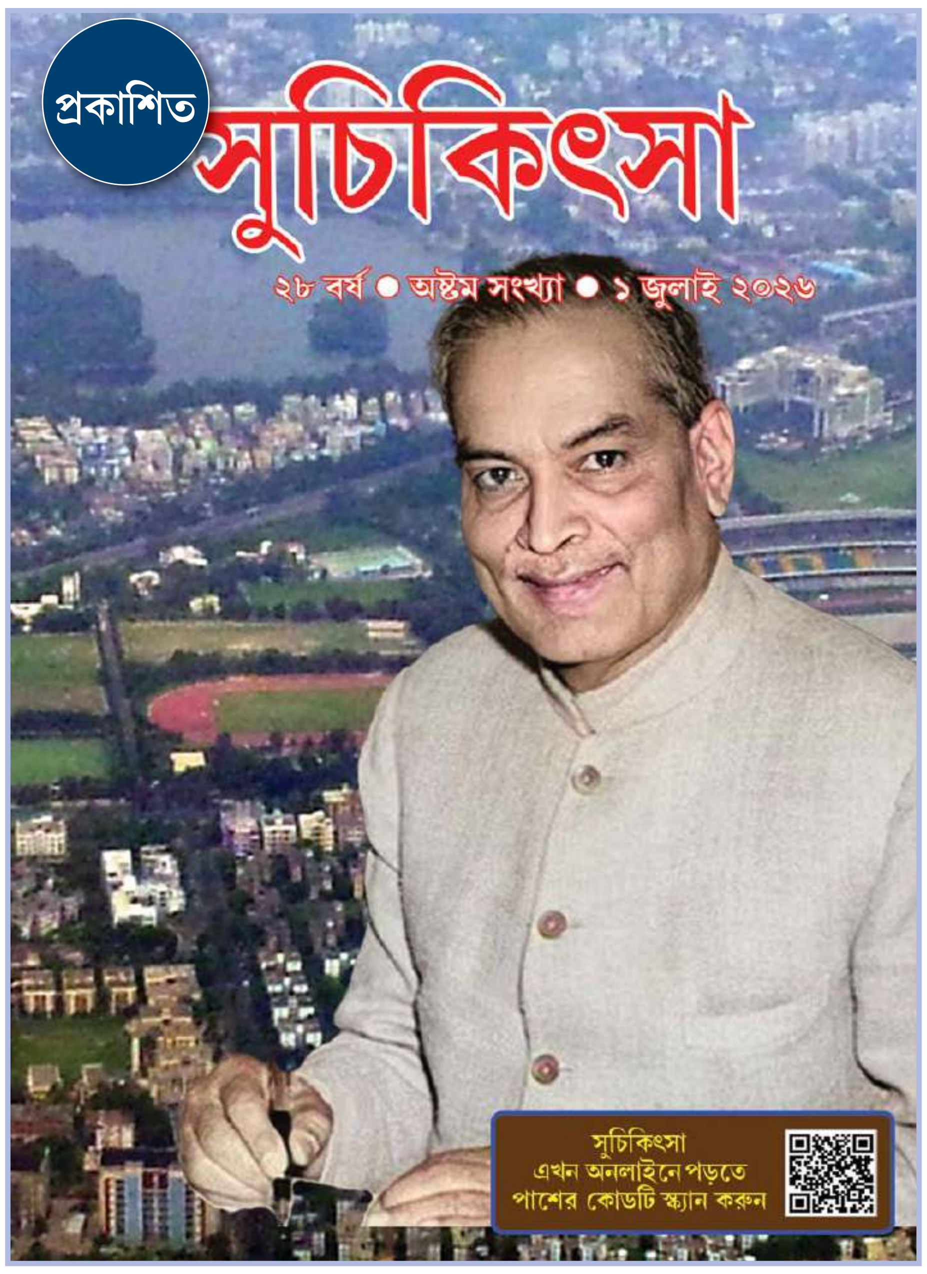

'অর্থহীন' লড়াই নাকি মেডেলের সম্মান!

বিশ্বকাপে কেন অনুষ্ঠিত হয় তৃতীয় স্থানাধিকারীর ম্যাচ?

নিজস্ব প্রতিনিধি

এবার যেমন আগামী ১৮ জুলাই, শনিবার মায়ামির হার্ড রক স্টেডিয়ামে তৃতীয় স্থানের জন্য লড়বে ইংল্যান্ড ও ফ্রান্স। অনেকের চোখে এটি ফুটবলের সবচেয়ে 'বিখ্যাত' সান্ত্বনা পুরস্কারের ম্যাচ। আবার অনেকের মতে, এটি এমন এক লড়াই, যেখানে আদতে কোনও দলই খেলতে চায় না। ফিফার কাছে এর গুরুত্ব মূলত বাণিজ্যিক। সম্প্রচারকারী চ্যানেলগুলোকে ফাইনালের আগে আরও একটি হাই-প্রোফাইল ম্যাচ দেওয়া। যাতে বিক্রি হয় প্রচুর বিজ্ঞাপনের স্লট। টিকিট বেচা ও আয়োজক শহরের অর্থনীতিতেও বিশাল অঙ্কের মুনাফা যোগ হয়। পাশাপাশি, এই দ্বৈরথ জিতলে ফিফা র‍্যাঙ্কিংয়ে উপরের দিকে ওঠার সুযোগ থাকে। যা আগামী দিনের নেশনস লিগ বা বিশ্বকাপের যোগ্যতা অর্জন পর্বে বড় সুবিধা করে দেয়। ট্রফি না জুটলেও এই ম্যাচ জিতলে ব্রোঞ্জ মেডেল পাওয়া যায়। সঙ্গে থাকে বিপুল আর্থিক লাভ। তৃতীয় স্থানাধিকারী দল পায় ২৯ মিলিয়ন মার্কিন ডলার। যা চতুর্থ হওয়া দলের চেয়ে ২ মিলিয়ন বেশি। বিশ্বকাপের মঞ্চে এই ব্রোঞ্জ মেডেলের লড়াইয়ের সূচনা ১৯৩৪ সালে, টুর্নামেন্টের দ্বিতীয় সংস্করণে। সে বার অস্ট্রিয়াকে ৩-২ গোলে হারায় জার্মানি। ১৯৫০ সালের রাউন্ড-রবিন ফরম্যাটের বিশ্বকাপ বাদ দিলে, ১৯৫৪ থেকে এটি নিয়মিত অনুষ্ঠিত হয়ে আসছে। ইতিহাস ঘাঁটলে দেখা যাবে, সবচেয়ে বেশি

চারবার এই ব্রোঞ্জ জিতেছে জার্মানি। আবার এহেন লড়াই তৈরি হয়েছে একাধিক বিশ্বরেকর্ডও। ২০০২ সালে দক্ষিণ কোরিয়ার বিরুদ্ধে মাত্র ১১ সেকেন্ডে গোল করেছিলেন তুরস্কের হাকান সুকুর। ১৯৫৮ সালে পশ্চিম জার্মানির বিরুদ্ধে এক ম্যাচেই চার গোল করে টুর্নামেন্টে ১৩ গোলের রেকর্ড গড়েছিলেন ফরাসি তারকা জাস্ট ফন্টেইন। ব্যক্তিগত পরিসংখ্যানে জোর দেওয়ার মোক্ষম সুযোগ এই দ্বৈরথ। ইউসেবিও, সালভাতোর স্কিলাচি, দাভোর সুকের বা টমাস মুলার-প্রত্যেকে গোল করে নিজেদের গোল্ডেন বুট নিশ্চিত করেছেন। এবারও কিলিয়ান এমবাপে এবং হ্যারি কেনের সামনে সেই একই সুযোগ। তবে এই ম্যাচের অস্তিত্ব নিয়ে কোচেদের মধ্যে বরাবর চরম ক্ষোভ। ২০১৪ সালে নেদারল্যান্ডসের তৎকালীন কোচ লুই ভ্যান গাল বলেছিলেন, ''আমি মনে করি এই ম্যাচটা খেলা উচিত নয়। গত ১০ বছর ধরে আমি এই কথাই বলছি। এটা অন্যায়। সবচেয়ে খারাপ দিক হল, পরপর দুটো ম্যাচ হারার সম্ভাবনা থাকে। দারুণ একটা টুর্নামেন্ট খেলেও শেষে একরাশ হতাশা নিয়ে বাড়ি ফিরতে হয়!'' ২০১৮ সালেও ঠিক একই সুর শোনা গিয়েছিল ইংল্যান্ড কোচ গ্যারেথ সাউথগেটের গলায়। তাঁর স্পষ্ট বক্তব্য, ''এটা এমন একটা ম্যাচ, যেখানে কোনও দলই অংশ নিতে নারাজ!'' প্রাক্তন ইংরেজ স্ট্রাইকার অ্যালান শিয়েরারও তৃতীয় স্থানাধিকারীর লড়াইকে কড়া ভাষায় আক্রমণ করেন। ২০১৮ সালের সেই ম্যাচের আগে তিনি এক্সে (তখনকার টুইটার) লেখেন, 'তৃতীয় ও চতুর্থ স্থানের ম্যাচ খেলা চরম বোকামি। কোনও খেলোয়াড়ই এই ম্যাচ খেলতে চায় না!' তবে সব দেশ যে এই ম্যাচকে হালকাভাবে নেয়, তা নয়। অনেক দলের কাছেই প্রথম তিনে শেষ করাটা বিশাল গর্বের বিষয়। ১৯৯৪ সালে বুলগেরিয়াকে ৪-০ গোলে হারিয়ে সুইডেনের তৃতীয় হওয়া বা ১৯৯৮ সালে নেদারল্যান্ডসকে হারিয়ে ক্রোয়েশিয়ার ব্রোঞ্জ জয় সে দেশে আজও প্রবল উৎসাহে উদযাপিত হয়। নিরপেক্ষ দর্শকদের কাছে এই ম্যাচ মানেই গোলের বন্যা। ১৯৭৪ সালে পোল্যান্ডের ১-০ ব্যবধানে জয়ের পর থেকে, আজ পর্যন্ত প্রতিটি তৃতীয় স্থানের খেলায় অন্তত দুটি বা তার বেশি গোল হয়েছে।

দুরন্ত প্রকাশন প্রাইভেট লিমিটেডের পক্ষে প্রকাশক অলোক কুমার নস্কর এবং মুদ্রক চিত্ত দেবনাথ কর্তৃক সত্যযুগ এমপ্লয়িজ কো-অপারেটিভ ইন্ডাস্ট্রিয়াল সোসাইটি লিমিটেড, ১৩, প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট, কলকাতা-৭২ হইতে মুদ্রিত ও ৯৪ ফিয়ার্স লেন, ৫ম তল, কলকাতা-৭০০০১২ হইতে প্রকাশিত, সম্পাদক-অলোক কুমার নস্কর
Published by Aloke Kumar Naskar & Printer by Chitya Debnath on behalf of Duranta Prakashan Pvt. Ltd. and printed at Satyajug Employees Co Operative Industrial Society Limited, 13, Prafulla Sarkar Street, Kolkata-700072 and Published at 94, Phears Lane, 4th Floor, Kolkata-700012, Dist.-Kolkata, Editor: Aloke Kumar Naskar
Ph. No. 033-2237-0488, 9830217166
E-mail: dailydurantabarta@gmail.com